বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস গ্রামীণ মানুষের বিশেষত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির জীবনমান পরিবর্তনে নিবেদিত একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠিকে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন সেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ সংস্থা কাজ করে থাকে।

২৮.০১.১৯৪৮ - ১৬.০৭.২০২৫

১৬ জুলাই ২০২৫
সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান
শাহজাহান ভুঁইয়ার মৃত্যুতে
আমরা গভীরভাবে
শোকাহত

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস

সিদীপের অগ্রযাত্রা

১৯৯৫
ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি
২০০৫
শিক্ষা কর্যক্রম
২০১৩
স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি
২০১৪
পিকেএসএফ-এর সহযোগী হিসেবে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

২০১৫
সিদীপ সোলার প্রজেক্ট

২০১৮
সোশ্যাল লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

২০২২
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

২০২৩
বিকল্প কালেকশন চ্যানেল হিসেবে এমএফএস

২০২৪
অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ঋণ ও সঞ্চয় পরিষেবা

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

মুক্তপাঠাগার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারগাছে পরিচালিত How "Mukto-Pathagar" is about to create a culture of reading শীর্ষক গবেষণায় জানা যায়, সেখানে মুক্তপাঠাগারের কার্যক্রমের ফলে ৭৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর বইপড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের তালিকা

ক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	শাখার নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
১.	সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়	লালপুর (গোপালপুর)	লালপুর	নাটোর
২.	বাঘা আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	বাঘা	বাঘা	রাজশাহী
৩.	ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	পুঠিয়া	পুঠিয়া	রাজশাহী
৪.	দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	দেবোত্তর	আটঘরিয়া	পাবনা
৫.	বোয়াইলমারি উচ্চ বিদ্যালয়	বালুচর	ভাঙ্গুড়া	পাবনা
৬.	সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজ	বনপাড়া	বনপাড়া	নাটোর
৭.	এন আই ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়	চারগাছ	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮.	ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	ভাঙ্গুরা	ভাঙ্গুরা	পাবনা
৯.	রাজাপুর ডিগ্রী কলেজ	রাজাপুর	বড়াইগ্রাম	নাটোর
১০.	রাবেয়া মান্নান ভূঁইয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	নয়নপুর	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১১.	দমদমা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	সিংড়া	সিংড়া	নাটোর
১২.	হাজীগঞ্জ সরকারি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	হাজীগঞ্জ	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর
১৩.	কুটি অটলবিহারী উচ্চ বিদ্যালয়	কুটি	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৪.	বৈদ্যের বাজার নেকবর আলী মুন্সী (এনএএম) পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	সোনারগাঁ	সোনারগাঁ	নারায়ণগঞ্জ
১৫.	সফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সিদ্ধিরগঞ্জ	সিদ্ধিরগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১৬.	রোকনউদ্দিন মোল্লা গার্লস স্কুল	আড়াইহাজার	আড়াইহাজার	নারায়ণগঞ্জ
১৭.	ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়	রায়পুর/গৌরীপুর	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
১৮.	চিনকি আস্তানা উচ্চ বিদ্যালয়	বারইয়ারহাট	মীরসরাই	চট্টগ্রাম
১৯.	হায়দারাবাদ হাজী ইয়াকুব আলী উচ্চ বিদ্যালয়	হায়দারাবাদ	মুরাদনগর	কুমিল্লা
২০.	গৌরীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	সাঁথিয়া	সাঁথিয়া	পাবনা
২১.	কাশীনাথপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কাশীনাথপুর	সাঁথিয়া	পাবনা
২২.	দোসাইদ অধন্য কুমার উচ্চ বিদ্যালয়	আশুলিয়া	সাভার	ঢাকা
২৩.	দাদনচক হেমায়েত মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	শিবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২৪.	কাশিমপুর হাই স্কুল এন্ড কলেজ	কাশিমপুর	গাজীপুর	গাজীপুর
২৫.	হাজী আব্দুল মালেক উচ্চ বিদ্যালয়	নবীগঞ্জ	বন্দর	নারায়ণগঞ্জ
২৬.	লতিফা সিদ্দিকী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বড় কুমিরা	সীতাকুণ্ড	চট্টগ্রাম
২৭.	সীতাকুণ্ড সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সীতাকুণ্ড	সীতাকুণ্ড	চট্টগ্রাম
২৮.	আবুতোরাব বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	মীরসরাই	মীরসরাই	চট্টগ্রাম
২৯.	সালাহউদ্দিন কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাইস্কুল	মদনগঞ্জ	বন্দর	নারায়ণগঞ্জ
৩০.	নেকজান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়	ভোলাহাট	ভোলাহাট	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩১.	কুটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়	কুটি	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩২.	হরিপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩৩.	হাজী অজেল আলী উচ্চবিদ্যালয়	সুজানগর	সুজানগর	পাবনা
৩৪.	শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ	কাশীনাথপুর	সাঁথিয়া	পাবনা
৩৫.	নূরজাহান মডেল স্কুল	ফুলবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩৬.	মো. আমিরুল হক পৌর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়	মুন্সিগঞ্জ সদর	মুন্সিগঞ্জ সদর	মুন্সিগঞ্জ
৩৭.	জহুরা মহিউদ্দিন খান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়	উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া	সিরাজগঞ্জ
৩৮.	মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়	শাহজাদপুর	শাহজাদপুর	সিরাজগঞ্জ
৩৯.	এ,এইচ,সি তরঙ্গ প্রি-ক্যাডেট এন্ড হাই স্কুল	সিএন্ডবি বাজার	বেড়া	পাবনা
৪০.	পাবনা গোপালচন্দ্র ইনস্টিটিউশন	অনন্ত	পাবনা সদর	পাবনা

মুক্তপাঠাগার আয়োজিত বইমেলা: নারায়ণগঞ্জের মদনগঞ্জে ভাষার মাসে বইয়ের মেলা

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার ও সালাহ্উদ্দিন কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাই স্কুলের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জের মদনগঞ্জে উক্ত স্কুলে "ভাষার মাসে বইয়ের মেলা" আয়োজিত হয়। দিনব্যাপী এ আয়োজনে বইমেলার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছিল উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতা এবং জাতি গঠনে বই ও পাঠাগারের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণী। বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতায় ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে যেখানে ২৫ জন শিক্ষার্থী আশরাফ আহমেদের 'একাত্তরের হজমিওয়ালা' ও বাকি ২৫ জন সিদীপ প্রকাশিত 'আমাদের শিক্ষা নানা চোখে' বই পড়ে তার পর্যালোচনা লেখে।

সেখান থেকে সেরা ছয়জন শিক্ষার্থীকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া উপস্থিত বক্তৃতায় বিদ্যালয়ের সেরা তিনজন বক্তাকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। 'জাতি গঠনে বই ও পাঠাগারের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান। উক্ত মেলায় সিদীপ প্রকাশনীর বিভিন্ন বই ছাড়াও অন্যান্য প্রকাশনী সংস্থার বইও উপস্থাপন করা হয়। স্কুলের শিক্ষার্থীরা আগ্রহ সহকারে বইগুলো দেখেন এবং বেশ কিছু শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক বই ক্রয় করেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব সালাহ্উদ্দিনের সভাপতিত্বে বইমেলার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা জনাব মো. কুতুব উদ্দিন। এছাড়া ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক শারমীন ফারজানা এবং অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিগণ

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার ও সালাহ্উদ্দিন কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাই স্কুলের উদ্যোগে

নারায়ণগঞ্জের মদনগঞ্জে উক্ত স্কুলে "ভাষার মাসে বইয়ের মেলা" আয়োজিত হয়। দিনব্যাপী এ আয়োজনে বইমেলার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছিল উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতা এবং জাতি গঠনে বই ও পাঠাগারের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণী। বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতায় ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে যেখানে ২৫ জন শিক্ষার্থী আশরাফ আহমেদের 'একাত্তরের হজমিওয়ালা' ও বাকি ২৫ জন সিদীপ প্রকাশিত 'আমাদের শিক্ষা নানা চোখে' বই পড়ে তার পর্যালোচনা লেখে।

সেখান থেকে সেরা ছয়জন শিক্ষার্থীকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া উপস্থিত বক্তৃতায় বিদ্যালয়ের সেরা তিনজন বক্তাকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। 'জাতি গঠনে বই ও পাঠাগারের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান। উক্ত মেলায় সিদীপ প্রকাশনীর বিভিন্ন বই ছাড়াও অন্যান্য প্রকাশনী সংস্থার বইও

উপস্থাপন করা হয়। স্কুলের শিক্ষার্থীরা আগ্রহ সহকারে বইগুলো দেখেন এবং বেশ কিছু শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক বই ক্রয় করেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব সালাহ্উদ্দিনের সভাপতিত্বে বইমেলার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা জনাব মো. কুতুব উদ্দিন। এছাড়া ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক শারমীন ফারজানা এবং অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিগণ

কাশিনাথপুরে পাঠক সম্মিলন ও বইমেলা

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার এবং কাশিনাথপুরে অবস্থিত প্রয়াস পাঠাগারের উদ্যোগে এবং সিদীপের সহযোগিতায় ৭ই মে পাবনার কাশিনাথপুরে শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো বইমেলা, পাঠক সম্মিলন, পাঠাগার নিয়ে আলোচনাসভা এবং বইপাঠ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ।

সকালে কলেজের বারান্দায় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। বইমেলায় বইয়ের পসরা নিয়ে উপস্থিত ছিল কলি প্রকাশনী, গ্রাম প্রকাশনী, নপম

গণগ্রন্থাগার, দয়ালনগর বাহারুন্নেছা পাবলিক লাইব্রেরী ও মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার। 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা', 'একাত্তরের হজমিওয়ালা', 'আমাদের শিক্ষা: নানা চোখে' এবং 'পাবনার কবি ও কবিতা' এ চারটি বইয়ের ওপর সেরা পর্যালোচনা লেখক ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে নপম, স্কাইলার্ক পথপাঠাগার, দীপশিখা, মাশুমদিয়া বিজ্ঞান স্কুল ও মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের সেরা পাঠকদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও ছিল উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানে কলেজের মিলনায়তনে 'জাতি ও সভ্যতার বিকাশে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা' শীর্ষক মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। এ নিয়ে আলোচনা করেন সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের সভাপতি আবদুস ছাত্তার খান, লেখক শিশির মল্লিক ও শিল্পী বিপ্লব দত্ত।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ তরিত কুমার কুন্ডু ও অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মাহবুব হোসেন।

আলোচকগণ বলেন, নিজেকে উন্নত করতে এবং সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গড়ে তুলতে আমাদের ছেলেমেয়েদের বেশি বেশি করে ভালো বই পড়তে হবে। আমাদের গ্রামেগঞ্জে, স্কুল-কলেজে, পাড়ামহল্লায় এবং জাতীয় পর্যায়ে অনেক পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শহীদ নুরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজে দিনব্যাপী এ পাঠক সম্মিলন, বইমেলা ও আলোচনা অনুষ্ঠান শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে স্কলাস্টিকা স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেয়া বই ও মানবতা ভাণ্ডারে কাপড় উপহার

১৯ মে ২০২৫-এ স্কলাস্টিকা স্কুলের (গুলশান ক্যাম্পাস, ঢাকা) শিক্ষার্থীরা ২০১টি বই উপহার দেয় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারকে যা বর্তমানে ১৩টি জেলায় ৪০টি স্কুল-কলেজে চলমান আছে। স্কুলের অ্যাসেম্বলিতে এই বই উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কলাস্টিকার প্রিন্সিপ্যাল সৈয়দা ফারদাহ্ ফারহানা আলম, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সিদীপের পক্ষ থেকে ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স এন্ড একাউন্টস্) রুমানা শারমিন, শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম।

এসব বই পাঠকে কেন্দ্র করে মুক্তপাঠাগার সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোয় শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য English Story Reading শীর্ষক একটি কোর্স চালু করা হয়েছে।

এছাড়াও স্কলাস্টিকার ছোট্ট শিক্ষার্থীরা দুইশোর মত পুরনো ব্যবহারোপযোগী কাপড় গ্রামের দরিদ্র শিশুশিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের জন্য সিদীপের মানবতা ভাণ্ডারে জমা দেয়। কাপড়গুলো ঈদের আগেই গ্রামে বিভিন্ন দরিদ্র শিশুকে দেয়া হয় যাতে তাদের মুখেও হাসি ফোটে।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মুক্তপাঠাগারকে দেয়া বই উপহার

ক্রম	দাতার নাম	বই গ্রহণের বছর	বইয়ের সংখ্যা
১.	বিজ্ঞানী সৈয়দ আশরাফ আহমেদ	২০২২-২৫	২৮০
২.	প্রকৃতি প্রকাশনী	২০২২	২৫০
৩.	লেখক সালেহা বেগম	২০২২	১৫
৪.	লেখক মনজুর শামস	২০২২-২৩	৩৪
৫.	সিদীপ ডিজিটাইজেশন ডিপার্টমেন্ট	২০২২	৭১
৬.	শিলালিপি	২০২২	১৫০
৭.	অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম	২০২৪	১০০
৮.	ডা. নার্গিস আখতার	২০২৪	৫০
৯.	উন্নয়নকর্মী আবু খালেদ	২০২৫	২৩
১০.	চিত্রনির্মাতা রঞ্জন মল্লিক	২০২৫	১৪
১১.	লেখক ফয়সাল আহমেদ	২০২৫	১৮৫
১২.	কবি হানিফ রাশেদীন	২০২৫	৬৫
১৩.	স্কলাস্টিকা স্কুল, গুলশান ক্যাম্পাস, ঢাকা	২০২৫	২০১
১৪.	শিশির মল্লিক	২০২৫	৩৫০
১৫.	স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ	২০২২-২৫	২,০০০
	মোট		৩,৭৮৮

‘আলোর যাত্রী হই’ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী

চলতি অর্থবছরে মুক্তপাঠাগার নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র “আলোর যাত্রী হই” সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও ঢাকার বাইরে কয়েকটি মুক্তপাঠাগার সংশ্লিষ্ট স্কুলকলেজে প্রদর্শিত হয়। প্রামাণ্যচিত্রটিতে অংশগ্রহণকারী দেবোত্তর পাইলট স্কুলের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইয়া মনি মুক্তপাঠাগার থেকে ১০০টি বই পড়েছে বলে জানায়। তাকে পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে আরও বই উপহার দেয়া হয়। এছাড়াও এই প্রামাণ্যচিত্রে আছেন একজন পিতা যার মেয়ে মনিকা জাহিন মোহনা এই স্কুলের ১০ম শ্রেণিতে থাকাকালীন মুক্তপাঠাগার থেকে সেরা পাঠক ও সেরা বই-পর্যালোচকের পুরস্কার পায়, যে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অটঘরিয়া উপজেলায় ১ম হয়েছে।

‘আলোর যাত্রী হই’ তৈরি করেছেন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা রঞ্জন মল্লিক। এর মূল কথা হলো মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে বইপাঠসহ নানামুখী কার্যক্রম আমাদের দেশের শিশুকিশোরদের সৃজনশীল বিকাশে ভূমিকা রাখছে। এর প্রদর্শনীর পর অনেক দর্শক মুক্তপাঠাগার তৈরিতে উৎসাহিত হয়েছেন।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস

প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৫ সাল

সিদীপের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দ

বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী (সভাপতি)
অধ্যাপক আহমেদ কামাল (সহসভাপতি)
ড. আব্বাস ভূঁইয়া
ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান
ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান এ এইচ আলমগীর
জনাব মো. ইকবাল করিম
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ
জনাব মো. হাসান আলী
ড. এটিএম ফরিদ
ড. জলিলুর রহমান খান
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব সালেহউদ্দীন আহমেদ
জনাব সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া (সদস্য সচিব)

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

২২ আগস্ট ২০২৪ ছিল সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন সকালে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁর কবর জিয়ারত এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। বিকেলে সিদীপ ভবনের সভাকক্ষে তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক একটি সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সিদীপের প্রতিটি শাখায় তাঁর স্মৃতিচারণ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

রূপকল্প

টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে নবধারা প্রবর্তন এবং পরিবর্তনের উদাহরণ সৃষ্টি

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে ও বাইরে সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে পরিবেশবান্ধব টেকসই নবধারার উন্নয়ন সেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোক্তাদের আমাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করা।

আমরা বাঁচি পরের ও নিজের জন্য।

মূল্যবোধ

- নবধারা প্রবর্তন
- টেকসইতা
- অন্তর্ভুক্তিকরণ
- ন্যায়পরায়ণতা
- সততা ও নিষ্ঠা
- দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা
- স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা
- মানবিক মর্যাদা

আইনি সত্তা

১৯৯৫	২০০৮	২০২০
Registered Under Societies Act XXI of 1860	Registered Under Societies Act XXI of 1860	Received License from NGO Affairs Bureau

সূচি

সূচনা	১৪
আর্থিক সেবা	৩০
শিক্ষা	৪৬
স্বাস্থ্য	৫০
সমৃদ্ধি	৫৫
উন্নয়ন প্রকল্পগুচ্ছ	৬০
গবেষণা ও প্রকাশনা	৬৯
মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৮১
ডিজিটাইজেশন	৮৫
অন্যান্য কার্যক্রম	৮৮
আর্থিক বিবরণ ও নিরীক্ষা	৯২
নিরীক্ষা প্রতিবেদন	১০১

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

উপদেষ্টামণ্ডলি

মিফতা নাঈম হুদা
এস. এ. আহাদ
এ. কে. এম. শামসুর রহমান
মো: ইব্রাহিম মিঞা
অমিত কুমার রায়

বাস্তবায়ন কমিটি

আবু সালেহ নুর মহাম্মদ
মো: মামুন
মাহমুদা আক্তার
ডা. আইদিদ হাসান
মাহবুব উল আলম
সৈয়দা নাবিলা আক্তার

সমন্বয়ক

আলমগীর খান

প্রকাশ কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫

চেয়ারম্যানের কথা

তিরিশ বছরের মাইলফলক অতিক্রম করলো সিদীপ। এ অর্জন যেমন আনন্দের তেমনি গর্বের। আমরা এ অর্জনটি উদযাপন করছি 'আপন শক্তিতে বেড়ে ওঠা'র এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলো বিদেশি সাহায্যনির্ভর না হওয়ার। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে একত্র করে কাজে লাগাতে পারলে উন্নতি লাভ করা সম্ভব। সাহায্যনির্ভরতা মানুষকে নিজ পায়ে দাঁড় করায় না। আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির শ্রমশক্তি ও মেধার উপর তাঁর যে গভীর আস্থা ছিলো তাই হচ্ছে সিদীপের আপন শক্তিতে বেড়ে উঠার প্রধান অবলম্বন।

১৯৯৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সিদীপ যাত্রা শুরু করে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আর্থিক ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে সংস্থার এই কর্মসূচি গরীব মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে একদিকে যেমন ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে অন্যদিকে তেমনই সংস্থার ভিতকেও শক্ত করে তুলেছে। সেজন্যই গ্রাহক পরিবারের সদস্যদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এর বিস্তারিত এই রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে মূল কর্মসূচি বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আমরা আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারিনি। যদিও এ বছরে আমাদের সদস্য সংখ্যা, সঞ্চয়, ঋণ বিতরণের পরিমাণ, স্থিতি ইত্যাদি কিছুটা বেড়েছে, আমাদের ব্রাঞ্চের সংখ্যা এ বছর বাড়াতে পারিনি, বরং আমাদের বকেয়া ঋণের পরিমাণ বেড়েছে, বেড়েছে বকেয়া ঋণী সদস্য সংখ্যাও যা কিছুটা উদ্বেগজনক। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি যেমন ফসল উৎপাদনে ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে তেমনি রোগ-বালাই বেড়ে গিয়ে বহু মানুষ অসুস্থ ও কর্মহীন হয়ে চিকিৎসা খরচ বেড়ে বিপাকে পড়েছেন। তাছাড়া ফসলের ন্যায্য মুল্য না পাওয়া, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদিতো আছেই। এ সকল কারণে অনুমান করা হয়, গরীব মানুষেরা ঋণের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছেন না। বিষয়টি বাস্তবতার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নিতে না পারলে এ কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা দুরূহ হয়ে উঠতে পারে ।

ঋণ কর্মসূচি ছাড়াও সিদীপ দুটি বিশেষ কর্মসূচি নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনা করে আসছে। এর একটি শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) এবং অন্যটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি। উভয় কর্মসূচিতে আমাদের সদস্য সংখ্যা, কর্মীর সংখ্যা এবং সেবার মান ও পরিমাণ আমরা বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। এমনকি কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর এবার আমরা নতুন করে আবারও 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' আয়োজন করতে পেরেছি। স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংস্থার আইটি বিভাগ নতুন নতুন উপায়ে আর্থিক ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তি

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলো বিদেশি সাহায্যনির্ভর না হওয়ার। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে একত্র করে কাজে লাগাতে পারলে উন্নতি লাভ করা সম্ভব। সাহায্যনির্ভরতা মানুষকে নিজ পায়ে দাঁড় করায় না। আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির শ্রমশক্তি ও মেধার উপর তাঁর যে গভীর আস্থা ছিলো তাই হচ্ছে সিদীপের আপন শক্তিতে বেড়ে উঠার প্রধান অবলম্বন

সহজ, আকর্ষণীয় ও ত্বরান্বিত করে তুলছে। সংস্থার অগ্রগতির জন্য সর্বস্তরের কর্মীগণ আন্তরিক পরিশ্রম করেছেন ও করছেন– তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসাই সবচেয়ে বড় শক্তি।

এছাড়া ২০২২ সালের জুন থেকে চলছে একটি আকর্ষণীয় ও সাড়াজাগানো নতুন কার্যক্রম যার লক্ষ্য গ্রামের স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। এ পর্যন্ত ৪০টি স্কুল-কলেজে 'মুক্তপাঠাগার' নামের এই কার্যক্রম বিচিত্ররকম কাজ করে চলেছে। সেরা পাঠক-পাঠিকা পুরস্কার, বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার, শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা, ইংরেজি গল্প পাঠ, চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কত রকমের কাজ! সেইসাথে প্রত্যেক মুক্তপাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত আছে আবার একটি করে মানবতা ভাণ্ডার– যেখানে একটি ঝুড়িতে শিশুকিশোরেরা তাদের পছন্দমত কাপড় রেখে দেয় যাদের প্রয়োজন তাদের মাঝে বিতরণের জন্য। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের মাধ্যমে মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মেধাবী, জ্ঞানপিপাসু, সৃজনশীল ও মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠার এই উদ্যোগমালা নিশ্চয়ই অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

এবার প্রতিবেদনটির উপস্থাপনায় কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে যে কাজে অনেকেই যার যার মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এজন্য তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের চলার পথে সার্বিক সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান এমআরএ, পিকেএসএফ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাইকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এবারকার গভর্নিং বডির সকল সম্মানিত সদস্য নিয়মিত সকল সভায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং সংস্থার সকল কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণসভা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে নানা সময় আলোচনা করে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছেন, কয়েকজন সম্মানিত সদস্য বিভিন্ন কমিটিতে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রতিও।

সবশেষে স্মরণ করছি আমাদের সবার প্রিয়জন সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়াকে যিনি গত ১৬ই জুলাই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ছিলো তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তিনি ছিলেন সুলেখক, সুবক্তা ও দার্শনিকতুল্য। প্রতিবারের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতে অলিখিতভাবে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতেন তিনি। ফলে যাঁরা প্রতিবেদন তৈরিতে যুক্ত তারা তাঁকে অনুভব করেছেন সবসময়। সিদীপে তথা বৃহত্তর সমাজে তাঁর স্থান অপূরণীয়। তবে তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। শাহজাহান ভুঁইয়ার প্রিয় শিক্ষালোকও তাঁকে ছাড়াই উদযাপন করতে যাচ্ছে এক যুগ পূর্তি। শিক্ষালোকের এই এক যুগ পূর্তিও সিদীপের আরেক মাইলফলক এবার।

ফজলুল বারি
চেয়ারম্যান

মুখবন্ধ

শ্রদ্ধেয় পাঠিকা-পাঠক, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। ধারাবাহিকভাবে গত কয়েক বছরের মত এ বছরটাও নানারকম ডামাডোলের মধ্যে কেটেছে। রাজনৈতিক পরিবর্তন, বন্যায় আক্রান্ত দেশ, দুর্যোগ মোকাবেলায় সর্বাত্মক অংশগ্রহণ, ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চলেছি আমরাও।

এ বছর আমরা উদযাপান করছি ৩০ বছরের কর্মময় জীবন– আপন শক্তিতে বেড়ে ওঠার মর্মবাণী ধারণ করে। এ হচ্ছে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার উন্নয়নচিন্তার উজ্জ্বল প্রতিফলন যা বাস্তবায়ন করেছেন সংস্থার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ। একটি ব্রাঞ্চ দিয়ে শুরু করে এখন আমরা ২২৬টি ব্রাঞ্চ নিয়ে কাজ করছি এবং গত বছর ১৭০০ কোটি টাকা ঋণস্থিতির মাইলফলক অতিক্রম করেছি। যদিও এ সময়ে মাঠ পর্যায়ে আমরা বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, বিশেষত বন্যাজনিত কারণে, আমরা এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।

ক্রমবর্ধমান বকেয়ার চাপ সামলে গুণগত মানবৃদ্ধির জন্য আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক চর্চায় মনোযোগ বাড়িয়েছি। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আলাদা টিম গঠন করা হয়েছে ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যুক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের শীর্ষ সংস্থা পিকেএসএফ-এর সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছি। এছাড়া আমরা ইউএনওপিএস, এসএসিইপি ও বিশ্বব্যাংক-এর সঙ্গে PLEASE প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে পেরেছি, কানাডিয়ান ফান্ড ফর লোকাল ইনিশিয়েটিভস-এর সঙ্গে সফলভাবে প্রকল্প শেষ করেছি, বন্ড মার্কেটে মুলধন সংগ্রহ করেছি এবং আন্তর্জাতিক ঋণ সংগ্রহের চূড়ান্ত ধাপে এসে পৌঁছেছি।

সংকটময় কালে আমরা স্বচ্ছতা ও সঠিক যোগাযোগ দক্ষতা নিশ্চিত করেছি। কর্মীদের মানোন্নয়নের জন্য প্রধান কার্যালয়ে ও সংস্থার বাইরে নানারকম প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করতে পেরেছি। কভিড-১৯ জনিত কারণে কয়েক বছরের বিরতির পর শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে উঠান স্কুলের শিশুদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে আমাদের সাংস্কৃতিক উৎসবটি আবার উদযাপন শুরু হয়েছে, যা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন অংশীদারদের। তেমনি কৃতজ্ঞতা আমাদের সাধারণ ও পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যদের প্রতি যারা আমাদেরকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। সবশেষে ধন্যবাদ আমাদের নিবেদিত-প্রাণ কর্মী ও বিশেষভাবে সদস্যদেরকে যারা আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন।

মিফতা নাঈম হুদা
নির্বাহী পরিচালক

CREDIT RATING

CREDIT RATING AGENCY OF BANGLADESH LTD.

Stable
Outlook

AA_2
Long-term Rating

ST-2
Short-term Rating

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল কর্মকাণ্ডে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের/পেশার স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যেমন অর্থনীতি, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ইত্যাদিতে সফল, নিবেদিত ও নিঃস্বার্থভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি সমন্বয়ে সংস্থার দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সিদীপ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায় সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ৩১ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলো।

জনাব ফজলুল বারি
জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ
ড. আব্বাস ভূঁইয়া
জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
সৈয়দ সাঈদ উদ্দিন আহ্‌মেদ
ড. এটিএম ফরিদ
জনাব নার্গিস ইসলাম
জনাব শামা রুখ আলম
অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
জনাব এম খায়রুল কবীর
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব শফিকুল ইসলাম

জনাব সালেহা বেগম
অধ্যাপক ডা. নারগিস আখতার
জনাব ফাহমিদা করিম
জনাব ম্যালভিন এফ আলম
জনাব সৈয়দ সাকিফুল হাসান
জনাব যুবায়ের এম শোয়েব
জনাব মোহাম্মদ রাসেল আমিন
ডা. মুনীর আহমেদ
জনাব মো: আব্দুস সাত্তার সরকার
ডা. সাদিয়া এ চৌধুরী
জনাব নাজমুস সালেহীন
জনাব সোহেলীয়া নাজনীন হক
ডা. তাসনিম আহমেদ
জনাব মাহবুবুল হক ভূঁইয়া
জনাব মো: শফিউল্লাহ শোভন

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে সিদীপের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়

পরিচালনা পরিষদ

সংস্থার ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বর্তমান পরিচালনা পরিষদে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন।

জনাব ফজলুল বারি
চেয়ারম্যান

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া
ভাইস চেয়ারম্যান

অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
সদস্য

জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
সদস্য

জনাব নার্গিস ইসলাম
সদস্য

জনাব শফিকুল ইসলাম
সদস্য

জনাব ফাহমিদা করিম
সদস্য

জনাব মিফতা নাঈম হুদা
সচিব/ নির্বাহী পরিচালক

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস-এর গভর্নিং বডির মোট ৯টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

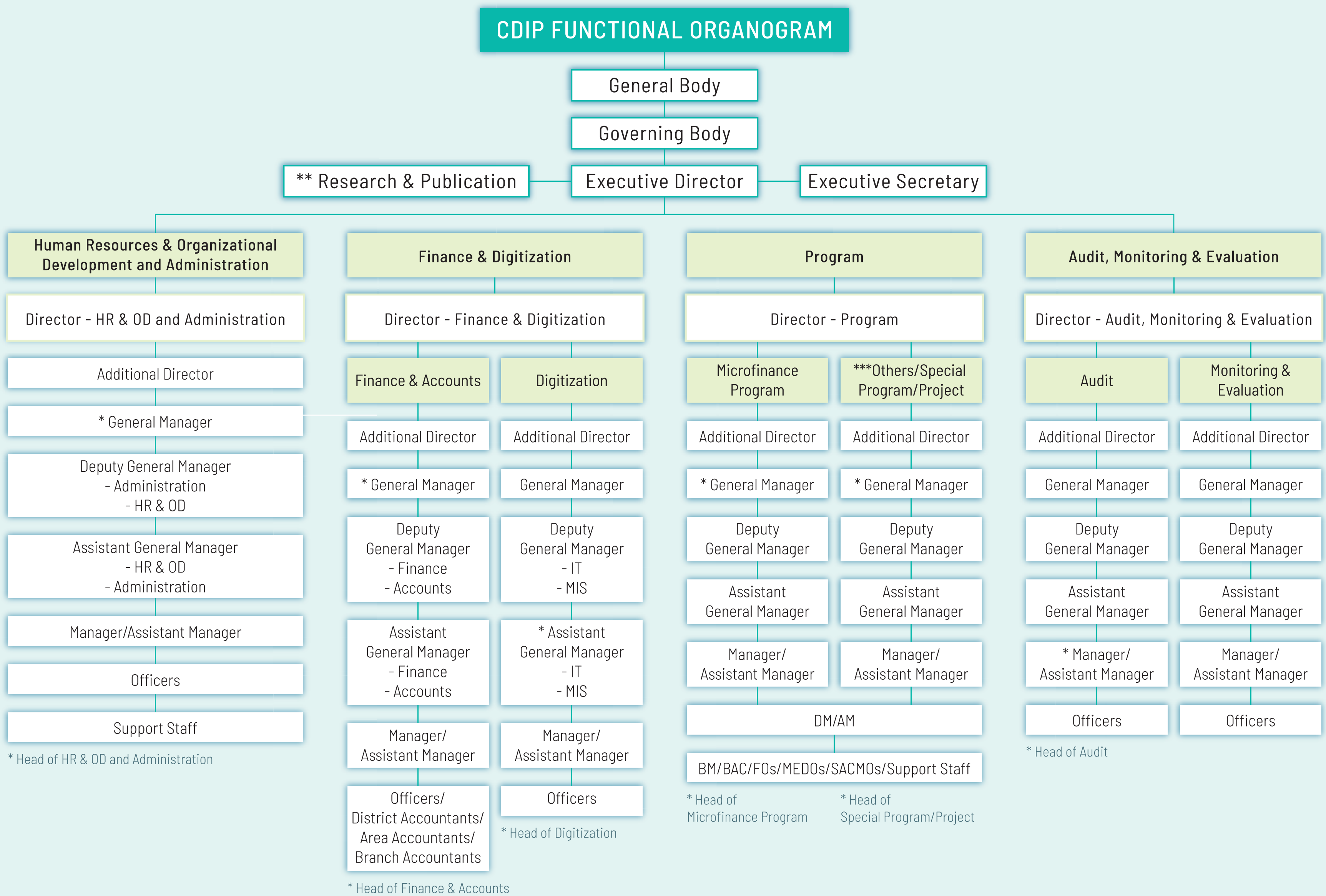

** Assistant General Manager > Manager > Assistant Manager > Officers
*** Health, Education and Others

অডিট কমিটি

জনাব শামা রুখ আলম, এফসিএ
চেয়ারম্যান

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া
সদস্য

অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
সদস্য

জনাব নার্গিস ইসলাম
সদস্য

জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ
সদস্য

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি

ঝুঁকি সনাক্তকরণ

সিদীপ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থান, নিয়মনীতির পরিবর্তন, পরিচালন কার্যক্রম এবং অংশীদারদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে ঝুঁকি চিহ্নিত করে। ঝুঁকিগুলোকে কৌশলগত, আর্থিক, পরিচালনামূলক, প্রোগ্রাম, মানব সম্পদ, ডিজিটাইজেশন এবং কমপ্লায়েন্স খাতে ভাগ করা হয়।

ঝুঁকি মূল্যায়ন

চিহ্নিত ঝুঁকিগুলো সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয় এবং একই সাথে 'উচ্চ', 'মাঝারি' বা 'নিম্ন' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এর মূল অংশগুলির মধ্যে রয়েছে ঋণ এবং তারল্য ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, আইটি সুরক্ষা, দুর্যোগকালীন তথ্য উপস্থাপন এবং সুনাম ও কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত বিষয়গুলি।

ঝুঁকি মোকাবেলা

সিদীপ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, অটোমেশন, কমপ্লায়েন্স অনুশীলন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, সিআইবি ঋণগ্রহীতা যাচাই, আইটি সুরক্ষা প্রোটোকল এবং দুর্যোগকালীন প্রস্তুতির মাধ্যমে ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা জোরদার করতে এবং টেকসই বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকি করে থাকে।

জনাব শামা রুখ আলম, এফসিএ
চেয়ারম্যান

জনাব নাজমুস সালেহীন
সদস্য

জনাব এস. এ. আহাদ
সদস্য

জনাব আবু খালেদ
সদস্য

জনাব মো: ইব্রাহিম মিঞা
সদস্য সচিব

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি)

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক মিটিং ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবি

মিফতা নাঈম হুদা
নির্বাহী পরিচালক

এস. এ. আহাদ
পরিচালক-ফাইন্যান্স এন্ড ডিজিটাইজেশন

এ. কে. এম. শামসুর রহমান
জিএম এন্ড
হেড অব ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস

মো: ইব্রাহিম মিঞা
চীফ পিপল অফিসার

অমিত কুমার রায়
ডিজিএম এন্ড
হেড অব ডিজিটাইজেশন

আবু খালেদ
হেড অব মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম

মো: আমিনুল ইসলাম
সিনিয়র ম্যানেজার এন্ড
হেড অব অডিট

আলমগীর হোসেন খাঁন
ডেপুটি ম্যানেজার
গবেষণা ও প্রকাশনা

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

মো: আমিনুল হক ভূঁইয়া
হেড অব প্রোগ্রাম

রুমানা শারমীন
জেনারেল ম্যানেজার
ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস

শান্ত কুমার দাস
এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার

দীপ কুমার রায় মৌলিক
এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
আইটি

সচ্চিদানন্দ দাস
এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম

আবু সালেহ নুর মহাম্মদ
এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম

মো: বদরুল আলম
এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার

ফারহানা ইয়াসমিন
এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড
অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট

মো: মামুন
সিনিয়র ম্যানেজার
ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস

মাহমুদা আক্তার
ম্যানেজার
এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ ২০২৪-২০২৫

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সেবা

২০২৪-২০২৫ অর্থবছর শেষে সিদীপের কর্মকাণ্ড ৩০টি জেলার ১৭০টি উপজেলায় ১,৮৫৩টি ইউনিয়নে মোট ৮,৩৫২টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। একই সঙ্গে ২২৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বিগত বছরের ৩,১৭,১৭৪ জন সদস্য থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে সদস্য ৩,২১,০২০ জনে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২,৬৫৯.৭৫ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরে ছিল ২,৬২৭.৮৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ বছরে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১.২১%। এ বছর সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ের হার ৯৭.২৪%।

বিগত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ১,৫৯৩.২৪ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭১৩.৭৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতিও বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৫৬%।

বিগত অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৬৩৬.২২ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে আরও ৭৭.০২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সঞ্চয়ের স্থিতি ৭১৩.২৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিগত অর্থবছরে খেলাপির পরিমাণ ছিল ৮৫.৯৩ কোটি টাকা। এই অর্থবছর শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ১৩৪.৬২ কোটি টাকা–যা মোট ঋণস্থিতির ৭.৮৬%।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিয়মিত মনিটরিং, সদস্যদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ ও বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সংস্থা মাঠপর্যায়ে ঋণ আদায়ের ইতিবাচক ধারা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে ফলে জুন'২০২৫ পর্যন্ত OTR দাঁড়িয়েছে ৯৭.২৪%। দেশের বাজারে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে ফলে জুন '২৫ পর্যন্ত PAR হয়েছে ৮.৯৩ শতাংশ।

এ অর্থবছর শেষে ব্রাঞ্চ-প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭.৫৮ কোটি টাকা। একইভাবে ব্রাঞ্চ-প্রতি সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩.১৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ বছরে প্রতি মাঠকর্মীর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ১.৪৬ কোটি টাকা এবং প্রতি মাঠকর্মীর সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ০.৬১ কোটি টাকা।

শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি

বর্তমানে ১৫৯টি ব্রাঞ্চের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে ২,৯৭৭টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের ১ম, ২য়, ৩য় ও প্রাক প্রাথমিক শ্রেণির প্রায় ৬২ হাজার শিশুকে স্কুলের পড়া তৈরিতে পাঠসহায়তা চলছে পাশাপাশি শিশুদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সংস্থা কাজ করছে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

এ অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির আওতায় ১৭টি জেলায় ১৪০টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে সর্বমোট ৩,৬১,৬৭০ জন রোগীকে নানা ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে যাতে সেবার মান ও উপকারভোগীরও সংখ্যা বাড়ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফের তত্ত্বাবধানে এ বছরও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২টি ইউনিয়নে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং বহুমুখী সামাজিক সেবা কার্যক্রম চলছে–যার মূল কথা উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিস্তৃতি

সিদীপের আইটি ইউনিটের সহায়তায় এ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য সকল কর্মসূচিতে নতুন নতুন সফটওয়্যার ও অ্যাপসের ব্যবহার বেড়েছে। ঋণকার্যক্রমে সংস্থার সদস্যদেরকে মোবাইলে ঋণ ও কিস্তি সংক্রান্ত ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে। শাখায় না এসেও যাতে সদস্যরা ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় মোবাইল মানির মাধ্যমে দিতে পারেন সে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তা চলমান আছে।

মানব-সম্পদ ও প্রশিক্ষণ

এ অর্থবছর শেষে মোট জনবল ৫,৮৫৯ জন। বিভিন্ন পর্যায়ে ১,৫২৯ জনকে নিয়োগ, ১৬২ জনকে পদোন্নতি/গ্রেড প্রদান এবং ৩০৯ জনকে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১,৮২৩ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

এ অর্থবছরে সিদীপ ও প্রকৃতি প্রকাশনী যৌথভাবে 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন এবং 'প্রান্তজনের সফলতা' নামে একটি বই প্রকাশ করেছে। তাছাড়া কলি প্রকাশনীর সাথে যৌথভাবে 'সমবায়ের মাধ্যমে যশপুর গ্রামের উন্নয়ন' নামে আরও একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও সিদীপের নিয়মিত প্রকাশনা শিক্ষালোকের ৪টি সংখ্যা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট মহলে বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বজ্র থেকে নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শজনে ও তালগাছ চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে একটি সচেতনতামূলক লিফলেট প্রকাশ করে সিদীপের সকল ব্রাঞ্চে গ্রাহকদের মাঝে ও শিসক সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বিতরণ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

দেশের ১৩টি জেলায় সংস্থার কর্ম-এলাকায় অবস্থিত ৩৮টি স্কুলকলেজে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' নামে এ অর্থবছরে নতুন ১০টি সহ মোট ৪০টি মুক্তপাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সংস্থা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলায় বছরব্যাপী বৈচিত্র্যময় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

নিরীক্ষা কার্যক্রম

সিদীপের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক বছরান্তে সংস্থা অডিট করেছে। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে 'সিদীপ'-এর অডিট করেছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে এ অর্থবছরে সংস্থার ব্রাঞ্চে ৩৫৩টি সাধারণ অডিট এবং ২১২টি সার্বিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

সংস্থার আর্থিক অবস্থা

এ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে ১১৬.৯৩% যা বিগত বছরে ছিল ১২৮.৫৬%। এ অর্থবছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ৩৬৯.৮০ কোটি টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৩১৫.৭২ কোটি টাকা । ফলশ্রুতিতে এ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে ৫৪.০৮ কোটি টাকা। এ অর্থবছর শেষে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৭১৩.৭৮ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, গভ. ট্রেজারি বন্ড এবং এসটিডি হিসাবে বিনিয়োগকৃত ২১১.৮০ কোটি টাকাসহ এ অর্থবছরে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৯২৫.৫৮ কোটি টাকা। জুন ২০২৫এ সিদীপের মোট দায় রয়েছে ১৫৬৫.৬৪ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে ২১১৭.৮৪ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দায়-সম্পত্তির হার ৭৩.৯৩% যা বিগত বছরে ছিল ৭৪.৪৫%। বর্তমানে সংস্থার তহবিল পর্যাপ্ততা ৩০.৮৪% যা বিগত জুন ২০২৪এ ছিল ৩০.৭৩%।

আর্থিক, উন্নয়ন ও নেটওয়ার্কিং অংশীদার

Credit and Development Forum

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সিদীপ

সামাজিক অগ্রযাত্রায় সিদীপ

সামাজিক দায়বদ্ধতা ও প্রতিশ্রুতি পালনে এ বছর সংস্থার আর্থিক অংশগ্রহণের পরিমাণ ১৭.৫৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ৫.৫৮ কোটি, শিক্ষা সহায়তায় ও গ্রন্থাগারে ৪.৬৫ কোটি, দুর্যোগ মোকাবিলায় ০.৪৭ কোটি, সামাজিক সচেতনতায় ৩.২০ কোটি এবং কর ও ভ্যাট অংশে অবদান ৩.৬৩ কোটি টাকা। নিজস্ব অর্থায়ন এবং অংশীদারদের সহযোগিতায় এই অবদানগুলি স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শক্তিশালী আত্মনির্ভর সমাজ গড়ে তোলায় একটি দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে সিদীপের লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে আসছে।

আর্থিক সেবা

মাইক্রোফাইন্যান্সের পথচলা

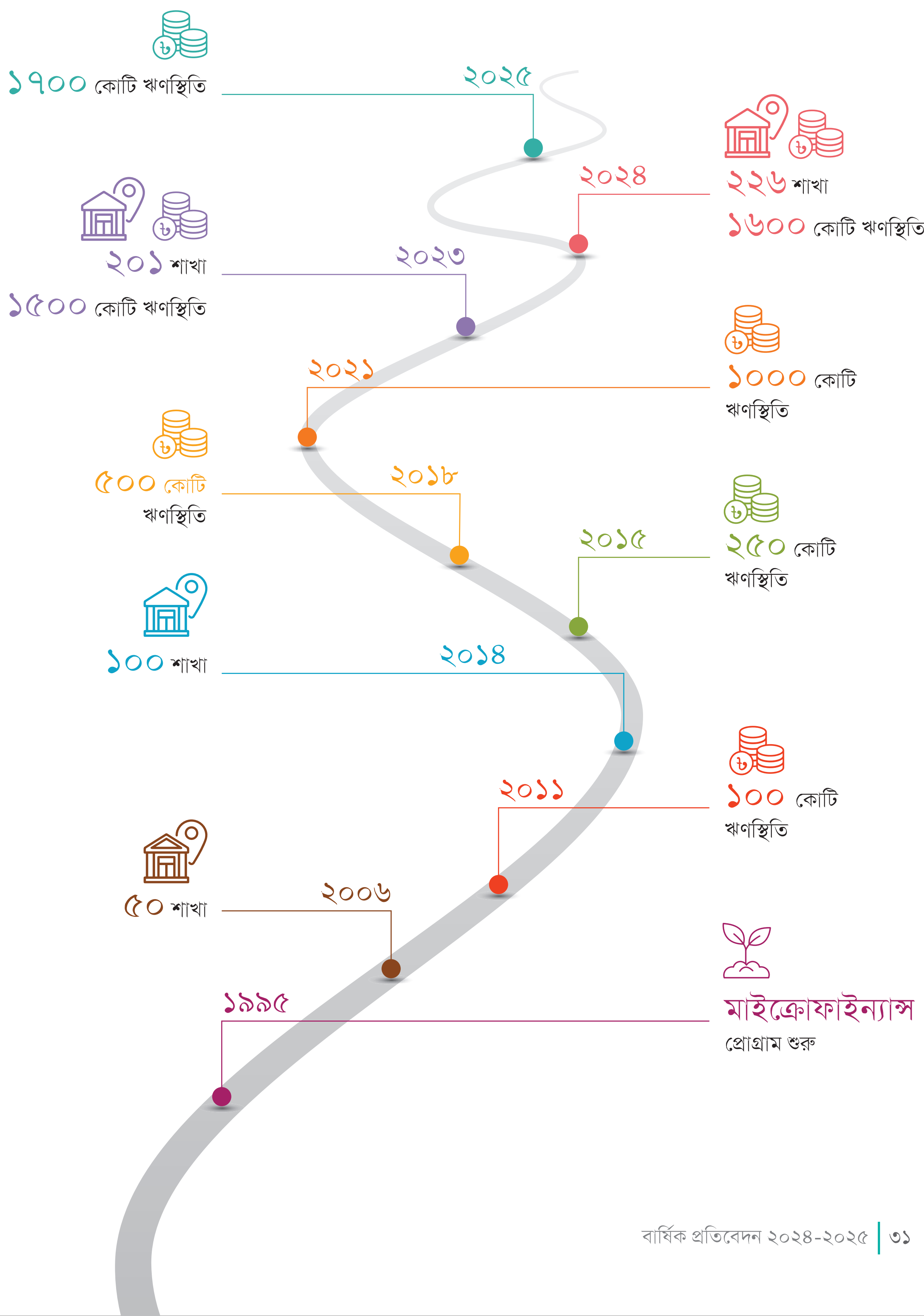

বাংলাদেশের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। সিদীপ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ হিসেবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধিতে। স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান, সঞ্চয় কর্মসূচি এবং আর্থিক সক্ষমতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সিদীপ লক্ষাধিক মানুষকে আর্থিক সহায়তা দিতে সক্ষম হয়েছে। অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যবসা ও আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে আয় বাড়িয়েছে, যার প্রভাব পড়েছে তাদের পরিবারিক জীবনে এবং শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মানোন্নয়নে। প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছে। মাঠপর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং ও কর্মীদের দক্ষতায় ঋণ পুনঃপ্রদানের হার সন্তোষজনক ছিল।

এ অর্থবছরে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা কর্মসূচির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। প্রথমত, মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিতে উপকারভোগীদের ঋণ পরিশোধে চাপ বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে কৃষিনির্ভর এলাকাগুলিতে ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে, যা ঋণগ্রহীতাদের আয় অনিশ্চিত করেছে। এছাড়া ডিজিটাল আর্থিক সেবা ব্যবহারে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব এবং ইন্টারনেট সংযোগের সীমাবদ্ধতা কর্মসূচির একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব ও সামাজিক অস্থিরতাও নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

আগামী দিনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে টেকসই ও অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে বেশ কিছু গুরত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। প্রযুক্তির আরও ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে 'ফিনটেক'-ভিত্তিক সেবা বৃদ্ধি, ঋণগ্রহীতাদের মাঝে আর্থিক শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ানো যাতে তারা সঠিকভাবে ঋণের সদ্ব্যবহার করতে পারে, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কৃষি সহায়ক প্রোগ্রাম চালু করা যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করা সম্ভব হয় ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা কাঠামো

আমাদের প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সাথে গঠিত। প্রতিটি ব্রাঞ্চ একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত হয়, যিনি একজন হিসাবরক্ষক দ্বারা সহায়তা পান এবং ৫-৮ জন ফিল্ড অফিসার ও ১ জন সেকমো-এর সমন্বয়ে সহায়ক দল নিয়ে কাজ করেন। এটি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমকে গতিশীল ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। ৩৪টি এরিয়ার মাধ্যমে ৩৪ জন এরিয়া ম্যানেজার ২২৬টি ব্রাঞ্চ তত্ত্বাবধান করেন। এই ৩৪টি এরিয়া ১০টি জোনে বণ্টিত, যা ১০ জন জোনাল ম্যানেজার তত্ত্বাবধান করেন। এই কাঠামো আমাদেরকে সারা কর্মএলাকায় একটি শক্তিশালী উপস্থিতি বজায় রাখতে এবং কার্যকরভাবে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম করে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ হিসেবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধিতে। স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান, সঞ্চয় কর্মসূচি এবং আর্থিক সক্ষমতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সিদীপ লক্ষাধিক মানুষকে আর্থিক সহায়তা দিতে সক্ষম হয়েছে

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

ধাপ ১

মাঠ কর্মীদের নিয়ে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরবৃন্দ মিটিং করে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন

ধাপ ২

মাঠ কর্মীদের নিয়ে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরবৃন্দ মিটিং করে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন

ধাপ ৩

এরিয়া ম্যানেজার এরিয়ার সকল ফিল্ড অফিসার এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের নিয়ে মিটিং করে কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কিভাবে পরিকল্পনা করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন

ধাপ ৪

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সকল ফিল্ড অফিসারদের নিয়ে কম্পোনেন্ট ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করেন

ধাপ ৫

জোনাল ম্যানেজার ব্রাঞ্চ ভিত্তিক ফিল্ড অফিসারদের নিয়ে অনলাইন মিটিং করেন এবং ফিডব্যাক শেয়ার করেন

ধাপ ৬

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তার ব্রাঞ্চের সকল ফিল্ড অফিসারদের নিয়ে মিটিং করে ব্রাঞ্চের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন

ধাপ ৭

এরিয়া ম্যানেজার এরিয়ার সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ মিটিং করে এরিয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন

ধাপ ৮

জোনাল ম্যানেজার জোনের সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজারসহ মিটিং করে ব্রাঞ্চভিত্তিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে জোনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন

ধাপ ৯

প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরবৃন্দ, হেড অব মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম ও হেড অব প্রোগ্রাম সকল জোনের পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে খসড়া পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন

ধাপ ১০

হিসাব বিভাগের সাথে সমন্বয় করে পুনরায় প্রোগ্রামের পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত পরিকল্পনা করা হয়

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সভায় অংশগ্রহণ করেন সংস্থার চেয়ারম্যান ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

বিবরণ	২০২৪-২০২৫		অর্জন
	পরিকল্পনা	অর্জন	
১. এরিয়া কাভারেজ			
জেলা	৩০	৩০	১০০%
উপজেলা	১৮০	১৭০	৯৪%
ইউনিয়ন	১,৮৯৫	১,৮৫৭	৯৮%
গ্রাম	৮,৬০০	৮,৩৯৫	৯৭%
২. নতুন ব্রাঞ্চ সংখ্যা	২০	০	০%
৩. সমিতি সংখ্যা	১৭,১৮১	১৬,৩৭৩	৯৫%
৪. সদস্য	৩৫৬,৮০৬	৩২১,০২০	৯০%
৫. ঋণী	২৯৫,৪৮২	২৬৩,৪৩৪	৮৯%
৬. কর্মী	২,৪০০	২,৩৪১	৯৭%
৭. সঞ্চয় স্থিতি	৭,৭৭৬,৯২৫,০৯১	৭,১৩২,৪১৩,৫৭৫	৯২%
৮. সঞ্চয় ফেরত/উত্তোলন	৬,৭৮৭,৪০৪,৬৮৭	৬,৪৮২,৯১৮,৭৫৪	৯৬%
৯. ঋণ বিতরণ	২৯,৫৮১,০৬০,০০০	২৬,৫৯৭,৪০১,০০০	৯০%
১০. ঋণ আদায়	২৭,৫৫৩,৬৪৫,৩২৯	২৫,৩৯২,০৭৫,৭৩৩	৯২%
১১. ঋণ স্থিতি	১৮,১২৯,০৭২,২৫০	১৭,১৩৭,৭৫৪,০০৮	৯৫%
১২. মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া আদায়	২৩,৯৫৩,৫৩০	৮২,৭০২,৭৭৩	৩৪৫%

৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত অবস্থান

বিবরণ	সংখ্যা
১. এরিয়া কাভারেজ	
জেলা	৩০
উপজেলা	১৭০
ইউনিয়ন	১৮৫৩
গ্রাম	৮৩৫২
২. ব্রাঞ্চ সংখ্যা	২২৬
৩. সমিতি সংখ্যা	১৬,৩৭৩
৪. সদস্য সংখ্যা	৩২১,০২০
৫. ঋণী সংখ্যা	২৬৩,৪৩৪
৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা	১,১৭৬
৭. সঞ্চয় স্থিতি	৭,১৩২,৪১৩,৫৭৫
৮. সঞ্চয় উত্তোলন	৬,৪৮২,৯১৮,৭৫৪
৯. ঋণ স্থিতি (আসল)	১৭,১৩৭,৭৫৪,০০৮
১০. মোট ঋণ স্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	১৯,৬৪১,৮১০,৫৭০

প্রোডাক্ট ভিত্তিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

ক্রম	বিবরণ	২০২৪-২০২৫		অর্জনের হার %
		পরিকল্পনা	অর্জন	
১.	জাগরণ (সাধারণ)	১০,৭৪২,৩৭০,০০০	৮,৭৭৮,৪৩৪,০০০	৮১.৭১%
২.	অগ্রসর (উদ্যোক্তা)	১৭,৯২৩,৯৭৭,০০০	১৬,৫২৪,৯৭৩,০০০	৯২.১৯%
৩.	বুনিয়াদ (হতদরিদ্র)	৪৯,৯৩৮,০০০	৪৪,৫১১,০০০	৮৯.১৩%
৪.	সুফলন (মৌসুমী)	৪০,৮৭৪,৪৪২	২৪৬,১২৫,০০০	৬০২.১৪%
৫.	এসএমএপি (কৃষিখাত)	৪৪৭,৭০০,০০০	৪৩০,০০০,০০০	৯৬.০৫%
৬.	সমৃদ্ধি-আইজিএ, এলআই,এসি	১০৯,২৫৯,০০০	১১১,৩৭৫,০০০	১০১.৯৭%
৭.	জীবনমান উন্নয়ন ঋণ (SLDP)	১২৮,০০০	২৪৬,০০০	১৯২.১৯%
৮.	ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণ (MDP)	১,১০০,০০০	০	০%
৯.	Livelihood Restoration loan (LRL)	১১৪,৩১৮,০০০	৪৩,১৬৭,০০০	৩৭.৭৬%
১০.	BD Rural WASH for HCD project	১৭৩,৩৪৯,০০০	১৭১,৪৭২,০০০	৯৮.৯২%
১১.	বিবর্তন ঋণ	২,২০০,০০০	০	০%
১২.	সুপার-লোন	২০০,০০০	১,১৩৮,০০০	৫৬৯%
১৩.	Progress Pulse (PgP)	৩৭,৭০৮,০০০	৫,৯০০,০০০	১৫.৬৪%
১৪.	অগ্রসর-এমএফসিই (Agrosor MFCE)	৪৮,৮৭০,০০০	২০৯,৯২০,০০০	৪২৯.৫৫%

লোন পারফর্মেন্স

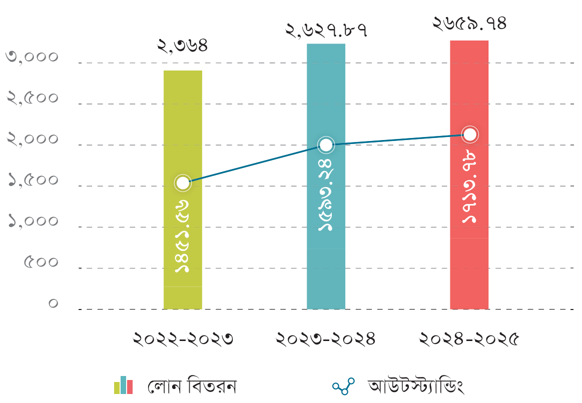

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের শুরু থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সংস্থার ২২৬টি ব্রাঞ্চের কার্যক্রমের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এর পাশাপাশি, আগস্ট ২০২৪ মাসে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যায় সংস্থার জন্মভূমি হিসেবে খ্যাত এবং কর্মসূচির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা জেলার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুরে কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

এ সকল অঞ্চলে সদস্য ভর্তি ও পূর্ণ পরিশোধের হার কমে যায়, বন্যার পানিতে কৃষিকাজ ব্যাহত হয় এবং নতুন বিনিয়োগের সুযোগ হ্রাস পায়। এর ফলে, ঋণ বিতরণ বিগত অর্থবছরগুলোর তুলনায় প্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই, ঋণ বিতরণে এই মন্থরতা ঋণ স্থিতির ওপরও প্রভাব ফেলে এবং তা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ

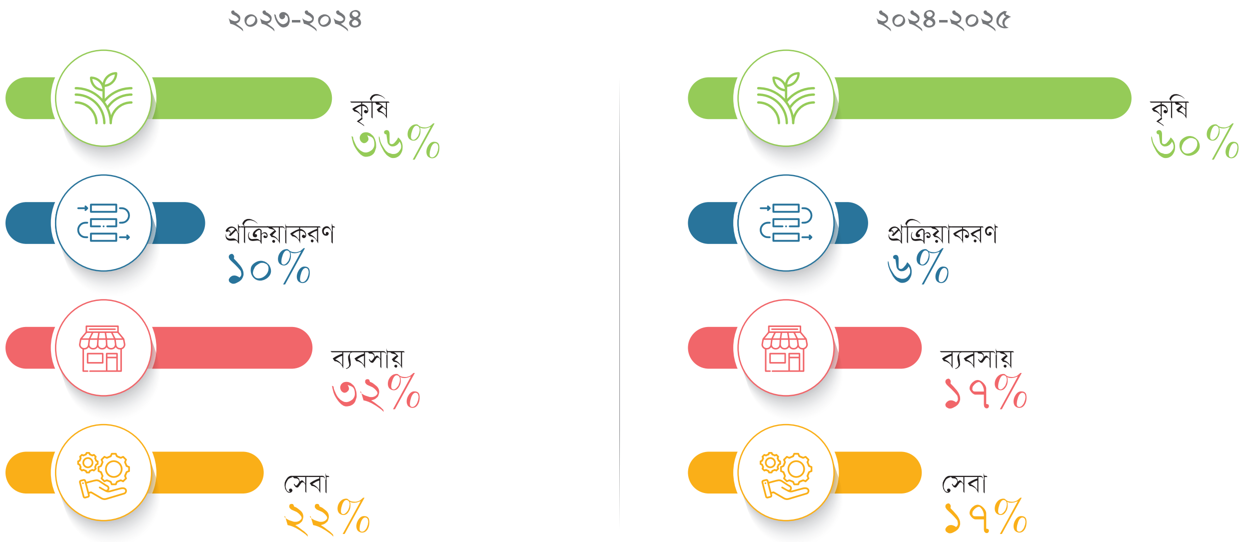

কৃষি

আধুনিকায়নের জন্য সহজলভ্য ঋণের মাধ্যমে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা ও টেকসইতা উন্নয়ন।

ব্যবসা

আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ছোট ব্যবসার বিকাশ সাধন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করা।

সেবা

সেবাভিত্তিক ব্যবসাগুলোর সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

প্রক্রিয়াকরণ

যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামোতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোক্তাদের সক্ষম করে তোলা, যাতে পণ্যের গুণমান ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পায়।

২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমান অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬% থেকে ৬০%-এ উন্নীত হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অন্যান্য খাতগুলোয় বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ায় সদস্যরা কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বলে ধারণা করা যায়। অন্যদিকে, ব্যবসা খাতে ঋণ বিতরণ ৩২% থেকে কমে ১৭% এ নেমে এসেছে, যা রাজনৈতিক পরিবেশ ও বাজারের চাহিদা হ্রাসের প্রতিফলন। প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে ঋণ বিতরণ ১০% থেকে কমে ৬% এ দাঁড়িয়েছে এবং সেবা খাতেও ২২% থেকে কমে ১৭% এ দাঁড়িয়েছে। এ অর্থবছরে সংস্থার সদস্যরা অধিকতর নিরাপদ ও মৌলিক খাত হিসেবে কৃষিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

সাফল্যগাথা

পান চাষে সফল জেসমিন বেগম

জেসমিন বেগম
চাঁদপুর জেলায় হাইমচর উপজেলা

প্রথমে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ২০ শতক জমি লিজ নিয়ে পান চাষ শুরু করেন। দ্বিতীয় দফায় ৫,০০,০০০ টাকা ঋন নিয়ে আরো ৫০ শতক জমি লিজ নিয়ে পান চাষের সম্প্রসারণ করেন

জেসমিন বেগমের ৫ জনের পরিবার। সংসারের খরচ চালাতে আগে থেকেই আর্থিক কষ্টে ভুগছিল। স্বামীর কৃষি শ্রমিকের আয় দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। নিজের কিছু করার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও পুঁজি ও সামাজিক বাধা তাকে বার বার পিছিয়ে দিচ্ছিলো।

২০২০ সালে তিনি স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে জানতে পারেন পান চাষের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে। সেই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য তার আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন। তিনি সিদীপ চাঁদপুর জোনের হাইমচর ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করেন আর্থিক সহায়তার জন্য। প্রথমে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ২০ শতক জমি লিজ নিয়ে পান চাষ শুরু করেন। প্রথম ধাপের ঋনের টাকা সঠিক ভাবে পরিশোধ করে দ্বিতীয় দফায় ৫,০০,০০০ টাকা ঋন নিয়ে আরো ৫০ শতক জমি লিজ নিয়ে পান চাষের সম্প্রসারণ করেন। দ্বিতীয় ধাপের ঋণের টাকা সঠিক ভাবে পরিশোধ করে তৃতীয় দফায় ৮,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে বর্তমানে ১৫০ শতক জমিতে পান চাষ করছেন।

পান বরজ কিভাবে করবে তার ধারণা না থাকা, পানের বরজে বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই এর আক্রমণ, পান বাজারজাতকরণে যোগাযোগহীনতা, সমাজের নেতিবাচক মন্তব্য (যেমন. নারী কি আর চাষবাস করতে পারে?) ইত্যাদি।

স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ, উন্নত জাতের পান গাছ সংগ্রহ, ইউটিউব দেখে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের কৌশল শেখা, স্থানীয় বাজার ও পাইকারদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি, বরজে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

পান চাষ শুরু করার পর প্রথম বছরে মোছা. জেসমিন বেগম আয় করেন প্রায় ৯৫,০০০ টাকা, যা তাঁর পরিশ্রম ও উদ্যোক্তা মানসিকতার প্রাথমিক সাফল্য।

সফলতার অনুপ্রেরণায় তিনি তাঁর চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫০ শতকে উন্নীত করেন, ফলে উৎপাদন ও আয়ের পরিমাণও দ্রুত বেড়ে যায়।

বর্তমানে তিনি পান চাষ থেকে বছরে গড়ে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা আয় করছেন, যা তাঁকে একজন স্বনির্ভর ও সফল কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শুধু নিজের সফলতায় থেমে না থেকে তিনি এখন স্থানীয় নারীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন পান চাষে দক্ষ করে তোলার জন্য, যাতে আরও অনেক নারী স্বনির্ভর হতে পারে।

পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা: পান চাষের মাধ্যমে মোছা. জেসমিন বেগমের পরিবারে এসেছে নতুন অর্থনৈতিক স্থিতি ও স্বচ্ছলতা। আগের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এখন পরিবারে স্বস্তি ও স্বপ্নের বাতাস বইছে।

অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে তাঁর সন্তানরা এখন নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে এবং তারা একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে শিক্ষার আলোয়।

চাষাবাদ থেকে অর্জিত আয় দিয়ে তিনি এখন নিজস্ব জমি কিনতে সক্ষম হয়েছেন, যা একজন কৃষকের জন্য গর্বের ও দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার প্রতীক।

তাঁর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের অন্তত ১৫ জন নারী এখন পান চাষে যুক্ত হয়েছেন, ফলে তৈরি হচ্ছে একটি নারী নেতৃত্বাধীন কৃষি উদ্যোগের অনন্য দৃষ্টান্ত।

সাফল্যগাথা

গহনা শিল্পে জোসনার জয়যাত্রা

জোসনা বেগম

নিয়মানুযায়ী ২ লক্ষ টাকা পরিশোধ করার পর বর্তমানে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, কিস্তি ও সংসার ভালই চলে। সেই সাথে জোসনা ও আমির হোসেন হয়ে উঠেন এলাকার সফল উদ্যোক্তা

পিতল আর পরিশ্রম– এই দুই দিয়ে নিপুণ হাতে জোসনা বেগম বানিয়ে চলছেন গহনার সরঞ্জাম। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার হাগ্রাদী গ্রামের বাসিন্দা জোসনা ও তার স্বামী আমির হোসেন– তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। স্বামী ও স্ত্রী দুজনে অন্যের কাজ করে অনেক কষ্টে সংসার চালাতেন। মাস শেষে তাদের কোন পুঁজি থাকত না। জোসনার স্বামী গহনা তৈরির কারখানায় কাজ করতে, সেখানে মোটামুটি ভালভাবে কাজ শিখে, কিন্তু তার মনে আশা ছিল নিজে একদিন কারখানা দেয়ার। একদিন আমির হোসেনের সাথে সিদীপের একজন ফিল্ড অফিসারের দেখা ও কথা হয়।

তিনি বাড়িতে গিয়ে জোসনার সাথে আলোচনা করে। জোসনা হাগ্রাদী মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন। পরবর্তীতে ২৫ অক্টোবর ২০২২-এ সিদীপ তাকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে। আর ঐ টাকাই দিয়েই তারা ১টি মেশিন ও কিছু পিতল ক্রয় করে ব্যবসা শুরু করেন। স্বামী ও স্ত্রী সারাদিন কাজ করে মহাজনের কাছে বিক্রি করেন এবং তাতে লাভ ভালই হয়। দিন যতই যায় আয় ততই বাড়তে থাকে, ফিরতে থাকে সংসারের সুদিন। এরমধ্যে ১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে পবর্তীতে ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এরপর ২টি মেশিন ও পিতল ক্রয় করে ব্যবসা বৃদ্ধি করেন, তার হয়ে গেল ৩ টি মেশিন এবং ব্যবসার পরিধি বাড়তে লাগল। তারপর থেকে তাকে আর পিছনে তাকাতে হয় নাই। প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে তার তৈরি করা মালামালের চাহিদা আর পণ্যের বাজার। তাই তিনি নিয়মানুযী ২ লক্ষ টাকা পরিশোধ করার পর বর্তমানে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন, কিস্তি ও সংসার ভালই চলে। সেই সাথে জোসনা ও আমির হোসেন হয়ে ওঠেন এলাকার এক সফল উদ্যোক্তা। বর্তমানে তার কারখানায় ৭ জন কর্মচারি কাজ করেন এবং তৈরি করা মালামাল বগুড়া ও ঢাকায় পাইকারি বিক্রি করে লক্ষ টাকার উপরে মাসিক আয় করেন। তার প্রকল্পে পুঁজি বর্তমানে ৭/৮ লক্ষ টাকা। তার কাছ থেকে অনেক বেকার যুবক প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোট ছোট কারখানা তৈরি করে এবং বেকারমুক্ত হয়। বর্তমানে স্বামী ও ছেলেসহ কাজ করে তারা সুখে দিন পার করছেন। তিনি বলেন, আমি চাই আমার দেখাদেখি সমাজের/এলাকার আরো অনেকেই এ কাজে নিজেকে যুক্ত করুক। গ্রামে বেকার যুবকেরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করুক এটাই আমার চাওয়া।

এই কাজে অনেক চাহিদা থাকার কারণে সমগ্র গ্রামে তার কারখানা এখন মডেল। তিনি বলেন, আমার যদি আরো পুঁজি থাকত তাহলে আরো পিতল ও মেশিন ক্রয় করতে পারতাম, সেই সাথে কারখানার লোকবল বৃদ্ধি হত এবং আয় বৃদ্ধি করা যেত , কারণ পিতলের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু তুলনামুলকভাবে আমাদের তৈরি করা পণ্যের দাম তেমন হারে বাড়ে না। তাই যদি সরকারি-বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠান স্বল্প লাভে ঋণের ব্যবস্থা করে দিত তাহলে আরো লাভবান হতাম। পরিবারে আরো সদস্য ও তার কারখানার কর্মচারীরা বলেন, মানুষ চাইলে যে সফলতা স্পর্শ করতে পারে জোসনা ও আমির হোসেন তার অনন্য দৃষ্টান্ত। তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই এখন স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন।

সাফল্যগাথা

একজন নারী কৃষি উদ্যোক্তা আফুজা

আফুজা বেগম
রাজশাহীর বাগমারা থানার ভবানীগঞ্জ উপজেলার অর্জুনপাড়া গ্রাম

বর্তমানে তার ২-৩টি গরু সব সময় থাকে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে গরুর গোবর তিনি জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করেন। এর আগে তিনি কখনোই আলাদা করে জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করেননি

কৃষির উন্নয়নে অভাবনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে চলেছেন রাজশাহীর বাগমারা থানার ভবানীগঞ্জ উপজেলার অর্জুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আফুজা বেগম। স্বামী মো. সাইদুর প্রাং। এক সন্তানকে নিয়ে খুব কষ্টে দিন যাপন করতে থাকেন। আফুজা বেগমের স্বামী দিনমজুরের কাজ শুরু করেন। সংসারের খরচ চালানোর জন্য আফুজা বেগম হাঁস মুরগি পালন শুরু করেন। আফুজার স্বামী মানুষের কাজে যাওয়ায় নিজের জমিতে বেশি সময় দিতে পারেন না। আফুজা নিজেই দেখাশুনা শুরু করেন। তিনি চিন্তা করেন কিছু জমি লিজ নিবেন এবং তার ইচ্ছা সবজি চাষ করবেন। তিনি ৩৩ শতক জমি লিজ নেন এবং টমেটো চাষ করেন। ৫০-৬০ হাজার টাকার টমেটো বিক্রি করে খরচ বাদে ৩০-৪০ হাজার টাকা লাভ হয়।

আফুজা বেগম চিন্তা করেন কৃষির পাশাপাশি গরু ছাগল পালন করার। কিন্তু গরু ক্রয় করার মতো টাকা ছিলো না। তখন আফুজা সিদীপের মাঠকর্মীর সাথে যোগাযোগ করেন। ঋণ প্রস্তাব করা হলে সিদীপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যাচাই করে ৭০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করেন। আফুজা বেগম টাকা দিয়ে একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করেন। তিনি তার স্বামীকে মানুষের কাজে যেতে নিষেধ করেন। কৃষি কাজ করে তারা প্রতিবছর পর্যায়ক্রমে এভাবে কিছু কিছু জমি লিজ নেন এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন লাউ, টমেটো, শশা ইত্যাদি চাষ করেন। পাশাপাশি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে সদস্য হিসাবেও সিদীপে ভালো সুনাম অর্জন করেন। ধীরে ধীরে তার কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যার কারণে তার আরও কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। তখন তাকে এসএমএপি-র (কৃষিঋণ) কথা বলা হয়। প্রথমবার তিনি ৩০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এই টাকা গ্রহণের সময় তিনি কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পান। আফুজা বেগম বলেন এ সময় তিনি কৃষি বিষয়ে নতুন করে অনেক কিছু জানতে পারেন যার মধ্যে সবজি চাষে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারে ফলন ভালো পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন বর্তমানে তার ২-৩টি গরু সব সময় থাকে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে গরুর গোবর তিনি জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করেন। এর আগে তিনি কখনোই আলাদা করে জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করেননি। মাটির জীবনীশক্তি ধরে রাখতে জমিতে তার এ ধরনের জৈব সার আলাদা ভাবে প্রয়োগ করতে দেখে আশেপাশের কৃষকরা প্রথমে একটু অবাক হয়। পরবর্তীতে ফসলের অবস্থা দেখে তারা এই সারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

এতে রাসায়নিক সারের পরিমাণ অনেক কম লাগে। সবজি ফসলের আকার আকৃতি, রং ও ভালো হয় দামও ভালো পাওয়া যায়। আফুজা বলেন বর্তমানে ৫ বিঘার মত আবাদ করেন। তিনি বহুমুখী ধরনের সবজি আবাদ করে থাকেন। তার স্বামীর সাথে ছেলেও পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষি কাজে সহযোগিতা করে। তার স্বামীকে এখন আর অন্যের কাজ করতে হয়না। তাদের একটি সেচ পাম্পও আছে যা দিয়ে নিজেদের জমিতে সেচ দিয়ে থাকেন এবং মাঝে মাঝে ১৪০-১৫০ টাকা ঘণ্টা চুক্তিতে অন্যের জমিতেও পানি সেচ দেন যা থেকে বাড়তি আয় আসে। তিনি বলেন তার পরিবার এখন সচ্ছল। সততা, ধৈর্য আর কঠোর পরিশ্রমই তার ভাগ্য বদলে দিয়েছে।

আফুজা বেগম আরো বলেন, আমি সিদীপ এবং সিদীপের সকল কর্মকর্তাদের কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই সঠিক সময়ে অর্থ ও কারিগরি সেবা প্রদান করার জন্য।

ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ

সিদীপ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিধি ও সংখ্যাগত পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত মানকেও আপোশহীনভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গত অর্থবছরের সাথে চলতি অর্থবছরের ঋণকার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের পরিমাণগত ও গুণগতমানের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

অন টাইম রিকভারি রেট এবং কিউমুলেটিভ রিকভারি রেট

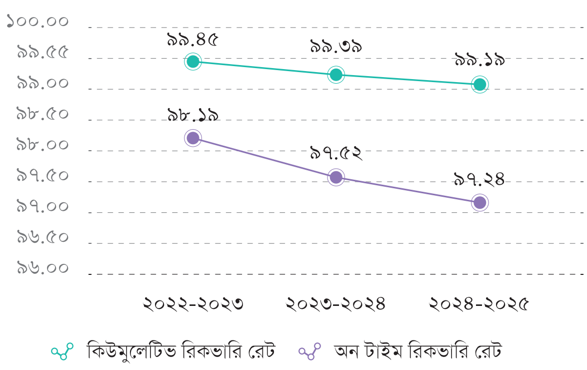

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে OTR (On Time Recovery) ও CRR (Cumulative Recovery Rate) সূচকে কিছুটা হ্রাস পেলেও, বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে। এ অর্থবছরে OTR ৯৭.২৪% এবং CRR ৯৯.১৯% যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় সামান্য কম হলেও ঋণ আদায় ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মূল্যস্ফীতির চাপে সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতা কমে গেলেও নিয়মিত মনিটরিং, সদস্যদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ ও বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সংস্থা মাঠপর্যায়ে ঋণ আদায়ের ইতিবাচক ধারা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

> ঋণের বিপরীতে সঞ্চয়ের অনুপাতে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, যা সংস্থার আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সদস্যদের সঞ্চয় সচেতনতার একটি প্রতিফলন

PAR এবং OD/OS অনুপাত

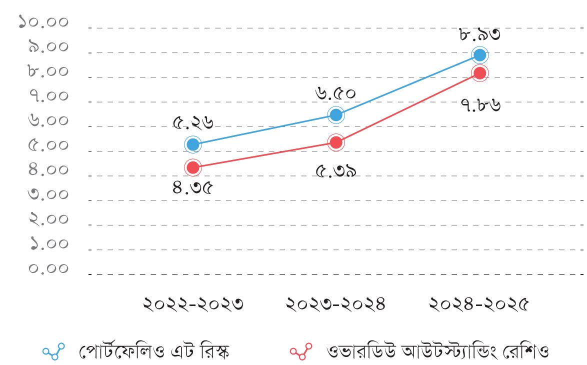

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে PAR (Portfolio at Risk) ও OD/OS (Overdue Outstanding) অনুপাত পূর্ববর্তী দুই অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে PAR বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৯৩ শতাংশে এবং OD/OS বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৮৬ শতাংশে পৌঁছেছে, যেখানে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে PAR ছিল ৬.৫০ এবং OD/OS ছিল ৫.৩৯ শতাংশ। উল্লেখযোগ্যভাবে, দেশের বাজারে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হাতে উপার্জনের বড় একটি অংশ মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেই ব্যয় হচ্ছে। ফলে, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা কমে যাওয়ায় বকেয়া ও ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি এই মুদ্রাস্ফীতির চাপ মাঠপর্যায়ে ঋণ কর্মক্ষমতায় দৃশ্যমান প্রভাব ফেলেছে।

অংশীদারিত্ব ভিত্তিক

উন্নয়ন কৌশল

প্রোগ্রেস পালস

ঋণগ্রহীতার উপকারিতা

- উদ্যোক্তাবান্ধব ও সুবিধাজনক সময়ে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ
- ঋণের সীমা: ৫০,০০০ - ২,৫০,০০০ টাকা
- মাত্র ৩-৭ দিনে অনুমোদন
- ব্যাংক চেকের মাধ্যমে নিরাপদ বিতরণ

একতা

সদস্যদের জন্য একতার মূল সুবিধাসমূহ

- ডিজিটাল ও সহজলভ্য সেবা
- নিরাপদ ও স্বচ্ছ সঞ্চয়
- নমনীয় ও মেয়াদভিত্তিক সঞ্চয় সুবিধা
- সুবিধাজনক লেনদেন ব্যবস্থা
- নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস ও আর্থিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি

গবাদি প্রাণী বীমা

গবাদি প্রাণী বীমার মূল সুবিধাসমূহ

- প্রতি গরু সর্বোচ্চ ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বীমা সুরক্ষা
- মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে বীমা মূল্যের ৯০% ক্ষতিপূরণ প্রদান
- এককালীন সাশ্রয়ী প্রিমিয়াম
- ৬, ১২ মাস মেয়াদি বীমা
- প্রাণী বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ

ঋণের বিপরীতে সঞ্চয় অনুপাত

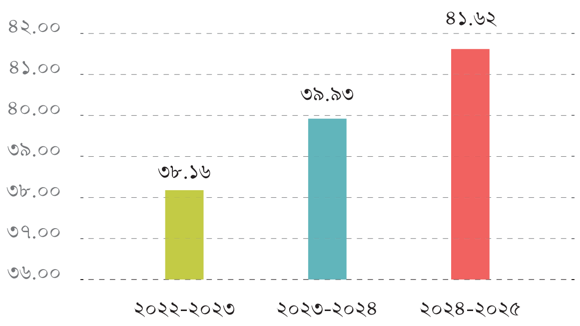

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঋণের বিপরীতে সঞ্চয়ের অনুপাত (Saving Outstanding Ratio) এ দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, যা সংস্থার আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সদস্যদের সঞ্চয় সচেতনতার একটি প্রতিফলন। এ বছর সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৪১.৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৯.৯৩ শতাংশ এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৮.১৬ শতাংশের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রেখেছে। অর্থনৈতিক চাপ, মুদ্রাস্ফীতি ও নানা প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় প্রবণতা সংস্থার আর্থিক ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছে, যা ভবিষ্যতের টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

কর্মী প্রতি সদস্য ও কর্মী প্রতি ঋণী অনুপাত

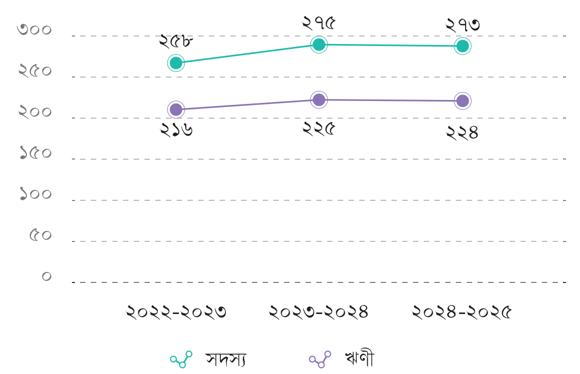

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্মী প্রতি সদস্য ও কর্মী প্রতি ঋণী অনুপাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ বছর কর্মী প্রতি সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭৩ এবং কর্মী প্রতি ঋণগ্রহীতা সংখ্যা ২২৪, যা উভয় ক্ষেত্রেই নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড (সদস্য: ৩০০-৪০০, ঋণী: ২৪০-২৫০) অপেক্ষা কম। আগের অর্থবছরের তুলনায় এই অনুপাত কিছুটা হ্রাস পেলেও, তা মাঠপর্যায়ে সদস্য ও ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে কর্মীদের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের সুযোগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব এবং সদস্য পুনর্ভর্তি ও ঋণ বিতরণে কিছুটা ধীরগতির কারণে এই অনুপাত আশানুরূপ হয়নি।

কর্মী প্রতি ঋণ বিতরণ ও সঞ্চয়ের অগ্রগতি

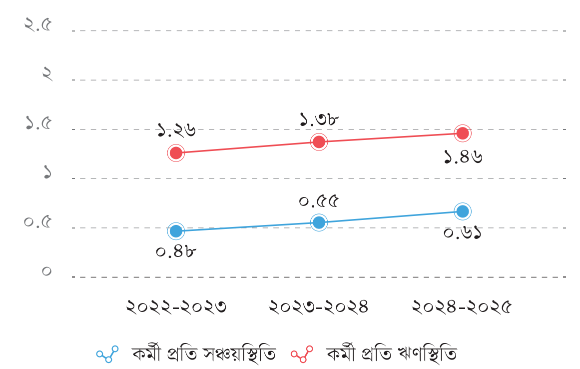

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কর্মী প্রতি ঋণস্থিতি ও সঞ্চয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও বি.বাড়িয়া জোনের ৮২টি ব্রাঞ্চে আকস্মিক বন্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সত্ত্বেও সংস্থার কার্যক্রমে একটি স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে। কর্মী প্রতি ঋণস্থিতির পরিমাণ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১.৩৮ কোটি টাকা থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১.৪৬ কোটি টাকায়, যা দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সরাসরি প্রভাব। তবে ইতিবাচক দিক হলো, বছরের শেষ দিকে স্বাধীন স্বেচ্ছা সঞ্চয়ের ফলে কর্মী প্রতি সঞ্চয়ের পরিমাণ ০.৫৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৬১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা সদস্যদের সঞ্চয় প্রবণতা ও সংস্থার প্রতি আস্থার বহিঃপ্রকাশ।

৪ সদস্যের অবদান

১. ঋণের বিপরীতে ১% জমা
২. বুনিয়াদ ঋণের বিপরীতে .৫০% জমা

১ মৃত্যুজনিত সহায়তা

১. দাফন/অন্ত্যেষটিক্রিয়া সহায়তা: ৫০০০টাকা
২. মৃত্যুকালে অপরিশোধিত ঋণ মওকুফ (পূর্ণ সঞ্চয় ফেরত পূর্বক)
(প্রযোজ্য: সদস্য বা তার অভিভাবক (ঋণ ফর্ম অনুযায়ী) মৃত্যুবরণ করলে

২ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে সহায়তা

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি (যেমন- বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, তুফান, আগুন লাগা ইত্যাদি)
২. দুর্ঘটনা/রোগবালাইয়ে ক্ষতি (যেমন- শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া, অঙ্গহানি, দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি)
৩. সদস্য শারীরিকভাবে অক্ষম হলে
(অপরিশোধিত ঋণ সঞ্চয় সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্টাংশ মওকুফ)

৩ চিকিৎসা ব্যয় সহায়তা

১. সদস্য ও পরিবারের চিকিৎসা ব্যয়ে সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা সহায়তা
(প্রযোজ্য: বুনিয়াদ ও জাগরণ ঋণগ্রহণকারীদের জন্য)

৪ প্রণোদনা ভাতা

১. একাধারে ৮ দফা ঋণ নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ১০,০০০ টাকা প্রণোদনা ভাতা

মৃত্যুজনিত সহায়তার তথ্য (জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫)

	সদস্যের মৃত্যু	সদস্যের স্বামীর মৃত্যু	আইনানুগ অভিভাবকের মৃত্যু	সর্বমোট
জন	১,২০৭	২,৮৬৩	১৮	৪,০৮৮
টাকা	৪,১০,৯৪,৫৭৪	১০,৫৬,৫২,৩০৮	১০,৪৫,৩৩৪	১৪,৭৭,৯২,২১৬

প্রকল্প বিনষ্ট ও চিকিৎসা সহায়তার তথ্য (জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫)

	চিকিৎসা ব্যয়	আগুনে পোড়া	অন্ধত্ব/কুষ্ঠরোগ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	সর্বমোট
জন	১,২০৭	৬	১	৩২	১৬৯
টাকা	৪,১০,৯৪,৫৭৪	৩,৫৩,১৯২	১,৭৫,১৬৭	৫০,২৩,৭৬২	৮৯,৭২,৯৯৯

মোট ঋণী ও খেলাপি ঋণী (জন)

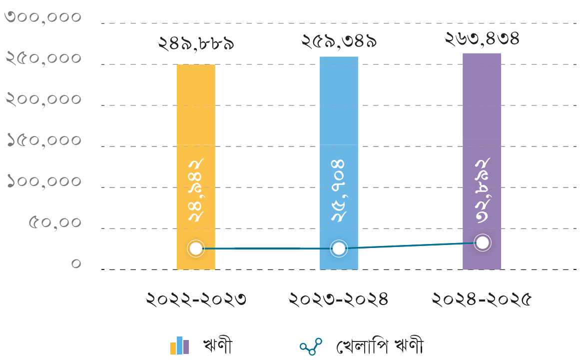

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বকেয়া জন বৃদ্ধি পেয়ে ৩২,৮৯২ জনে উন্নীত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০২৩-২০২৪) ২৫,৭০৪ জনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঋণী সংখ্যা ২৬৩,৪৩৪ জনে উন্নীত হয়েছে, ঋণী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার থেকে বেশি হারে ফলে স্বাভাবিকভাবেই বকেয়ার ঝুঁকিও বাড়েছে। বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অনেক সদস্য স্থানান্তরিত হয় ও ব্যবস্যা বন্ধ করে দেওয়ায় কিস্তি পরিশোধের উপর প্রভাব পড়ে। কুমিল্লা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও বি.বাড়িয়া জোনের ৮২ ব্রাঞ্চে আকস্মিক বন্যা চলমান মুদ্রাস্ফীতি দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতির ফলে সদস্যদের আয় উপার্জনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যার কারণে অনেক সদস্য নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে।

ঋণ স্থিতি ও খেলাপি স্থিতি (আসল)

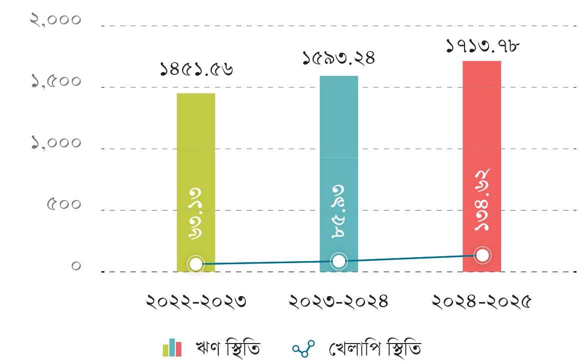

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সংস্থার ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭১৩.৭৮ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের বছরের ১,৫৯৩.২৪ কোটি টাকার তুলনায় প্রায় ১২০ কোটি টাকার বেশি। এই ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক সেবার সম্প্রসারণ ও গ্রাহকের চাহিদা পূরণের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিফলন। তবে, ঋণ বিতরণের এই সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে খেলাপির পরিমাণও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৪.৬২ কোটি টাকায়, যেখানে গত অর্থ বছরে ছিল ৮৫.৯৩ কোটি টাকা। বকেয়া টাকার এই বৃদ্ধি মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বিশেষ করে বন্যা) রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সদস্য স্থানান্তরিত ব্যবসা বন্ধ, ব্যবসা পরিবর্তন আয়ের উৎস কমে যাওয়া, বিনিয়োগ কমে যওয়ার কারণে সদস্যদের ঋণ পরিশোধে বিঘ্ন ঘটেছে ফলে বকেয়া বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রোডাক্ট ভিত্তিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

ক্রম	বিবরণ	২০২৪-২০২৫		অর্জনের হার %
		পরিকল্পনা	অর্জন	
১.	বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ)	৪,৭৭৭,৪৩১,০১৪	৩,৪১৬,৩৮৭,৭৩৪	৭১.৫১%
২.	স্বেচ্ছা সঞ্চয়	১,৫৭১,৩২৭,৭২৬	১,৩১৮,৩২৯,৬৮০	৮৩.৮৯%
৩.	মেয়াদী সঞ্চয় (মাসিক MTS)	৯৩২,৪৩৫,৭০০	১,৫৩২,০৬৬,৯৬২	১৬৪.৩১%
৪.	স্থায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর)	১৫২,৩৮০,০০০	৫৭,৯৫০,০০০	৩৮.০৩%
৫.	ডাবল মুনাফা সঞ্চয় স্কিম	২৭৮,০৯০,০০০	২১১,৪৮০,০০০	৭৬.০৫%
৬.	মাসিক মুনাফা সঞ্চয় স্কীম	৪৪২,৬০০,০০০	৫৯৬,২০০,০০০	১৩৪.৭০%

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সংস্থার ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭১৩.৭৭ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের বছরের ১,৫৯৩.২৪ কোটি টাকার তুলনায় প্রায় ১২০ কোটি টাকার বেশি

সঞ্চয় আদায়ে অগ্রগতি

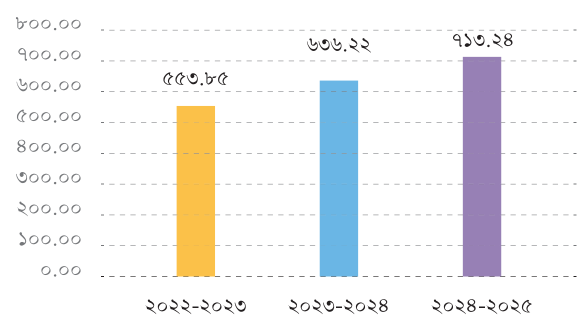

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে সংস্থার দৃশ্যমান অগ্রগতি লক্ষণীয়, মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭১৩.২৪ কোটি টাকায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ এর তুলনায় প্রায় ৭৭ কোটি টাকা বেশি। সঞ্চয়ের ধারাবাহিকতা ও ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে সদস্যদের মাঝে আর্থিক সচেতনতা ও সংস্থার প্রতি আস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মুদ্রাস্ফীতির মতো বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও এই সঞ্চয় প্রবণতা সদস্যদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতি আর্থিক প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)

৬১,৭৯২ শিক্ষার্থী

৪১৯ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী

২,৯৭৭ শিক্ষক

২,৯৭৭ শিক্ষাকেন্দ্র

১৫৯ সুপারভাইজর

১৫৯ শাখা, ২০ জেলা, ১৩০ উপজেলা

দরিদ্র ও নিরক্ষর পরিবারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা জীবনের শুরুতে শিক্ষার ভিত মজবুত ও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে 'ঝরে পড়া' রোধ করার উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সলিমগঞ্জ শাখার আওতায় মাত্র ৫টি শিক্ষা কেন্দ্র নিয়ে শুরু হয় সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) এর পথচলা। গ্রামের শিক্ষিত মা-বোনদের সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বিদ্যালয়ের বাড়ির পড়া তৈরি করে দিতে উৎসাহিত করা হয়। এতে করে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুলে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

সময়ের পথপরিক্রমায় ৫টি শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আজ তা দাঁড়িয়েছে ২৯৯২টি শিক্ষাকেন্দ্রে। সিদীপের ২২৬টি শাখার মধ্যে ১৫৯টি শাখায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১৫৯ জন শিক্ষা সুপারভাইজার এবং ২,৯৯২ জন শিক্ষিকা এই কর্মসূচিটি পরিচালনা করছেন। প্রতি মাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। ২০২৫ সালের জুন মাসে ৩২,৫৭৫ জন মেয়ে এবং ২৯,২১৭ জন ছেলেসহ মোট শিক্ষার্থী ৬১,৭৯২ জন তাদের মধ্যে সিদীপ পরিবারের সন্তান ৭,০৮৪ জন।

এই অভিনব উদ্ভাবনীয় শিশুশিক্ষার জন্য সিদীপ ২০১৪ সালে 'শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা' হিসেবে দশম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার লাভ করে। শিশুদের মেধা, মনন ও স্বাস্থ্যগত বিকাশে এ শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা আকৃষ্ট করছে অন্যদেরও। এই কর্মসূচিটি নজর কাড়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ)। তারা এই কর্মসূচিটি খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং এর ব্যাপক প্রসারের আয়োজন করে। ২০১১ সালে তারা তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই কর্মসূচি সম্পর্কে জানায় এবং তারা কর্মসূচিটি পর্যবেক্ষণ করে ধারণা নিয়ে নিজেদের কর্ম-এলাকায় এটি শুরু করে। ওই একই বছর বেসরকারি সংস্থা 'আশা' সিদীপের এই শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং তাদের কর্ম-এলাকায় শিসকের আদলে শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে।

শুরুতে এই প্রোগ্রামটি নিরক্ষর ও দরিদ্র বাবা-মা'র সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে শ্রেণিপাঠ প্রস্তুত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে এই প্রোগ্রামে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উদ্যোগের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষাও চালু করা হয়, যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি। ২০১৫ সালে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবীণ সম্মাননা প্রদান যোগ করা হয়েছিল। করোনা পরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন ও প্রবীণ সম্মাননা কার্যক্রমটি বন্ধ ছিল। প্রায় ৫ বছর পর জানুয়ারি ২০২৫ এ সিদীপ শিসক শিক্ষার্থীদের নিয়ে পুণরায় সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন ও প্রবীণ সম্মাননার আয়োজন করে। সপ্তাহব্যাপী এ আয়োজনে সিদীপের সকল শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা উৎসবমুখর হয়ে উঠে। নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয়, হামদ-নাত পরিবেশনায় মুখরিত হয়ে উঠে সকল শিক্ষাকেন্দ্র। অভিভাবক ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিদের সহায়তা ও অংশগ্রহণে এ আয়োজনটি হয়ে উঠে সকলের আয়োজন।

এছাড়াও ২০১৬ সাল থেকে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে যুক্ত হয় শিশুদের জন্য বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী 'প্রকৃতি পাঠ'। যেখানে শিক্ষিকা মাসে অন্তত একদিন তার শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি যান এবং সেখানে তাদের সাথে গাছ, ফুল, ফল, লতা-পাতা, পাখি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন পরিবেশে এদর গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন। এটি সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার উদ্ভাবনী চিন্তার ফসল।

প্রতিবছরই শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা সুপারভাইজারদেরকে এই কর্মসূচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে দক্ষতার সাথে কর্মসূচি পরিচালনা করার ব্যাপারে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ বছর এপ্রিল ও মে মাসে ৬টি ব্যাচে মোট ১৫৯ জন শিক্ষা সুপারভাইজারকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা সুপারভাইজার ও শিক্ষিকাদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তুলতে ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষিকা সমিতি গঠন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিকাই নানান উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল হয়েছেন আবার কেউ কেউ সফল হওয়ার চেষ্টা করছেন। জুন ২০২৫ পর্যন্ত শিক্ষিকা সমিতির মোট সঞ্চয় স্থিতি ২,০৭,২৬,৫৭৯ টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ১,৭৭,১৯,৪৪৮ টাকা।

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে এখন আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষা সুপারভাইজাররা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজ কর্মস্থল থেকে অনলাইনে মাসিক প্রতিবেদন পাঠান। প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা একে অপরের সাথে এবং সিদীপের প্রধান কার্যালয়ের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমেও যুক্ত থাকেন।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০২৪ উদযাপন

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল: Valuing teacher voices: Towards a new social contract for education। অর্থাৎ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের জন্য শিক্ষকের কথা ও মতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচীর অধীনে আড়াইহাজারের বেশি শিক্ষাকেন্দ্রে দিবসটি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়:

১. বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সকল শিক্ষিকা ও শিক্ষাসুপারভাইজারকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্বাহী পরিচালক একটি চিঠি পাঠান যা ১৩৯টি ব্রাঞ্চে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে প্রত্যেক রিফ্রেশারে পড়ে শোনানো হয়।

২. প্রত্যেক শিক্ষিকা তার শিক্ষাকেন্দ্রে ২০ জন/উপস্থিত ছাত্রছাত্রীকে (প্রাক- প্রাথমিক, ১ম, ২য়, ও ৩য় শ্রেণি) সংক্ষেপে বিশ্ব শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

৩. ৩ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেকোনো একদিন প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষিকাকে কেন্দ্র করে ২০ জন শিক্ষার্থী গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সমকণ্ঠে " শিক্ষক তুমি সবার সেরা/ তুমি মা-বাবার সমান" বলে প্রিয় শিক্ষিকাকে সম্মান জানায়।

৪. শিক্ষাকেন্দ্রগুলোয় কোথাও ফুল দিয়ে, ছবি এঁকে, কেক কেটে, গান করে ইত্যাদি নানাভাবে শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা ও শিক্ষাসুপারভাইজার মিলে দিবসটি পালন করে।

প্রকৃতি-পাঠ

প্রকৃতি-পাঠ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের চারপাশের গাছপালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রতি মাসে অন্তত একদিন এ চর্চা করা হয়।

> প্রতিবছরই শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা সুপারভাইজারদেরকে এই কর্মর্সূচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে দ্ক্ষতার সাথে কর্মসূচি পরিচালনা করার ব্যাপারে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ বছর এপ্রিল ও মে মাসে ৬টি ব্যাচে মোট ১৫৯ জন শিক্ষা সুপারভাইজারকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা

উঠান স্কুলে শিক্ষার্থীদের স্কুলের পড়া তৈরি করার পাশাপাশি শিশুদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চর্চা, শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা করানো হয়। শিশুরা হাত-পায়ের নখ কেটেছে কিনা, সময়মতো হাত ধোঁয় কিনা, সর্বদা পরিষ্কার থাকে কিনা ইত্যাদি খোঁজ নেয়া হয় কড়াকড়িভাবে।

২০১২ সাল থেকে নভেম্বর মাসকে শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্যচর্চার মাস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। আর ২০১৩ সাল থেকে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। শিশুদের মাঝে বড়দের প্রতি সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে ২০১৫ সাল থেকে সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সাথে যুক্ত করা হয় 'প্রবীণ সম্মাননা'। প্রবীণ সম্মাননার অংশ হিসেবে এলাকার একজন প্রবীণ নারী ও প্রবীণ পুরুষকে শিশুরা গলায় ফুলের মালা পরিয়ে মঞ্চে বরণ করে নেয় এবং উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সম্মাননা অনুষ্ঠান অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর একটি স্লোগান নির্ধারণ করে ছবিসহ পোস্টার করে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হয়। এ বছরের স্লোগান ছিল– 'প্রবীণের মর্যাদা সবার উপরে, প্রবীণেরা সুখী হোক সবার ঘরে'।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

৩,৬১,৬৭০
স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী

১৬৮ জন হেলথ ভলান্টিয়ার

১৩৯ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো)

৩ জন ডাক্তার

১৪০ শাখা, ১৭ জেলা, ১০০ উপজেলা, ১৫৭০ ইউনিয়ন

সিদীপ ২০১৩ সাল থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ০২টি ব্রাঞ্চে শুরু করে। যা বর্তমানে দেশব্যাপি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সিদীপ স্বাস্থ্য সহায়ক কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। যা সমাজের গরীব জনগোষ্ঠীর, সিদীপ সদস্য এবং নন-মেম্বারদের স্বাস্থ্যসেবায় ভূমিকা পালন করে।

সিদীপে মোবাইল ক্লিনিক, ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্যক্যাম্প, টেলি-মেডিসিন, প্রোজেক্ট এবং দূর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে।

৩,৬১,৬৭০ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী

১,৭৩,৩৯৪ জন
মোবাইল ক্লিনিক

১,৪২,৫৭৯ জন
ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক

১,২৩৭ জন
স্বাস্থ্যক্যাম্প

১০,১৬৯ জন
দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসেবা

১৯০ জন
টেলি-মেডিসিন

৩১,৩৬০ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক

২,৭৪১ জন
প্রোজেক্ট

মোবাইল ক্লিনিক

ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক

উঠান বৈঠক

স্যাটেলাইট ক্লিনিক

দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসেবা

২১ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গের কিছু অংশ কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। বন্যায় সিদীপের মোট ৮২টি ব্রাঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত অবস্থায় সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা টিম বন্যার্তদের মধ্যে বন্যাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। যার মধ্যে বন্যাকালীন ২৪টি স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে ৪৫৮১ জনকে স্বাস্থ্যসেবা এবং বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করেন। বন্যা পরবর্তীতে ৬২টি ব্রাঞ্চে স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে ৫,৫৮৮ জনকে বিনামূল্যে ঔষধ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। বন্যার্তদের জন্য সিদীপ পরিবার মোট ৮৬টি স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ১০,১৬৯ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২৪

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২৪ উপলক্ষে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে সিদীপের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক ডায়াবেটিস ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ২,৪৩৯ জনের ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়; তাদের মধ্য থেকে ১,৫৩২ জনকে সুস্থ্য (ডায়াবেটিসমুক্ত), ৪০৩ জনের প্রি-ডায়াবেটিস এবং ৫০৪ জনের ডায়াবেটিস শনাক্ত করা হয় । ২০২৫-এর ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ তাদের সংশ্লিষ্ট শাখাসমুহে শিশক স্কুল পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত শিশুদের অভিভাবকদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

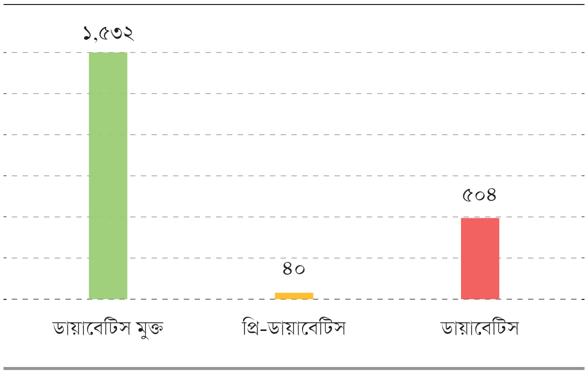

২০২৪-২৫ সালে সেবাপ্রাপ্ত রোগী

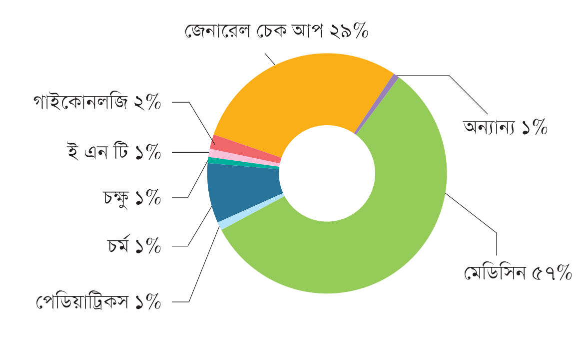

২০২৪-২৫ সালে সেবাপ্রাপ্ত মেডিসিন রোগী

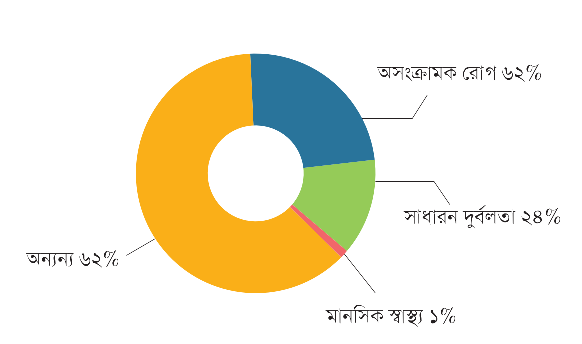

হেলথ অ্যাপ

আমরা একটি নতুন ডিজিটাল অ্যাপ তৈরি করেছি, যা বিশেষভাবে উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO), হেলথ ভলান্টিয়ার এবং ডাক্তারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে আমরা সহজেই স্বাস্থ্য পরামর্শ ও রোগীর তথ্য নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করতে পারি। এই অ্যাপটি শুধুমাত্র ডেটা সংরক্ষণের জন্য নয়, এটি রোগীভিত্তিক উন্নত ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করতে সহায়তা করবে।

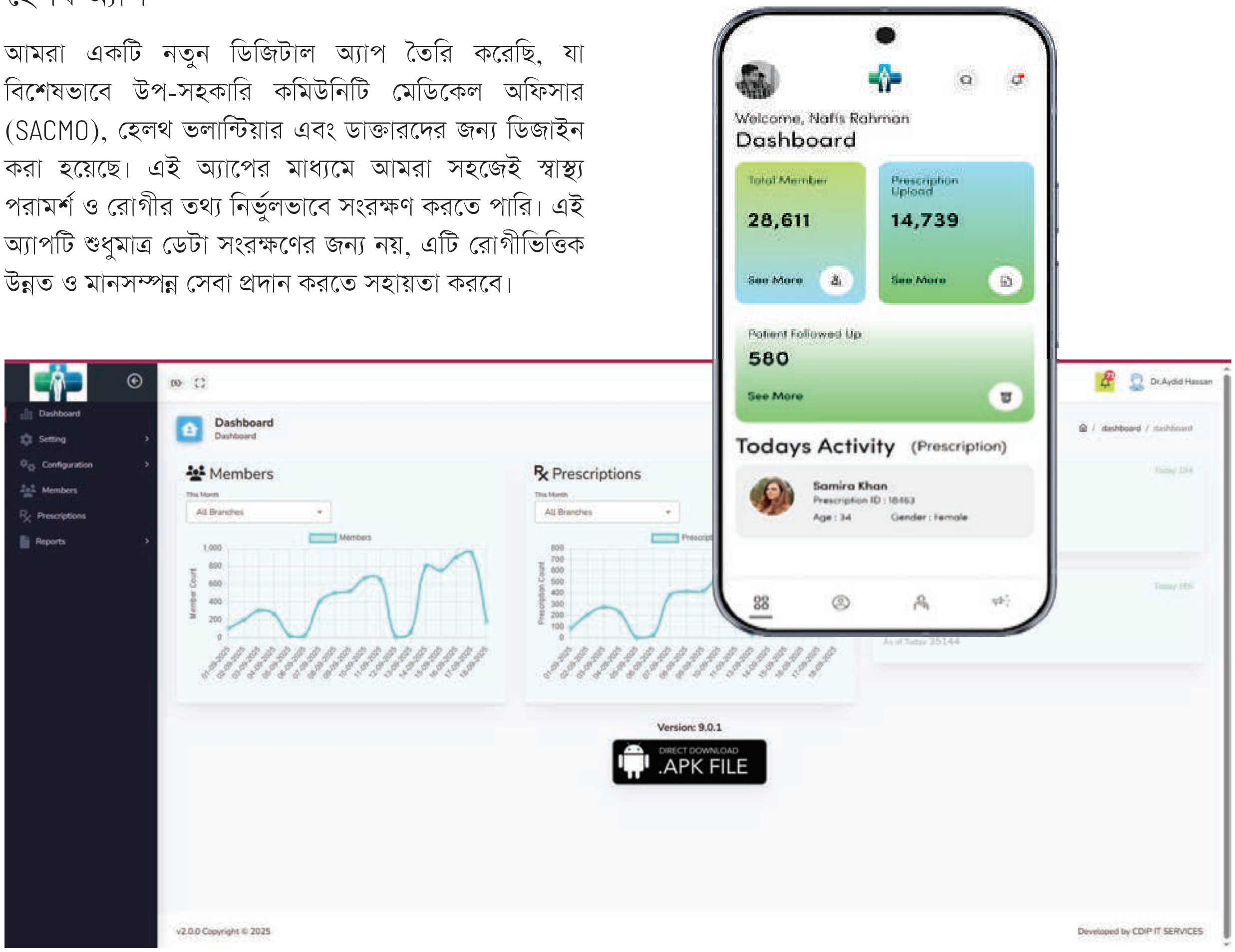

স্বাস্থ্যক্যাম্প

প্রধান কার্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য টিম গঠন করে স্বাস্থ্যক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে চক্ষুপরীক্ষা ও রেজিস্টার্ড এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক সাধারণ রোগসমূহের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অংশ। প্রধান কর্যালয়ে স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে সহকর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়।

স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্পন্ন করা জেলাসমূহ:
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, ঢাকা, গাজীপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, কৈশোর কার্যক্রম, উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম– এই ৬টি কার্যক্রম সমন্বিতভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কসবা উপজেলার মেহারী ইউনিয়নে এবং একই জেলায় নবীনগর উপজেলার রসুল্লাবাদ ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা ও জনসেবামূলক উদ্যোগসমূহকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সংস্থার চারগাছ ব্রাঞ্চের মূলগ্রাম ইউনিয়নে (২০১৪ সাল হতে) এবং রতনপুর ব্রাঞ্চের রতনপুর ইউনিয়নে (২০১৮ সাল হতে) সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে বসবাসকারী প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্ক) জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ জন করে মোট ৯ জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং ১ জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার) কর্মরত আছেন।

জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী রোগসমূহ, যেমন: ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, শিশু রোগ, চর্ম ও যৌন রোগ, গাইনি রোগ, নাক-কান-গলার রোগ, দন্ত রোগ, চক্ষু রোগ প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা, পরামর্শ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে অর্থবছরে ২টি করে স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করা হয়। মেহারী ইউনিয়নে মোট ১৭০ জন ও রসুল্লাবাদ ইউনিয়নে মোট ১৮৫ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়।

চক্ষুক্যাম্পে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চোখের পাওয়ার নির্ণয়, চোখের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষা, সঠিক চশমা বাছাইকরণ এবং ন্যায্যমূল্যে চশমা ও আইড্রপ প্রদান করা হয়। এছাড়া ছানি অপারেশনযোগ্য রোগীদের বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত ছানিপড়া রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশন করা হয়। রসুল্লাবাদ ইউনিয়নে ৪৭ জন রোগী ও মেহারী ইউনিয়নে ৮১ জন চোখের রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি রসুল্লাবাদ ইউনিয়নে ৪ জন ও মেহারী ইউনিয়নে ৪ জন ছানিপড়া রোগীর অপারেশন করা হয়।

চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকাণ্ড

ক্রম	কাজের বিবরণ	মেহারী ইউনিয়ন	রসুল্লাবাদ ইউনিয়ন	মোট
১.	পরিদর্শনকৃত খানা (সংখ্যা)	২,৭৮১	৩,৬৭৬	৬,৪৫৭
২.	খানা পরিদর্শনকালীন সেবা গ্রহণকারী সদস্য	১১,৬২৮	১৯,১৯৩	৩০,৮২১
৩.	উঠান বৈঠক আয়োজন (সংখ্যা)	১৬	৭৬	৯২
৪.	উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী	২৯৮	৫৭২	৮৭০
৫.	স্ট্যাটিক ক্লিনিক (সংখ্যা)	৪২	৪৩	৮৫
৬.	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী (জন)	১৮৬	২৫৮	৪৪৪
৭.	স্যাটেলাইট ক্লিনিক (সংখ্যা)	৬	৪	১০
৮.	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী (জন)	১২১	৭১	১৯২
৯.	ডায়াবেটিস পরীক্ষা (জন)	১০১	১৮৯	২৯০
১০.	রক্তচাপ পরীক্ষা (জন)	১,২৪৬	১,৪৪৫	২,৬৯১

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটানো লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে মোট ১৮টি শিক্ষাকেন্দ্র করে ২টি ইউনিয়নে মোট ৩৬টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭৫৯ জন (ছাত্র ৩৮৭ জন ও ছাত্রী ৩৭২ জন) শিক্ষার্থীকে পড়ালেখা করানো হচ্ছে। শিক্ষাকেন্দ্রে গড় শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ৯৩%। শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের মানসম্মত পড়ালেখা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি মাসে অভিভাবক সভা করা হয়। এছাড়া স্থানীয় প্রবীণ ও যুব কমিটির সদস্যগণ নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করে খোঁজ-খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

২টি ইউনিয়নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষার্থী সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যয়নরত তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় শতভাগ উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় এবং তারা প্রতিদিন স্কুলের পড়া স্যারদের দিতে পারেন। এছাড়াও তারা স্কুলে ছড়া-কবিতা আবৃত্তি, গান, নাচ, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে ভালো করে থাকেন।

শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষিকাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষাকেন্দ্রের ভৌত পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, সৃজনশীল পাঠ উপস্থাপন এবং পাঠদানের প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষিকাদের ২ দিনব্যাপী ‘বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ’ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) মাস্টার ট্রেইনারগণ সেশন পরিচালনা করেন।

কৈশোর কার্যক্রম

কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়নের উদ্যমী, সচেতন, স্বেচ্ছাসেবী মনোভাবসম্পন্ন কিশোর ও কিশোরীদের নিয়ে ‘কৈশোর ক্লাব’ গঠনের মাধ্যমে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মূল্যবোধ ও চেতনার বিকাশ; সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি; প্রতিভা, আত্মোন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং সংগঠন ও সামাজিক পুঁজি গঠন ইত্যাদি কৈশোর কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রতিটি ক্লাবে দুইজন মেন্টর থাকেন, যারা ক্লাব পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় ক্লাব গঠন ও সভা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	কাজের বিবরণ	মেহারী ইউনিয়ন	রসুল্লাবাদ ইউনিয়ন	মোট
১.	কিশোরী ক্লাব	৯০	৯	৯৯
২.	কিশোর ক্লাব	৯০	৯	৯৯
৩.	ক্লাবের সদস্য সংখ্যা (কিশোরী)	১,৭০০	১৮	১,৭১৮
৪.	ক্লাবের সদস্য সংখ্যা (কিশোর)	১,৮৮৫	১৭	১,৯০২

কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন; সফট স্কিল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (শুদ্ধ উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি/বক্তৃতা ইত্যাদি) এবং নেতৃত্ব উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন -এই ৩টি শিরোনামে কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উঠান বৈঠক

কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে সকল কৈশোর ক্লাবে নিয়মিত উঠান বৈঠক করা হয়। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি, নারী, শিশু ও প্রবীণ নির্যাতন প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। মেহারী ইউনিয়নে ৬২টি উঠান বৈঠকে ৪৪৩ জন ও রসুল্লাবাদ ইউনিয়নে ৬টি উঠান বৈঠকে ৯৫ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের নৈতিক অবক্ষয় ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করা উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম

যুবদের মেধা ও সৃজনশীলতার সর্বোচ্চ বিকাশ; সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ সৃষ্টি করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা; এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের নৈতিক অবক্ষয় ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করা উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

যুব প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২টি ইউনিয়নে উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমে নিয়োজিত যুব সদস্যদের জন্য দিনব্যাপী 'সামাজিক নেতৃত্ব ও সম্প্রীতি উন্নয়ন' শীর্ষক যুব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় একজন ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এর ফলে যুবদের মাঝে নীতি, নৈতিকতাবোধ এবং সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতিসত্তার মানুষের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন প্রতিটি ইউনিয়নে মোট ১০০ জন করে যুব।

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় ক্লাব গঠন ও সভা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	কাজের বিবরণ	মেহারী ইউনিয়ন	রসুল্লাবাদ ইউনিয়ন	মোট
১.	যুব নারী ক্লাব	১	-	১
২.	যুব পুরুষ ক্লাব	-	-	-
৩.	নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত ক্লাব	৮	৯	১৭
৪.	সদস্য সংখ্যা (যুব-নারী)	৫২	৪৫	৯৭
৩.	সদস্য সংখ্যা (যুব-পুরুষ)	৬৫	৫৪	১১৯

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়নের প্রবীণদের একত্রিত করে কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি নিয়মিত সভার আয়োজন করে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনা এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য- প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করা।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ক্লাব গঠন ও সভা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	কাজের বিবরণ	মেহারী ইউনিয়ন	রসুল্লাবাদ ইউনিয়ন	মোট
১.	নারী ক্লাব	-	-	-
২.	পুরুষ ক্লাব	-	৯	৯
৩.	নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত ক্লাব	৯	-	৯
৪.	সদস্য সংখ্যা (প্রবীণ-নারী)	৩৫	-	৩৫
৩.	সদস্য সংখ্যা (প্রবীণ-পুরুষ)	৭৫	৯৯	১৭৪

সম্মাননা প্রদান

ইউনিয়ন পর্যায়ে ভালো ও সামাজিক কাজের অবদান এবং স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনিয়নভিত্তিক প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ যুব, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ, শ্রেষ্ঠ সন্তানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরে মেন্টর সম্মাননা- ১ জন, যুব সম্মাননা- ১০ জন (৫ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী), শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা- ৫ জন, শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা- ৫ জন, সামাজিক কাজে অবদান বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব- ১ জন, সমৃদ্ধি'র ওপর সংবাদ/প্রতিবেদন প্রকাশে অবদান- ১ জন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব/প্রতিভাবান শিল্পী- ১ জন এবং অন্যান্য (অতিথি)- ৮ জনসহ মোট ৩২ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে সকলকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টসমূহ সম্পন্ন করা হয়। সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী, কৈশোর সদস্য, যুব সদস্য ও প্রবীণ সদস্যদের অংশগ্রহণে নির্ধারিত তারিখে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ইভেন্ট আয়োজিত হয়েছে। বছরব্যাপী কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত পরিবেশনা, উপস্থিতি বক্তৃতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন; ম্যারাথন দৌড়, সাইকেল র‌্যালি, মোরগ লড়াই, দড়ি লাফ, গণিত দৌড়, হাড়ি ভাঙ্গা, মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা, ফুটবল ইত্যাদি খেলাধুলার আয়োজন করে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্পগুচ্ছ

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আকারের কৃষকদের কৃষি উৎপাদন উন্নয়ন ও বহুমূখীকরণ অর্থায়ন প্রকল্প (এসএমএপি)

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে স্বল্প সুদে এবং জামানতবিহীন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহায়তার পাশাপাশি কার্যকর কারিগরি সহায়তার মধ্য দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সিদীপ ২০১৫ সাল থেকে এসএমএপি (SMAP = Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project) প্রকল্পটি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে।

এসএমএপি তথা কৃষি ঋণের মূল সুবিধাসমূহ

- স্বল্প সুদ ও জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা
- কৃষি যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা
- খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- সক্ষমতা বৃদ্ধি

এসএমএপি প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা সেবা কার্যক্রম

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০১৫ সাল থেকে সিদীপ এসএমএপি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে আসছে

পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নের হার

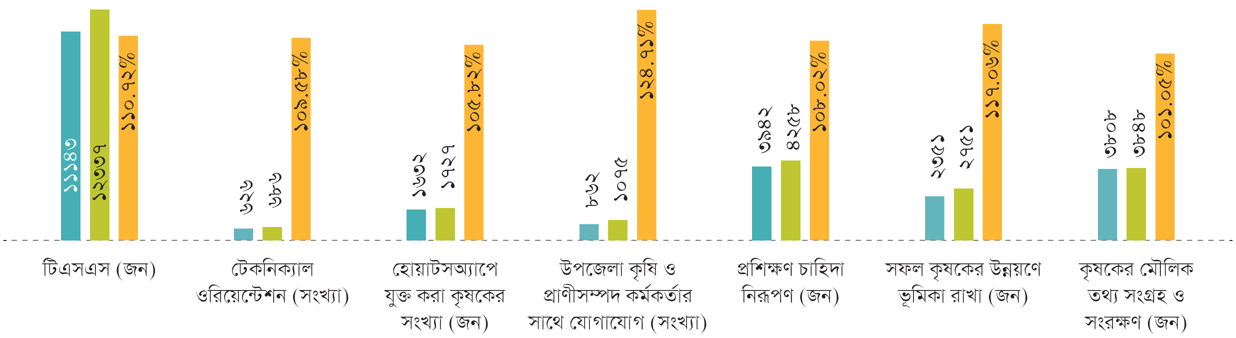

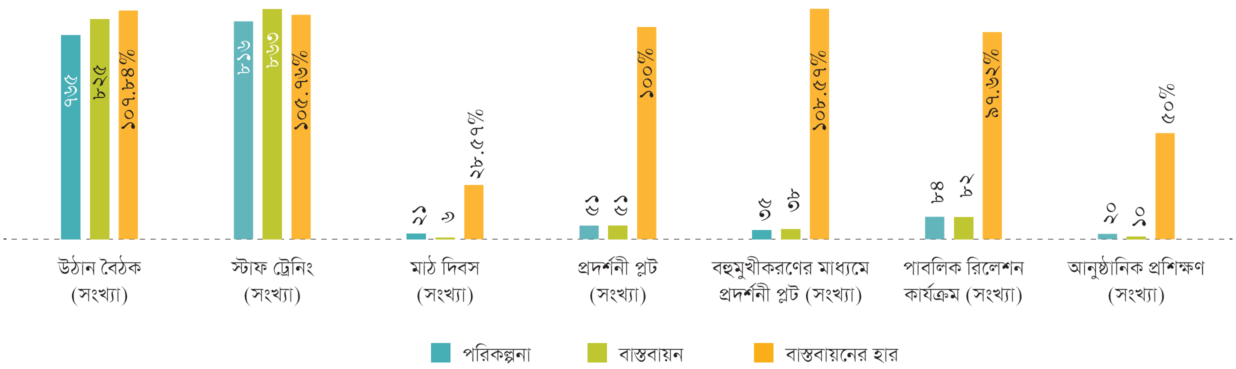

বাংলাদেশে বাজারমুখী কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যান ফসল কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (বাংলা-শেপ)

উন্নয়ন প্রকল্প

২০২৪ সালের জুন মাস থেকে সিদীপ বাংলা-শেপ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয় এবং পবা ও আওতাপাড়া এ দুটি ব্রাঞ্চে ২টি কৃষক দলের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। SHEP প্রকল্পটি হলো বাজারমুখী কৃষি সম্পর্কিত একটি সম্প্রসারণ মডেল যা ২০০৬ সালে শুরু হওয়া জাইকার কারিগরি সহায়তাপুষ্ট একটি প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত হয়েছে। SHEP Approach মূলত অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত একটি উদ্ভাবনী কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি যা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাজারমুখী কৃষি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে।

বাংলা-শেপ প্রকল্পের মূল সুবিধাসমূহ

BD Rural WASH for HCD

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম: মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প (Bangladesh Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project)

অর্থায়নে: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা ও তার জনগণের সার্বিক পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা এবং জীবন মানের উন্নয়ন করা। প্রকল্পের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে: (১) গ্রামীণ বাংলাদেশের বাছাইকৃত এলাকায় 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা'র পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অভিগম্যতায় উন্নয়ন সাধন করা; এবং (২) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা–এসডিজি ৬-এর পরিষ্কার পানি ও স্যানিটেশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা।

সিদীপ ২০২১ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করে আসছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে BD Rural WASH for HCD বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য

বিবরণ	অবস্থান: জুন ৩০, ২০২৫
জেলা কাভারেজ	৭
উপজেলা কাভারেজ	২৭
কার্যক্রম চলমান মোট ব্রাঞ্চ	৫৩
কার্যক্রম চলমান এরিয়া	১৪
কার্যক্রম চলমান জোন	৫
স্যানিটেশন (সংখ্যা)	৫,৪৭৪
স্যানিটেশন (বিতরণ টাকা)	১৩৮,৫১৪,০০০
স্যানিটেশন (ঋণী)	৬৬৪৮

বিবরণ	অবস্থান: জুন ৩০, ২০২৫
স্যানিটেশন ঋণস্থিতি	৯৯,১৬৪,৩৪০
ওয়াটার (সংখ্যা)	১,২৮৪
ওয়াটার (বিতরণ টাকা)	৩২,৯৫৮,০০০
ওয়াটার (ঋণী)	১,৪৯৬
ওয়াটার ঋণস্থিতি	২৩,৭৩৫,৭৫৯
স্যানিটেশন সুবিধাভোগী	২৭,৩৭০ জন (প্রায়)
ওয়াটার সুবিধাভোগী	৬,৪২০ জন (প্রায়)

বিসিসি ক্যাম্পেইন

BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের অধীন নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, হাত ধোয়ার সঠিক সময় ও কৌশল, শিশুর যত্ন এবং মাসিককালীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর স্বাস্থ্যবিধি সঠিক পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে ৫টি বিষয়ের ওপর সেশন পরিচালনার কার্যক্রম নেওয়া হয়। সেশন সংখ্যা ও সেশনে অংশগ্রহণকারীর তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

সেশনের নাম	মোট সেশন সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট
নিরাপদ পানি ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যবিধি	১২৭২	৭৬৩২	১৭৮১৪	২৫৪৪৬
নিরাপদ ব্যবস্থাপনার টয়লেট ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যবিধি	১২৮৭	৬৫৪০	১৯৫৬২	২৬১০২
হাত ধোয়ার সঠিক সময় ও পদ্ধতি	১৩৯০	৬৪১১	২১৪৬৭	২৭৮৭৮
শিশুর জন্য WASH বিষয়ক স্বাস্থ্য পরিচর্চা	১৮০৪	৫৪১৮	৩০৭০৫	৩৬১২৩
মাসিক/ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনা	৯২৬	২৪০৮	১৬১১২	১৮৫২০

সাফল্যগাথা

শামসুর নাহারের পাশে সিদীপ

মোছা. শামসুর নাহার

"আগে রাতে টয়লেট ব্যবহারের জন্য বাইরে যেতে ভয় করত, এখন আমরা স্বাচ্ছন্দে টয়লেট ব্যবহার করতে পারি

বিসিসি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে দুই গর্ত বিশিষ্ট সৌখিন টয়লেট নির্মাণ করার জন্য সিদীপ স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করেন। বিষয়টি জানার পর তিনি নিকটস্থ ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করেন, পরবর্তীতে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিরাপদ স্যানিটেশন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং স্যানিটেশন নির্মাণে স্বল্প সুদে আর্থিক সহায়তার ও প্রণোদনার বিষয়ে অবহিত করেন। দুই গর্ত বিশিষ্ট সৌখিন টয়লেট নির্মাণের জন্য তাকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নির্মাণের জন্য তাকে ৩০০০ টাকা প্রণোদনা দেওয়া হয়।

বিসিসি ক্যাম্পেইন

BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের অধীন নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, হাত ধোয়ার সঠিক সময় ও কৌশল, শিশুর যত্ন এবং মাসিককালীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর স্বাস্থ্যবিধি সঠিক পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে ৫টি বিষয়ের ওপর সেশন পরিচালনার কার্যক্রম নেওয়া হয়। সেশন সংখ্যা ও সেশনে অংশগ্রহণকারীর তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

BD Rural WASH for HCD প্রকল্পে পুরস্কার গ্রহণ

৪ জুলাই ২০২৪-এ পিকেএসএফ ভবনে BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের আওতায় নভেম্বর '২৩ থেকে এপ্রিল '২৪ পর্যন্ত ৬ মাসে "Excellent Category" তে ১১টি সহযোগী সংস্থার ২০টি শাখাকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সিদীপের লাকসাম ব্রাঞ্চ Excellent Category তে নির্বাচিত হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা ও লাকসাম ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব আবদুল বাছেত।

সিদীপের লাকসাম ব্রাঞ্চ Excellent Category তে নির্বাচিত হয় এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা ও লাকসাম ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আবদুল বাছেত সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন

Microenterprise Financing and Credit Enhancement (MFCE)

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম: Microenterprise Financing and Credit Enhancement Project (MFCE)

অর্থায়নে: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ ও দুযোর্গপ্রবণ এলাকা, দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা এবং স্বাভাবিক কর্ম-এলাকায় ক্ষুদ্র

সিদীপ ২০২৩ সালের জুন মাস থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করে আসছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

বিবরণ	অর্থবছর (২০২৪-২০২৫)
জেলা	১৫
মোট ব্রাঞ্চ	৫৬
এরিয়া	১৯
জোন	৮
ঋণ বিতরণ (সংখ্যা)	৮৮২
ঋণ বিতরণ (টাকা)	২০,৯৯,২০,০০০
ঋণস্থিতি	১৩,৩১,২০,৯৯৭

সাফল্যগাথা

সুতার টানে ভাগ্যের পরিবর্তন

পাপিয়া আক্তার ও আ: আওয়াল

কলাগাছিয়া, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

আমার এই পরিবর্তনের পেছনে 'সিদীপ'-এর অবদান অসীম। তারা যদি আমাকে ঋণ দিয়ে পাশে না দাঁড়াতো, তাহলে এই কারখানার স্বপ্ন কখনো বাস্তব হতো না। আমি এবং আমার স্বামী সিদীপ ও তাদের 'MFC-E' প্রকল্পের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার কলাগাছিয়া গ্রামের পাপিয়া আক্তার ও তার স্বামী আ. আওয়ালের জীবন একসময় ছিল ভীষণ শোচনীয়। অভাব-অনটনে কাটতো প্রতিটি দিন। আ. আওয়াল ছিলেন একজন সাধারণ শ্রমিক। স্থানীয় একটি কুলিং মেশিনে সুতা তৈরির কাজ করতেন। পরিশ্রম ছিল প্রচুর, কিন্তু আয় অপ্রতুল।

দীর্ঘদিন শ্রমিক হিসেবে কাজ করার পর একদিন তিনি সাহস করে সিদ্ধান্ত নেন-নিজেই কিছু করবেন, কিছু গড়বেন। সেই সাহসিকতার পথচলাই বদলে দিয়েছে তাদের ভাগ্য।

২০১৯ সালের ১১ মে, সিদীপ-এর সহায়তায় পাপিয়া আক্তার প্রথম দফায় ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নেন। সেই অর্থ দিয়েই শুরু হয় ছোট্ট একটি কারখানার যাত্রা মাত্র দুটি কুলিং মেশিন দিয়ে সুতা প্রক্রিয়াকরণের কাজ শুরু করেন তারা। ধীরে ধীরে কিস্তি পরিশোধ করেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই। এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা দ্বিতীয় দফায় ২০২০ সালের ২০ আগস্ট, ২,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ঠিক এক বছরের মধ্যেই সেই ঋণও সুন্দরভাবে পরিশোধ করেন। এই ধারাবাহিকতায় তারা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফায় যথাক্রমে ৩,০০,০০০ টাকা (১৩/০৮/২০২১), ৩,০০,০০০ টাকা (২৫/১০/২০২২) এবং সর্বশেষ ৫,০০,০০০ টাকা (০৫/০৬/২০২৪) ঋণ গ্রহণ করেন। প্রতিটি দফার ঋণ সময়মতো পরিশোধ করেছেন, যা তাদের দায়িত্বশীলতা ও উদ্যোক্তা মানসিকতার স্পষ্ট প্রমাণ।

বর্তমানে তাদের কারখানায় রয়েছে ৫টি কুলিং মেশিন ও ২টি সুতা তৈরির মেশিন। তাদের কারখানায় ৭ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী কর্মীসহ মোট ১৫ জন কাজ করেন। কর্মীদের প্রতি মাসে মোট ২,২০,০০০ টাকা বেতন দেওয়া হয়।এই শিল্প উদ্যোগ থেকে তাদের মাসিক নীট আয় প্রায় ২,৫০,০০০ টাকা। ব্যবসার সম্প্রসারণ ও পরিবহনের সুবিধার জন্য তাদের এখন রয়েছে একটি নিজস্ব পিকআপ ভ্যান, যার মাধ্যমে কাঁচামাল সরবরাহ করেন নারায়ণগঞ্জসহ আশপাশের এলাকায়।

এখন তাদের পরিবারে এসেছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদা। তাদের এক ছেলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে এবং একমাত্র মেয়ে বয়সে এখনো ছোট মাত্র দুই বছর। একসময় যারা দৈনন্দিন খরচ মেটাতেই হিমশিম খেতেন, আজ তারা সফল উদ্যোক্তা।

পাপিয়া আক্তার বলেন, 'আমার এই পরিবর্তনের পেছনে সিদীপের অবদান অসীম। তারা যদি আমাকে ঋণ দিয়ে পাশে না দাঁড়াতো, তাহলে এই কারখানার স্বপ্ন কখনো বাস্তব হতো না। আমি এবং আমার স্বামী সিদীপ ও তাদের MFC-E প্রকল্পের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।'

দীর্ঘদিন শ্রমিক হিসেবে কাজ করার পর একদিন তিনি সাহস করে সিদ্ধান্ত নেন-নিজেই কিছু করবেন, কিছু গড়বেন। সেই সাহসিকতার পথচলাই বদলে দিয়েছে তাদের ভাগ্য

Canadian Fund for Local Initiatives

উন্নয়ন প্রকল্প

নিঝুম দ্বীপ ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ত পানির সংকট মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল গ্রহণ করে স্থানীয় সমাজের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে High Commission of Canada to Bangladesh-এর সহযোগিতায় সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পটি প্রধানত পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, বিশেষ করে অভিযোজন এবং প্রশমন, সঙ্গে পানি ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নিঝুম দ্বীপ ইউনিয়নে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল লবণাক্ত পানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি এবং জনজীবনকে সচল রাখা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে ২০০ জন স্থানীয় কৃষককে লবণাক্ত পানি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য উন্নত কৃষি কৌশল এবং অভিযোজনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ৩০৫ জন স্থানীয় মানুষকে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবেলা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করানো হয়, যা তাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা বাড়িয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মোট ২১টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ১,৯৯৭ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়, তাদের মধ্যে ১,৩৪৯ জন মহিলা এবং ৬৪৮ জন পুরুষ। রোগীর শ্রেণীবিন্যাস করলে দেখা যায় যে এর মধ্যে মেডিসিন রোগী ১,৩১৬ জন, চর্মরোগী ৬১৪ জন ও গাইনি রোগী ৬৭ জন।

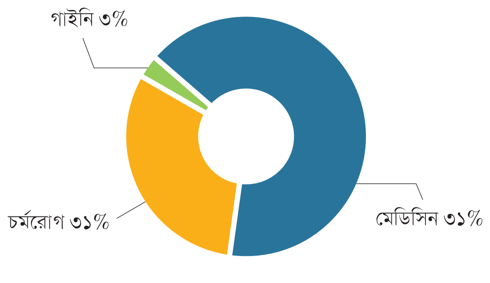

প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলাকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে সাইক্লোন রেমালের প্রভাবে কিছু কার্যক্রমের সময়সূচিতে বিলম্ব ঘটে। চলাচলে অসুবিধা এবং জনসমাগমে বাধা থাকার কারণে প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। কিন্তু স্থানীয় অংশীদারদের সক্রিয় সহযোগিতা ও নমনীয় পরিকল্পনার কারণে প্রকল্প নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রকল্প নারী ও পুরুষ উভয়ের চাহিদা বিবেচনা করে তাদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ এবং সুবিধা প্রদান করে। নারীরা মূলত ঘরের পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকার কারণে তাদের অংশগ্রহণ সহজ করতে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্পে নারীদের উপস্থিতি ছিল বেশি এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে প্রকল্পের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পুরুষদেরও কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সমগ্র প্রকল্পটি খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রস্তুতি বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। মোট ২৪২৮ জন সরাসরি প্রকল্পের সুবিধাভোগী হয়েছে, যার মধ্যে নারী ও শিশু সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রকল্পের ফলাফল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে এবং তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় শক্তিশালী করবে। পরিশেষে, এই প্রকল্প স্থানীয় সম্প্রদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিকল্পনা, স্থানীয় অংশীদারদের সক্রিয় সমর্থন এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে এই অভিযোজনমূলক কৌশলগুলো আরও বিস্তৃত করে একই ধরনের জলবায়ু সমস্যার মুখোমুখি অন্যান্য অঞ্চলের জন্য দিকনির্দেশনা সরবরাহ করবে।

Plastic Free Rivers and Seas for South Asia Project (PLEASE)

উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (BPCL) ও সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) কর্তৃক পরিচালিত প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার প্রকল্পটি গত কয়েক মাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে আরও সুষ্ঠু, সংগঠিত ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা। Recycling Business Units (RBUs) এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা কার্যক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কক্সবাজার, ফেনী, রূপগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, বগুড়া, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাতে RBUs এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Social Intervention ক্ষেত্রে, সিদীপ প্লাস্টিক সংগ্রাহক ও ভাঙ্গারিদের জন্য স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত কর্মীদের জন্য ব্যক্তিগত ৮০৭ সেট সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন মাস্ক, গ্লাভস, বুট সরবরাহ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প হতে জুন মাস পর্যন্ত মোট ১৩০২ জন উপকারভোগীকে সেবা প্রদান করা হয়, তাদের মধ্যে ৬৮৫ জন মহিলা এবং ৬১৭ জন পুরুষ। সামাজিক উন্নয়নমূলক দিক থেকে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ (Life Skills Based Training) পরিচালিত হয়েছে, যেখানে ১৩৫০ জনকে জুন পর্যন্ত প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়, যা কর্মীদের আত্মবিশ্বাস এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পের সফল কর্মকাণ্ডের ভেতরে অন্যতম হলো শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালনা, যেখানে উপকারভোগীর সন্তানদের সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে অভিভাবক তার শিশুকে সাবধানে রেখে কাজ করতে পারেন।

এ ছাড়া কর্মীদের সংগঠিত করতে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে Bhangari Association গঠন প্রক্রিয়া চলছে, যা তাদের কল্যাণমূলক কার্যক্রমে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে। মোট ৭টি RBU তে মোট ১৪৭ জন মেম্বারসহ ৭টি কমিটি সংগঠিত হয়েছে।

এছাড়াও সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনটি ক্লিন-আপ ড্রাইভ-এর আয়োজন করা হয় যেখানে ৪০ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথম ক্লিন-আপ ড্রাইভ World Cleanup Day এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্লিন-আপ ড্রাইভ কক্সবাজার RBU এর সামনের পিএম সুইচ খালে সংগঠিত হয়।

গবেষণা ও প্রকাশনা

গবেষণা

মুক্তপাঠাগার শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাস বাড়িয়েছে ও মোবাইল আসক্তি কমিয়েছে

মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের জুনিয়র কর্মকর্তা মাহবুবুর রশীদ অরিস এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলমের পরিচালনায় How "Mukto-Pathagar" is about to create a culture of reading in Bangladesh: A study in Chargas শীর্ষক গবেষণাটি শেষ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ওপর সংস্থা পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের প্রভাব জানার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চারগাছ ব্রাঞ্চে এন আই ভুঁইয়া উচ্চবিদ্যালয়কে নমুনা হিসেবে নেয়া হয়েছিলো। গবেষণার ফলাফলে জানা যায়, মুক্তপাঠাগার শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাস বাড়িয়েছে ও মোবাইল আসক্তি কমিয়েছে।

মুক্তপাঠাগার শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাস বাড়িয়েছে ও মোবাইল আসক্তি কমিয়েছে

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণাপত্র উপস্থাপন

১৪ নভেম্বর ২০২৪ সমাজকর্ম বিষয়ক WSWD2024 7TH International Conference on Empowering Communities the Role of Social Work for Sustainable Future শীর্ষক সম্মেলনটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সিদীপ পরিচালিত 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' নিয়ে এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে Seeds of Knowledge- How `Mukto- Pathagar" is about to create a culture of reading in Bangladesh: A study in Chargas শীর্ষক একটি গবেষণা উপস্থাপন করেন প্রধান কার্যালয়ের মাইক্রোফিন্যান্স-এর জুনিয়র কর্মকর্তা জনাব মাহবুবুর রশীদ অরিস। আবার ১৬ মে ২০২৫-এ ঢাকায় শিক্ষালোকের ৭ম সম্মিলনে 'শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাসের ওপর মুক্তপাঠাগারের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণাটি উপস্থাপন করেন তিনি।

এ পর্যন্ত ১৭,৮২১টি শজনে ও ৫,৪৪৮টি তালগাছ লাগানো হয়েছে

নরসিংহপুরে স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ ও পুনরায় চালুর সম্ভাবনা অনুসন্ধান

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নবীনগরের নরসিংহপুরে স্থাপিত ও দীর্ঘদিন চালু থাকা নদীর পানি বিশুদ্ধ করে ঘরে ঘরে সুপেয় পানি সরবরাহের স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কার্যক্রম সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানুষ, বিশেষ করে যারা দরিদ্র তারা, খাবার পানির তীব্র সংকটে পড়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তমূলক স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। মাহবুবুর রশীদ অরিস, মাহবুব উল আলম ও জাহিদুল ইসলামের পরিচালিত এই স্টাডির মাঠ পরিদর্শন শেষ করা হয়েছে। এই গবেষণা থেকে স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনাটি পুনরায় চালু করা যায় কিনা ও সেক্ষেত্রে করণীয় কী তা জানা যেতে পারে।

পরিবেশ রক্ষা, বজ্র থেকে নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মগবেষণা উদ্যোগ হিসেবে তাল ও শজনে চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধের এবং সর্বসাধারণের পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মগবেষণা হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে তাল ও শজনে চাষের একটি উদ্যোগ চলমান আছে। মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গত অর্থবছরে কর্মসূচিটিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে ও সে অনুযায়ী সিদীপের ৪১টি ব্রাঞ্চে শিক্ষাসুপারভাইজারদের মাধ্যমে কর্মসূচিটি চলছে।

২৪ জুন ১টি ও ২৬ জুন ২০২৫-এ ১টিসহ মোট ২টি ব্যাচে ঢাকায় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা পরিচালিত হয়। তাল ও শজনের চাষ পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য কৃষিবিদ ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা। তাল চাষ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন জনাব বাছির উদ্দিন ভুঁইয়া। প্রশিক্ষণে সিদীপ গভর্নিং বডির ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের তাল ও শজনে চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন ও এ কর্মসূচিতে সফলভাবে অংশগ্রহণে তাদেরকে উৎসাহিত করেন।

তাল ও শজনে চাষ নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য এক পাতার একটি লিফলেট সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্রাঞ্চে ১০০টি করে মোট ৪০০০টি বিতরণ করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে জুন মাসে প্রায় ৩০ হাজার স্থানীয় লোকজনকে তাল ও শজনের উপকারিতা এবং চাষপদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত ১৭,৮২১টি শজনে ও ৫,৪৪৮টি তালগাছ লাগানো হয়েছে।

সিদীপের বেড়ে ওঠার পিছনে ব্যতিক্রমী ও উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে

বিদেশি সাহায্য ছাড়াই সিদীপের সফল বেড়ে ওঠা নিয়ে গবেষণা সম্পন্ন

দূরদর্শী উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নসংস্থা সিদীপ কোনো বিদেশি সাহায্য গ্রহণ না করেই যেভাবে বেড়ে উঠেছে তা নিয়ে একটি গবেষণা শেষ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে আরডিসি। Growing from Within: An Investigative research on the institutional development of the Centre for Development Innovation and Practices (CDIP) শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটিতে সিদীপের সফল বেড়ে ওঠার পিছনে ব্যতিক্রমী ও উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনটিতে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য কর্মসচি, শিক্ষা কর্মসূচি, মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার ইত্যাদিসহ বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষালোকের ৭ম লেখক-শিল্পী সম্মিলন

১৬ মে ২০২৫ ঢাকায় সিদীপ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষালোকের এক যুগে পদার্পণ ও ৭ম শিক্ষালোক লেখক শিল্পী সম্মিলন। সম্মিলনে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি প্রফেসর ও বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। এছাড়াও ইউল্যাবের শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, বিশিষ্ট সাংবাদিক আমীন আল রশীদ, 'এবং বই' এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, সিদীপ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ফাহমিদা করিম, শিল্পী জাহিদ মুস্তাফা, শিল্পী শিশির মল্লিক, কবি শওকত হোসেন, শিল্পী বিপ্লব দত্ত, লেখক রিয়াজ মাহমুদ, সমাজকর্মী আবদুল হালিমসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মিলনে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাজাহান ভুঁইয়া ও লেখক-গবেষক সালেহা বেগম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। এই সম্মিলনে দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্যে ছিলো মুক্তপাঠাগার নিয়ে গবেষণা উপস্থাপনা ও আলোচনা। এছাড়াও প্রদর্শিত হয় মুক্তপাঠাগার নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র "আলোর যাত্রী হই।"

সম্মিলনের শুরুতে শিক্ষালোকের এক যুগে পদার্পণ বিষয়ে কথা বলেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। সিদীপের 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে'র ওপর আলোচনা করেন গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম। এরপর 'শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাসের ওপর মুক্তপাঠাগারের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণাটি উপস্থাপন করেন সিদীপের কর্মকর্তা মাহবুবুর রশীদ অরিস।

প্রধান অতিথি শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম তার বক্তব্যে শিক্ষালোকের এক যুগে পদার্পণের জন্য শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের জন্য এখন পাঠাগার নিয়ে জাগরণের সময়। তিনি পঞ্চাশ-ষাটের দশকের মানুষের পাঠাগারমুখিতার সঙ্গে পরবর্তী সময়ের পাঠাগারবিমুখতার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং বর্তমানে আবার পাঠাগারের জাগরণের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন। কিশোর-কিশোরীদের বইমুখী করতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান।

পরে মুক্তআলোচনায় উপস্থিত সকলে অংশগ্রহণ করেন। লেখক, পাঠক, শিল্পী ও শিক্ষানুরাগীদের উন্মুক্ত এই আয়োজন বই ও পাঠাভ্যাসকে ঘিরে একটি প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

১০ মে সিদীপ ভবনে আর্ট পোয়েট্রি ও শিক্ষালোকের যৌথ আয়োজনে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাম্প্রতিক দেশকাল ও দেশকাল নিউজের সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া, চট্টগ্রাম চারুশিল্প পরিষদের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ এবং সহসভাপতি কাজী গোলাম কিবরিয়া। আর্ট পোয়েট্রির নির্বাহী পরিচালক শিল্পী শিশির মল্লিকের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইলিয়াস উদ্দিনপলাশ বলেন, "শিশুরা স্বর্গের ফুল, তারা পৃথিবীতে আসে স্বর্গের ফুল হিসেবে। তারা পৃথিবীতে আসে স্বর্গের সুবাস নিয়ে।" তিনি আরও বলেন, সৃজনশীল কাজে যুক্ত শিশুরা ঝড়-ঝাপটার মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে।

সিদীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহজাহান ভুঁইয়া বলেন, "আমি আশাবাদী আগামীতে যারা সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত থাকবে তাদেরকে সমাজ আরও ভালোভাবে মূল্যায়ন করবে।"

'এবং বই' ও 'শিক্ষালোকে'র আয়োজনে 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা

২৮ জুন বিকালে ঢাকায় সিদীপ মিলনায়তনে প্রকৃতি ও সিদীপ প্রকাশিত প্রবন্ধসংকলন 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা: শতবর্ষের ভাবনা' গ্রন্থটি নিয়ে 'এবং বই' ও 'শিক্ষালোকে'র যৌথ আয়োজনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'এবং বই'-এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক জাভেদ হুসেন, ইউল্যাব শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কুদরতে খোদা, এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক ফাতিহুল কাদির সম্রাট, লেখক-গবেষক সালেহা বেগম, কবি শামসেত তাবরেজী, সাহিত্যিক আহমেদ বশির, শিল্পী শিশির মল্লিক, মাহফুজ সালামসহ অনেকে।

জাভেদ হুসেন 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা' বইটি নিয়ে তার আলোচনায় বলেন, বইটিতে নির্বাচিত লেখাসমূহে বাংলাভাষা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম ও চিন্তাচেতনার বিবর্তনের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রধান অতিথি শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের বাংলা ভাষার চর্চা যেমন বাড়াতে হবে ঠিক তেমনি প্রযুক্তির দিকেও নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অধ্যাপক কুদরতে খোদা বইটি নিয়ে আলোচনায় একে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হিসেবে উল্লেখ করেন।

আলোচকগণ বাংলা ভাষাকে জাতীয় জীবনে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা' বইটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা ও দ্বিজেন শর্মার জন্মবার্ষিকী

৩১ মে ২০২৫-এ বিকেলে 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' এবং 'শিক্ষালোক'-এর আয়োজনে প্রকৃতিপ্রেমী ও বিজ্ঞান লেখক দ্বিজেন শর্মার জন্মদিন উপলক্ষে বৈশ্বিক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রাণ-প্রকৃতির হুমকি বিষয়ে আলোচনা ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় সিদীপের মিলনায়তনে। লেখক সালেহা বেগমের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার সাবেক অধ্যাপক ড. আমিন উদ্দিন মৃধা, সমাজচিন্তক শাহজাহান ভুঁইয়া, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ছোটকাগজের প্রধান সম্পাদক আশরাফ আহমেদ, ডেইলি স্টারের সাহিত্য সম্পাদক কবি ইমরান মাহফুজ, ইউল্যাব শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, শিল্পী শিশির মল্লিক, উন্নয়নকর্মী হাফিজুল ইসলামসহ অনেকে। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা।

শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম বলেন, "দ্বিজেন শর্মা ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক, তিনি জানতেন প্রাণ-প্রকৃতির জন্য হুমকি হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।"

কবি ইমরান মাহফুজ বলেন, "নিসর্গপ্রেমী দ্বিজেন শর্মা এক নিঃসঙ্গ মানুষ যার সঙ্গে কেউ ছিলো না, যিনি একা গাছ নিয়ে কাজ করেছেন।"

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন লেখক রিয়াজ মাহমুদ। অনুষ্ঠানটিতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' পত্রিকার সম্পাদক লেখক আলমগীর খান এবং সঞ্চালন করেন নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী।

দ্বিজেন শর্মা ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক, তিনি জানতেন প্রাণ-প্রকৃতির জন্য হুমকি হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মুক্তপাঠাগারে শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা এবং ইংরেজি গল্প পাঠ

৬ নভেম্বর ২০২৪এ পাবনার দেবোত্তর শাখায় দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং পাবনার কাশিনাথপুরে শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফুলবাড়িয়া ব্রাঞ্চে নূরজাহান মডেল স্কুলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইংরেজি গল্প পাঠ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলো পরিচালনা করেন সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম।

মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন, সেরা পাঠক-পাঠিকাকে নির্বাচন এবং বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতা

এ অর্থবছরে নতুন করে সিরাজগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলাসহ বিভিন্ন জেলায় আরও ১০টি স্কুলে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে এ অর্থবছরে ১৩টি জেলায় ৪০টি মুক্তপাঠাগারের কার্যক্রম চলমান।

প্রতিবছরের মত এ বছরও মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন ও তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেরা পাঠক-পাঠিকাদের পুরস্কার হিসেবে যেসব বই দেয়া হয়েছিলো সেগুলোর উপর বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। যারা ভাল পর্যালোচনা লিখেছে তাদেরকে আবার পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

সমাজকর্ম বিষয়ক রচনা-প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও সমাজকর্মী সম্মাননা প্রদান

এপ্রিল ও মে মাসে শিক্ষা সুপারভাইজারদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি কর্মশালায় সমাজকর্ম বিষয়ক রচনা-প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "আমার এলাকায় স্বেচ্ছাসেবামূলক উন্নয়ন কর্মের চিত্র এবং একজন সৎ ও নিবেদিত-প্রাণ সমাজকর্মী বা সংগঠনের কথা"।

এছাড়া যেসব শিক্ষাসুপারভাইজার সফলভাবে মুক্তপাঠাগার পরিচালনা করেছেন তাদের মধ্যে নতুন ৫ জনকে সমাজকর্মী সম্মাননা দেয়া হয়েছে। ৯ ও ১৬ এপ্রিল ২০২৫-এ আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সংস্থার সম্মানিত ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া, সাধারণ পরিষদের সদস্য সালেহা বেগম ও নাজমুস সালেহীন এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া গ্রন্থাগারের জন্য বেশ কিছু মূল্যবান বই প্রদান করেন প্রতিকথা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী কবি হানিফ রাশেদীন ও বই বিষয়ক পত্রিকা 'এবং বই'-এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।

মুক্তপাঠাগার বিষয়ক কর্মশালা

১০ ও ১৬ এপ্রিল প্রধান কার্যালয়ে মুক্তপাঠাগার সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের শিক্ষাসুপারভাইজারদের নিয়ে ২টি ব্যাচে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া ও লেখক-গবেষক সালেহা বেগম। এছাড়া রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব-এর খণ্ডকালীন শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম ও 'এবং বই'-এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।

কর্মশালায় মুক্তপাঠাগারের শক্তি, দুর্বলতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তার ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া গ্রন্থাগার

চারশোর মত মূল্যবান বইয়ের সমাহার নিয়ে গত অর্থবছরে প্রধান কার্যালয়ে শুরু হয়েছিলো 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া গ্রন্থাগার'। এটি সংস্থার সকল কর্মীর জন্য উন্মুক্ত। প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ এখান থেকে পছন্দের বই বাড়িতে নিয়েও পড়তে পারেন। গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য এ বছর আরও বই কেনা হয়েছে এবং বই কেনার কাজটি চলমান আছে।

এছাড়াও প্রতিবছর প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের মধ্য থেকে এ গ্রন্থাগারের জন্যও সেরা পাঠক-পাঠিকা নির্বাচন করা হয় ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীতে তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া গ্রন্থাগারের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা উদ্বোধন

৩ জুলাই ২০২৪ বিকালে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় Inauguration of Digital Management of Muhammad Yahiya Library ও শিক্ষালোক নতুন সংখ্যা পরিচিতি অনুষ্ঠান। এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব মো. আশরাফুল হক ও এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার জনাব মো. মনসুর আলম। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে Digital Management of Muhammad Yahiya Library উদ্বোধন করেন জনাব মো. আশরাফুল হক ও অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। আলোচনা করেন জনাব মো. আশরাফুল হক ও এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার জনাব মো. মনসুর আলম। তাঁরা সংস্থার প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার দূরদর্শিতা ও বইয়ের প্রতি অনুরাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

প্রকাশনা

শিক্ষালোক

এ অর্থবছরেও সিদীপের শিক্ষাবিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকের চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগুলোর প্রচ্ছদ কাহিনী ছিল: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ 'লাইব্রেরি', কবি হেলাল হাফিজের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও প্রবীণ সংবর্ধনা এবং রিচার্ড ফাইনম্যানের শিক্ষাচিন্তা ও গ্যালিলিও শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি। এছাড়াও প্রতিটি সংখ্যায় শিক্ষা, উন্নয়ন , মুক্তপাঠাগার ও সিদীপের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা রয়েছে। বৈচিত্র্য ও নান্দকিতার বিচারে প্রতিটি সংখ্যাই শুভানুধ্যায়ী মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

শিক্ষালোকের প্রতিটি নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীকে নিয়ে একটি নতুন সংখ্যা পরিচিতি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় যেখানে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো সম্পর্কে সবাইকে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়।

সচেতনতামূলক লিফলেট: গাঁয়ে গাঁয়ে তাল ও শজনে চাষ

বজ্র থেকে নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শজনে ও তালগাছ চাষ সম্প্রসারণে সর্বস্তরের মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য ২ পৃষ্ঠার একটি লিফলেট ২০ হাজার কপি মুদ্রণ করা হয়েছে। লিফলেটগুলো স্কুলকলেজ, হাটবাজার ও ব্রাঞ্চে আগত সদস্যদের মাঝে বিতরণের জন্য শিসক-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে।

সমবায়ের মাধ্যমে যশপুর গ্রামের উন্নয়ন

কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলাভুক্ত ১নং কালীর বাজার ইউনিয়নের অন্তর্গত যশপুর গ্রামে গত শতাব্দীর আশির দশকের শুরুতে যশপুর অগ্রগামী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: নামে একটি সমবায়ী সংগঠন কর্মরত ছিলো। এর প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজার মো. আবদুল আলীমের লেখা এ বইতে এদেশে গ্রাম পর্যায়ে সমবায় গড়ে ওঠা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায় যা লেখা না হলে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত। ফজলুল বারি ও শিরিন হোসেনের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত এ বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলও বটে।

শিক্ষালোকের আয়োজনে আলোচনা ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে কবি হেলাল হাফিজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কথা বলছেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

দ্রোহের ও তারুণ্যের খ্যাতিমান কবি হেলাল হাফিজ মৃত্যুবরণ করেন ২০২৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর। শিক্ষালোকের অক্টোবর ২০২৪ - জানুয়ারি ২০২৫ সংখ্যাটি তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে প্রকাশিত। ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকায় সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে শিক্ষালোকের উক্ত সংখ্যাটি কেন্দ্র করে আলোচনা ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে প্রয়াত কবিকে স্মরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকার সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ এবং সাংবাদিক ও লেখক আমীন আল রশীদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, “কবি হেলাল হাফিজ আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেরণা, তাঁর কবিতা আশাবাদের।”

অনুষ্ঠানের সভাপতি শাহজাহান ভুঁইয়া বাংলাদেশের সংগ্রামী তরুণ-যুবকদের উপর হেলাল হাফিজের কবিতার ব্যাপক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হেলাল হাফিজের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তাঁকে নিয়ে লেখা অসীম সরকারের একটি কবিতা পড়েন মাহবুব উল আলম এবং হেলাল হাফিজের ‘একটি পতাকা পেলে’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন মিঠুন দেব।

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীসহ লেখক, শিল্পী ও উন্নয়নকর্মীগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিগণের মাঝে ছিলেন চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক, উন্নয়নকর্মী হাফিজুল ইসলাম, উন্নয়নকর্মী ও ছড়াকার মাহফুজ সালাম, কবি ও পাঠাগার আন্দোলন কর্মী রেজাউল করিম শেখসহ অন্যান্য।

মাতৃভাষা ও শিক্ষা

এ অর্থবছরে সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে নিবেদন করে ‘মাতৃভাষা ও শিক্ষা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, সৈয়দ মুজতবা আলী, ড. কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ কালজয়ী লেখকদের লেখাসহ বর্তমান সময়ের লেখকদের লেখা সংকলিত হয়েছে যেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বইটির উপর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে সংস্থার সভাকক্ষে যা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রান্তজনের সফলতা

শিক্ষালোকের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত গ্রামীণ জনপদের মানুষের সাফল্যগাথাসমূহের সংকলন ‘প্রান্তজনের সফলতা: গ্রামীণ জনপদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জয়গাথা’ প্রকাশের একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কেউ কৃষিতে কোনো নতুন ফসল (ব্রোকলি বা গ্রীষ্মকালীন টমেটো) চাষ, কিংবা হাঁস মুরগি পালন, দুগ্ধ খামার বা গরু মোটাতাজাকরণ অথবা শাকসবজির চাষ, আবার কেউ নানা রকম ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিজ নিজ ভাগ্যোন্নয়নে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রান্তজনদের সে সংগ্রাম ও সফলতার গল্প নিয়েই সাজানো হচ্ছে বইটি।

সাফল্যগাথা

লাবণ্য আক্তারের সফলতা

লাবণ্য আক্তার

সিদীপ থেকে প্রাপ্ত এসএমএপি ঋণ ১০,০০০ টাকা ও অন্যান্য খাতের ঋণ ৫০,০০০ টাকা এবং সবজি বিক্রয়ের লাভের টাকা দিয়ে মোট ৩ বিঘা জমিতে সবজি চাষ করেন লাবণ্য

হতদরিদ্র পরিবারের গৃহবধু লাবণ্য আক্তার, স্বামী মো. ফারুক মিয়া। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কাটতো তাদের জীবন। যদিও ২ বিঘা জমি আছে, কিন্তু টাকা না থাকায় জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তাই স্বামী প্রায় সারা বছর অন্যের জমিতে কাজ করেন। তবে সবসময় কাজ না থাকায় সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

১ মেয়ে ও ১ ছেলে নিয়ে লাবণ্য আক্তারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। ছেলেকে টাকার অভাবে লেখাপড়া করাতে পারেননি মেয়েকে স্কুলে লেখাপড়া করাচ্ছেন। দারিদ্র্যের কারণে স্বামী-স্ত্রী ২ জনেই দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন, তবুও সংসারের অভাব দূর হয় না।

পাড়া প্রতিবেশির কাছ থেকে তিনি সিদীপের ঋণ কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারেন যে, এক ধরনের ঋণ দেয়া হয় যার কিস্তি ৬ মাস মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে এবং এ ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোনো কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। বিষয়টি নিয়ে লাবণ্য আক্তার তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তাদের নিজের জমিতে এবং আরও কিছু জমি বন্ধক নিয়ে সেই জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করেও লাভবান হওয়া সম্ভব বলে তিনি তার স্বামীকে জানান। স্বামী তার কথায় সম্মত হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

এসএমএপি ঋণ নেয়ার সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে তাকে ট্রেনিং করানো হয়। সেই ট্রেনিং পেয়ে অনেক উপকৃত হন। তিনি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হন এবং একই জমিতে কিভাবে চক্রাকারে ফসল ফলানো যায় সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

জমি বন্ধক নেওয়ার পর তিনি সিদীপ থেকে প্রাপ্ত এসএমএপি ঋণ ১০,০০০ টাকা ও অন্যান্য খাতের ঋণ ৫০,০০০ টাকা এবং সবজি বিক্রয়ের লাভের টাকা দিয়ে মোট ৩ বিঘা জমিতে সবজি চাষ করেন। তার এই সবজি ক্ষেত থেকে এখন প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৫,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে তার খরচ হয় প্রায় ১,৫০০ টাকা এবং লাভ হয় প্রায় ৩,৫০০ টাকা। সে আশা করছে সবজি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করার পরও মূলধন হিসাবে বন্ধক নেয়া জমি এবং কিছু নগদ টাকা থেকে যাবে।

তিনি জানান যে, সবজি ক্ষেতের কোন সমস্যা হলে ইউনিয়ন কৃষি কর্মকর্তা ও সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে তিনি যোগাযোগ করেন। সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পশু কৃষি কল সেন্টার নাম্বারের ব্যবহার, বিভিন্ন পশু ও কৃষি সমস্যা সমাধান সম্বলিত মোবাইল এ্যাপসের ব্যবহার ও উপকারিতা নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করেছেন।

আগের টিনের বেড়ার ঘর ভেঙ্গে ইটের বাড়ি তৈরী করবেন। স্বামী সন্তান নিয়ে এখন তিনি সুখের সংসার করছেন। বর্তমানে তার দারিদ্র্য ঘুচে গেছে। ছেলেকে বিদেশ পাঠাবেন এবং মেয়েকে লেখাপড়ার জন্য স্কুলে পাঠানো শুরু করেছেন।

লাবণ্য আক্তার জানান যে, পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। তবে তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা তৈরী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দরকার। সাফল্য অর্জন করতে কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প কোন কিছুই নেই, লাবণ্য আক্তার তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

সাফল্যগাথা

সিমু খাতুনের সফলতার গল্প

সিমু খাতুন
গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার, কেওয়া গ্রাম

ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার জমিতে শিম, লাউ, টমেটো এবং ধান চাষ করেন। ৬ মাসে সিমু খাতুন তার সবজি খেত থেকে সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ৮০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করে

দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু মোছা. সিমু খাতুন। স্বামী মো. তাইজুদ্দিন। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত তাদের। যদিও ১ বিঘা জমি আছে, কিন্তু টাকার অভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হত না। তাই স্বামী প্রায় সারা বছর অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করেন এবং অল্প কিছুদিন নিজের জমিতে কাজ করেন। তবে কাজ না থাকা এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রতিদিন কাজ করতে পারেন না। এভাবেই চলে সিমু খাতুনের সংসার। সিমু খাতুনের পরিবারে দুই সন্তান ও শ্বশুরসহ সদস্য সংখ্যা ৫ জন।

সিমু জানতে পারে যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র পরিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতি মাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরও এক ধরনের ঋণ দেয় যার কিস্তি ৬ মাস বা ১ বছর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে এবং এ ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে তার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়টি সিমু খাতুন তার স্বামীর সাথে আলোচনা করে এবং ঋণের টাকা দিয়ে তাদের সবজি ক্ষেতে সবজি চাষ এবং আরও জমি বৃদ্ধি করে সেই জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব এবং লাভবান হওয়া সম্ভব বলে স্বামীকে জানান। স্ত্রীর চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত বলে স্বামী তাইজুদ্দিন স্ত্রীর কথায় সম্মতি দেন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তারপর সিমু খাতুন সিদীপের সদস্যদের মাধ্যমে সিদীপের সদস্যপদ লাভ করেন এবং দুই সপ্তাহ পর সবজি চাষ প্রকল্পে ২০,০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণ মঞ্জুর হয় এবং ঋণের টাকা দিয়ে সে তার জমিতে শিম, লাউ, টমেটো এবং ধান চাষ করে। ৬ মাসে সিমু খাতুন তার সবজি খেত থেকে সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ৮০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করে এবং আন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ৩০,০০০ টাকা। এই লাভের টাকা দিয়ে তারা আরও ১ বিঘা জমি বন্ধক নেয় এবং সিমু খাতুনের স্বামী শ্রম বিক্রি বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে তিনি আরও ৪০,০০০ টাকা ঋণ নেন।

বর্তমানে সিমু খাতুন তার সবজি খেত থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১৫,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন যা থেকে খরচ বাদ দিয়ে তার প্রায় ৫,০০০ টাকা লাভ হয়। ধান চাষে এবং সবজি ফসলের কোন সমস্যা বা রোগবালাই হচ্ছে কিনা তা সিদীপ ও মাওনা ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। সিমু খাতুন বলেন এই ফসল উৎপাদন করতে তার জমি, সার, জমি চাষ, সেচ, নিড়ানি ও কর্তন বাবদ প্রায় ১৫,০০০-১৮,০০০ টাকা খরচ হবে। বর্তমানে ফসল যে অবস্থায় আছে তাতে এ ফসল বিক্রয় করে প্রায় ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। সিমু খাতুন ও তার স্বামী তাইজুদ্দিন জানান ধান ও সবজি চাষ করে এক মৌসুমে প্রায় ৪০,০০০-৪৫,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। সিমু খাতুন আরও বলেন, আল্লাহর বিশেষ রহমত কঠোর পরিশ্রম করলে, জীবনের সলফতা আসবেই। তিনি আরো বলেন, দুঃসময়ে যখন তার পাশে কেউ ছিলনা, তখন তার পাশে সিদীপ ছিল। তাই তিনি সিদীপকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

সাফল্যগাথা

ঘুরে দাঁড়ালো নওপাড়ার লিপি বেগম

লিপি বেগম
মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কলমা ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রাম

সিদীপ থেকে এসএমএপি খাতে ২০,০০০ ও অন্যান্য খাতে ৭০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই দুই ধরনের ঋণের টাকা ও সবজি বিক্রয়ের লাভের টাকা দিয়ে তিনি মোট ৪ বিঘা জমিতে সবজি চাষ করেন

মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কলমা ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামের হত দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু লিপি বেগম। স্বামী মো. বর ঢালি। সংসারে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কাটতো তাদের জীবন। যদিও ১ বিঘা জমি আছে, কিন্তু টাকা না থাকায় জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। লিপির পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। স্বামী-স্ত্রী ও তিন সন্তান (২ মেয়ে ও ১ ছেলে)। বড় ছেলেকে টাকার অভাবে লেখা পড়া করাতে পারেননি এবং দ্বিতীয় মেয়েকে নবম শ্রেণিতে লেখাপড়া করিয়ে টাকার অভাবে আর লেখাপড়া করাতে পারেননি ও ছোট মেয়েকে স্কুলে লেখাপড়া করাচ্ছেন। দিনরাত স্বামী-স্ত্রী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও সংসারের অভাব দূর হয় না।

পাড়া প্রতিবেশীর নিকট থেকে লিপি বেগম জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা দরিদ্র প্ররিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে। এ বিষয়টি লিপি বেগম তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন। স্ত্রীর চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত বলে স্বামী মো. বর ঢালি স্ত্রীর কথায় সম্মত হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তারপর লিপি সিদীপের সদস্যপদ লাভ করেন এবং এক মাস পর সবজি চাষ প্রকল্পে ২৪০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণ মঞ্জুর হয় এবং ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার জমিতে শিম, লাউ, ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো এবং বেগুন চাষ করেন। ৬ মাসে লিপি বেগম তার সবজি ক্ষেত থেকে সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ৪০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন এবং অন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ২০,০০০ টাকা। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হন এবং একই জমিতে কিভাবে চক্রাকারে ফসল ফলানো যায় সে জ্ঞান লাভ করেন।

জমি বন্ধক নেওয়ার পর তিনি সিদীপ থেকে এসএমএপি খাতে ২০,০০০ ও অন্যান্য খাতে ৭০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই দুই ধরনের ঋণের টাকা ও সবজি বিক্রয়ের লাভের টাকা দিয়ে তিনি মোট ৪ বিঘা জমিতে সবজি চাষ করেন। তার এই সবজিক্ষেত থেকে এখন প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৫০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে তার সবজিক্ষেতে খরচ হয় প্রায় ১৫০০ টাকা এবং লাভ হয় প্রায় ৩৫০০ টাকা। তিনি আশা করছেন সবজি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করার পরও তা মূলধন হিসাবে বন্ধক নেওয়া জমি এবং কিছু নগদ টাকা থেকে যাবে।

লিপি আরও জানান যে, তার সবজি ক্ষেতের কোন সমস্যা হলে ব্লক সুপারভাইজার ও সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পশু ও কৃষি কল সেন্টার নাম্বারের ব্যবহার, বিভিন্ন পশু ও কৃষি সমস্যা সমাধান সম্বলিত মোবাইল এ্যাপস এর ব্যবহার ও উপকারিতা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেছেন। আবার, লিপি তার আগের টিনের বেড়ার ঘর ভেঙ্গে ইটের বাড়ি তৈরী করবেন বলে স্বপ্ন দেখছেন এবং স্বামী সন্তান নিয়ে তিনি এখন সুখেই সংসার করছেন। বর্তমানে তার দারিদ্র্য ঘুচে গেছে। বড় ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছেন, মেজো মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন এবং ছোট মেয়েকে লেখা-পড়ার জন্য স্কুলে ভালোভাবে পাঠানো শুরু করেছেন।

লিপি বেগম জানান যে, পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই।

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা

মানবসম্পদ বিভাগ সংস্থার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য অর্জন এবং উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কর্মী নির্বাচন, উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের যথাযথ মূল্যায়ন, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, পদোন্নতি, বেতন ভাতা নির্ধারণ, আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, চাকরি শেষে নীতিমালা মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া, কর্মীবান্ধব কর্ম পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদি এবং কর্মীদের সঠিক সময়ে সঠিক সেবা প্রদানই হচ্ছে মানব-সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজ।

সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে ৬টি কর্মসূচি/বিভাগ এবং ১টি ইউনিট, যারা সম্মিলিতভাবে সংস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মসূচি/বিভাগগুলো হলো: ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, অন্যান্য/স্পেশাল কর্মসূচি/প্রজেক্ট, এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, ডিজিটাইজেশন বিভাগ ও নিরীক্ষা বিভাগ এবং গবেষণা ও প্রকাশনা ইউনিট।

সিদীপের এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের আওতায় রয়েছে ৮টি ইউনিট। ইউনিটগুলো হচ্ছে: ১। এডমিনিস্ট্রেশন, ২। পিপল এন্ড কালচার, ৩। পে-রোল এন্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ৪। প্রকিউরমেন্ট, ৫। লজিস্টিক, ৬। লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স, ৭। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং ৮। ইডি সেক্রেটারিয়েট।

সিদীপ তার কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ব্রাঞ্চ সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিদীপ-এর পরিধি বা কর্ম-এলাকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সিদীপের মোট জনবল (জুন ৩০, ২০২৫ পর্যন্ত)

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ২,১৬৩	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) ৩,১৩৫	স্বাস্থ্য কর্মসূচি ৩০৭	সমৃদ্ধি কর্মসূচি ৫১	নিরীক্ষা বিভাগ ৪০
এসএমএপি (জাইকা) ১০	বিডি রুরাল ওয়াশ ১	অন্যান্য (কৈশোর কর্মসূচি, PLEASE প্রকল্প) ২২	প্রধান কার্যালয় ১৩০	মোট জনবল ৫,৮৫৯

নারী কর্মী ৬৩%

পুরুষ কর্মী ৩৭%

মোট ৫৮৫৯ জন কর্মী সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভাগ ও প্রকল্পে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। গত অর্থ বছরে এ সংখ্যা ছিল ৫৫৩০ জন। মোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২৯ জন। এই অর্থবছরে সিদীপে জনবল বৃদ্ধির হার ৬%।

উল্লেখ্য যে, এই অর্থ বছরে সিদীপের গড় মাসিক টার্নওভার রেট ছিল ১.১ %।

নিয়োগ, স্থায়ীকরণ, গ্রেড প্রদান/পদোন্নতি

নিয়োগ ১৫২৯ জন	স্থায়ীকরণ ৩০৯ জন	গ্রেড প্রদান/পদোন্নতি ১৬২ জন

কর্মী প্রণোদনা

কর্মীদের প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে সিদীপ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবরই আন্তরিক এবং তা কাজের যথাযথ মূল্যায়ন এবং নীতিমালা অনুযায়ী দেয়া হয়ে থাকে। সিদীপ কর্মীগণ নিয়মিত বিভিন্ন প্রণোদনা পেয়ে আসছেন। যেমন: উৎসাহ বোনাস, বিভিন্ন ঋণ সুবিধা ইত্যাদি।

সিদীপে কর্মরত কর্মীদের সন্তান এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস অর্জন করলে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

এস.এস.সির জন্য ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা এবং এইচ.এস.সি জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা । তাছাড়া 'মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল' হতে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে কর্মীদের বিভিন্ন সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। পিকেএসএফ-এর শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত সদস্যদের অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে পিকেএসএফ থেকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি-দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেধাবী সন্তানদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত আয় হতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডক্টোরাল ও পোষ্ট ডক্টোরাল পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যায়নের জন্য 'এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদান করা হয়।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল

সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অর্থবছরে প্রদান করা হয়েছে:

উদ্দেশ্য	কর্মী সংখ্যা/পরিবার	টাকার পরিমাণ
চিকিৎসার (অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি) জন্য	৩৯ জন	১৪,৬৭,৫৬৫ (চৌদ্দ লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশত পঁয়ষট্টি)
মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ	০৩ পরিবার	১৭,১১,২৭০ (সতের লক্ষ এগার হাজার দুইশত সত্তর)

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও এক্সপোজার ভিজিট

কর্মীর উন্নয়নে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। কর্মসূচির গুণগতমান বৃদ্ধি ও কাজের গতিশীলতা রক্ষার জন্য সংস্থায় প্রয়োজন দক্ষ কর্মীর। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটে। সিদীপের কর্ম পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে প্রয়োজন হচ্ছে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর। সর্বস্তরের কর্মী উন্নয়নকে সামনে রেখে সিদীপের বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরও এর ব্যতিক্রম নয়। চলতি অর্ধবছরেও সিদীপ উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ থেকে শুরু

করে প্রকল্প কর্মী, শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মীসহ প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

এ অর্থবছরে সিদীপের উদ্যোগে মোট ১৮২৩ জনকে প্রয়োজন অনুসারে ৪৯৯টি ব্যাচে ৭২টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন ও রিফ্রেশার প্রদান করা হয়। যার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রধান কার্যালয়ে ১২১টি ব্যাচে ১৭৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাড়া ২১৫ জন হেলথ্ ভলান্টিয়ারকে স্থানীয় পর্যায়ে ১৭টি স্থানে প্রশিক্ষিত নার্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর লক্ষ্যে ৯টি ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও, এ অর্থবছরে কর্মীর পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের বাইরেও ৮৩ জনকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়। এ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে আছে PKSF, CDF, Bangladesh Bank, ICMAB, BIM, ATOVA এবং Ostad ইত্যাদি। সিদীপ স্টাফ মোটিভেশন এবং কর্মী উন্নয়নকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে এবং এর অংশ হিসেবে প্রতিবছরই প্রয়োজন অনুসারে কর্মীদের দেশের বাইরে এক্সপোজার ভিজিট, বিভিন্ন ফোরাম, সামিট, কনফারেন্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য পাঠানো হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এ অর্থবছরে থাইল্যান্ডে PMAF আয়োজিত Prince Mahidol Award Conference-এ দুইজন অংশগ্রহণ করেন, এছাড়াও ব্যাংককে আয়োজিত The Asia Financial Institutions Forum (AFIFORUM)-এর ষষ্ঠ সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ এবং অর্জন

- কর্মীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'Hello Call' প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সরাসরি তাদের যেকোন বিষয়ে এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মীদের সাথে নির্দ্বিধায় কথা বলার/শেয়ার করার সুযোগ পাচ্ছেন। সে অনুযায়ী এইচআর এন্ড ওডি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এই অর্থবছরে সর্বমোট '৬৮৯৪' টি Hello Call-এর মাধ্যমে কর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা হয় যার প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায় এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।
- 'Employee Engagement Program' এর আওতায় বছরব্যাপী বিভিন্ন টুর্নামেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা হয়েছে যা কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে। টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে এ বছর নারী ও পুরুষ কর্মী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে।
- গত ১৭ মে, ২০২৪ তারিখ হতে ২৫ মে, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত 'Employee Engagement Program' এর আওতায় সিদীপ এর ১০টি জোনের ১১৮৬ জন কর্মীদের নিয়ে ৪টি ভেন্যুতে যথাক্রমে কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, পাবনা ও রাজশাহী'তে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'আগামীর স্বপ্ন পূরণে কর্মী সমাবেশ' এবং এটি বাস্তবায়নে সিদীপ কর্মীগণ বদ্ধপরিকর বলে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।
- 'Employee Engagement Program' এর আওতায় ১০টি জোনে ১২টি ভেন্যুতে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি একটি সুষ্ঠু ও কর্ম-বান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরির জন্য কর্মীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতিমালা হালনাগাদ, বৈষম্যমুক্ত কর্মপরিবেশ, নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, ওয়ার্কশপ, লিফলেট তৈরি ইত্যাদি সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা হচ্ছে যা চলমান আছে।
- পিকেএসএফ-এর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ১৩ জনকে।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির-এর এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ২৪ জনকে।
- বছরব্যাপী বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনসহ বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন: কর্মী সম্মেলন, পিঠা উৎসব, নারী দিবস, শিক্ষালোক-লেখক শিল্পী সম্মেলন ইত্যাদি সফলভাবে আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নারী সহকর্মীদের ফোরাম 'মুক্ত কথন' বছরব্যাপী ৩টি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সিদীপের স্টোর ব্যবস্থাপনা বর্তমানে ম্যানুয়াল থেকে সফট্ওয়্যারে পোস্টিং এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।
- আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে (নোয়াখালী, লক্ষীপুর, কুমিল্লা, ফেনী ও চাঁদপুর) ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সিদীপ।

ডিজিটাইজেশন

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে উঠেছে একটি অপরিহার্য অংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) তার ডিজিটাইজেশন বিভাগকে কেবল একটি প্রযুক্তি বিভাগ হিসেবে নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রযুক্তির এই কৌশলগত ব্যবহার সিদীপের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

গ্রাহক সুরক্ষা

সদস্যদের স্বার্থ সুরক্ষা বরাবরই সিদীপের মূল লক্ষ্য। তারই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে, যা কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা এবং সেবা গ্রহণে সহায়ক হয়েছে। সিদীপের সদস্যদের লেনদেন সহজ, যুগোপযোগী ও দ্রুত করার জন্য সংস্থা জনপ্রিয় এমএফএস অপারেটর নগদ, বিকাশ এবং উপায় মাধ্যমে গ্রাহকদের কিস্তি ও সঞ্চয় প্রদানের সুযোগ দিচ্ছে যার ফলে গ্রাহক চাইলে নিজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বা বাসায় বসে পেমেন্ট করতে পারেন। এই অর্থবছর পর্যন্ত সিদীপের এমএফএস এর মাধ্যমে আদায় ২০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। এমএফএস-এর মাধ্যমে কোনো প্রকার অতিরিক্ত চার্জ ছাড়া মাসিক কিস্তি ও সঞ্চয় প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

পাশাপাশি, সদস্যদের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে 'স্বাধীন সেভিংস স্কিম' চালু করা হয়েছে। ২৭ এপ্রিল ২০২৫ থেকে সিদীপের সকল শাখায় এই স্কিমের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এই উদ্যোগের মাধ্যমে ৩৩.৭৭ কোটি টাকার সঞ্চয় সংগ্রহ হয়েছে।

তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও তথ্যনির্ভর ও নির্ভুল করতে মাঠ পর্যায় হতে সকল স্তরে সময়মত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। সংস্থার Planning Software-এ সংযোজিত Trend Report-এ ১১৩টি প্যারামিটারের মাধ্যমে বিগত সময়ের মাসভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, যা শাখা ব্যবস্থাপক থেকে নির্বাহী পরিচালক পর্যন্ত সবাইকে দ্রুত তথ্য বিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয়। পাশাপাশি, পোর্টফোলিওর গুণগত মান উন্নয়নে Branch Categorization Report সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া, সদস্যদের ঋণ গ্রহণে সক্ষমতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি Creditworthiness Assessment Model - FINSCORE আটটি শাখায় পাইলট পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত সিআইবি প্রকল্পের প্রথম ধাপ হতেই সিদীপ যুক্ত আছে। বর্তমানে সিদীপের ৩০টি শাখা সিআইবি অনলাইন পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে এবং নিয়মিত ডাটা প্রদান করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সদস্যদের পরিচয় নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের তথ্যভাণ্ডার হতে ঋণগ্রহীতার এনআইডি যাচাইকরণ করা হচ্ছে। যা আর্থিক ঝুঁকি মোকাবেলায় ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও, সদস্যদের আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলায় সিদীপ ১৬টি শাখায় SIPLC-এর সহযোগিতায় একটি লাইভস্টক ইনস্যুরেন্স পাইলট চালু করেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় এখন পর্যন্ত ১৫টি বীমা পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মোট ১৫,৩০,০০০ টাকা মূল্যের গবাদি পশু বীমা সুরক্ষার আওতায় এসেছে।

কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে স্মার্ট প্রযুক্তির সমন্বয়

মাঠ ও শাখা পর্যায়ে কার্যক্রমকে আরও দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে SmartMove প্রকল্পের অধীনে সমন্বিত অপারেশনাল প্ল্যাটফর্মসমূহকে শক্তিশালী করা হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি বর্তমানে সকল শাখায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সদস্য যাচাই প্রক্রিয়াটি আরও সঠিক ও নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে। সদস্যদের বাসস্থান নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে ডিজিটাল ম্যাপিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে, এবং ঋণ বিতরণের সময় অভিভাবকের উপস্থিতি নিশ্চিত করাও এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ফলস্বরূপ, মাঠ পর্যায়ের কাজ এখন আরও সময়োপযোগী, সংগঠিত এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

স্বাস্থ্য কার্যক্রমে দক্ষতা ও সংগঠনগত সক্ষমতা নিশ্চিত করতে CDIP Health Solution চালু করা হয়েছে। একটি আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা শাখাভিত্তিক ক্লিনিক ও মোবাইল ফিল্ড ইউনিটের সেবা গ্রহণকারীদের সুনির্দিষ্ট তথ্য সংরক্ষণের সুযোগ তৈরি করেছে। প্রতিটি SACMO নির্ধারিত লগইন আইডির মাধ্যমে সিস্টেমে প্রবেশ করে সাধারণ রোগী, গর্ভবতী নারী (ANC ও PNC), কিশোরী, নবজাতক এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের তথ্য এন্ট্রি করেন। এই সকল তথ্য এখন বিশ্লেষণের উপযোগী ও আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অন্যদিকে, CDIP Payroll System বর্তমানে হেড অফিসসহ সকল শাখায় সম্পূর্ণরূপে চালু হয়েছে। আধুনিক এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এক ক্লিকেই বেতন শিট তৈরি করা সম্ভব, যা সময়মতো সঠিক বেতন ও আর্থিক সুবিধা বিতরণে সহায়ক। এতে ম্যানুয়াল কাজের চাপ কমে এসেছে, স্বচ্ছতা বেড়েছে এবং প্রক্রিয়াটি আরও গতিশীল হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সিদীপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াকে একটি কৌশলগত যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছে। ফেসবুক ও LinkedIn'র মতো প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত কনটেন্ট প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, সাফল্য এবং বার্তাগুলো আরও বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছেছে। বছরের শেষে সিদীপের ফেসবুক অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯.৮ হাজার। পাশাপাশি LinkedIn এ অনুসারীর সংখ্যা পৌঁছেছে ২ হাজারে, যা পেশাদার ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট মহলে উপস্থিতি ও আস্থা বৃদ্ধির লক্ষণ। এই সোশ্যাল মিডিয়া কৌশল উপকারভোগী, দাতা সংস্থা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং, জবাবদিহিতা এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

দেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যার্তদের পাশে সিদীপ

যখন স্মরণকালের ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় দেশের পূর্বাঞ্চল তথা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, চাঁদপুর, লাকসাম, লক্ষ্মীপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্লাবিত হয়ে ঘর-বাড়ি তলিয়ে গিয়ে মানুষ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছিলো, অনেকের সঙ্গে সিদীপও হাত বাড়িয়েছে আর্ত মানুষের প্রতি। বন্যাদুর্গত এলাকার বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে সিদীপ স্বাস্থ্য কর্মসূচির একটি টিম ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ বিতরণ করে দুর্গতদের সুস্থতা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। ২৮ আগস্ট ২০২৪ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সিদীপের পক্ষ থেকে বন্যা দুর্গত ৫টি জেলার মোট ২৪টি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ৪,৫৮১ জন রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও প্রায় ২,৪০,০০০ টাকার ওষুধ সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও সিদীপের মাঠপর্যায়ে ৩টি জোনের কর্মীরা সিদীপের পক্ষ থেকে বন্যার্তদের মাঝে উপহারস্বরূপ ৫০,০০০ পিস পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট (হ্যালোট্যাব), ১,০০,০০০ পিস ওরস্যালাইন, ৫,০০০টি সাবান, ১২০টি শাড়ি, ১২০টি লুঙ্গি, ৬১০টি গামছা এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ৩,০০০টি স্যানিটারি প্যাড পৌঁছে দেয়। বন্যাদুর্গত এলাকায় সিদীপের মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা নিজেরা বন্যায় আক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও মানবতার টানে মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে উক্ত বন্যায় সিদীপের চারটি জোনে ৬২টি ব্রাঞ্চের কর্ম এলাকার প্রায় ৬৯,৪০৭ জন গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।

Eastern Flood Response (EFR)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চার উপজেলা থেকে মোট ১১২ জন নারী ভলান্টিয়ার নির্বাচন করা হয়। ১১২ জন ভলান্টিয়ারকে ৪টি ধাপে ২ দিন ব্যাপি ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রদান করা হয়। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচেতনতা, উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য ডাটা কালেকশন প্রক্রিয়া, MHM কিট বিতরণ প্রক্রিয়া এবং কিট বিতরণ পরবর্তী করণীয় নিয়ে ট্রেনিংয়ে আলোচনা ও হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

ট্রেনিং পরবর্তী ভলান্টিয়ারগণ ওয়ার্ডভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য Kobo Apps-র মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করেন। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূইয়া ও ফুলগাজী উপজেলায় ডাটা যাচাইয়ের পর মোট ২,৯০০ জন কিশোরী উপকারভোগী নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত উপকারভোগীদের মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাউন্সিলিং করানো হয় এবং পরবর্তীতে ২,৩০০ জনকে MHM কিট বিতরণ করা হয় এবং ৬০০ জনকে ক্যাশ ফর MHH কিট প্রদান করা হয়।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য ৬০ জন কিশোরীকে ৩টি ধাপে বিকাশের মাধ্যমে ৫,৯০০ টাকা করে মোট ১৭,৭০০ টাকা প্রদান করা হয় এবং ৩০ জন প্রতিবন্ধী কিশোরীকে বিকাশের মাধ্যমে এককালীন ১১,৮০০ টাকা প্রদান করা হয়।

বন্যা পরবর্তী কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচেতনতা, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধী কিশোরীদের সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ২৫ জন স্থানীয় দোকান মালিক, মোবাইল মানি ট্রান্সফার এজেন্ট, ফার্মেসী মালিক ও ২৫ জন CPP ভলান্টিয়ারদের নিয়ে অবহিতকরন সভা করা হয়।

কিশোর-কিশোরী ও মহিলাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, শারীরিক পরিবর্তন, HIV প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহের ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Life-Saving Information Dissemination সেশন করা হয়। ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলার ভলান্টিয়ারগণ মোট ৭২টি সেশন সম্পন্ন করেন। ৭২টি সেশনে মোট ১,৮৫৯ জন অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে ১,৮৩৮ জন কিশোরী/মহিলা, ১২ জন কিশোর ও ৯ জন প্রতিবন্ধী কিশোরী অংশগ্রহণ করেন।

ইয়ুথ ভলান্টিয়ার ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) ও কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলেপমেন্টের (সিডব্লিউএফডি) সহযোগিতায় ৯ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত Eastern Flood Response প্রকল্পের আওতায় ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী ও দাগনভূঞা উপজেলায় মোট ৮২ জন ভলান্টিয়ারকে নিয়ে ২ দিন ব্যাপী ইয়ুথ ভলান্টিয়ার ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। বন্যা পরবর্তী কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধী কিশোরীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ভলান্টিয়ারগণের ভূমিকা, দায়িত্ব-কর্তব্য, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কিট ডিস্ট্রিবিউশন প্রক্রিয়া ও করণীয় নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইয়ুথ ভলান্টিয়ার ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) ও কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলেপমেন্টের (সিডব্লিউএফডি) কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সিদীপের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

Anticipatory Action Project

প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফেনী জেলার দাগনভূঞা এবং ফেনী সদর উপজেলার ১৫০০ পরিবারের বন্যাদুর্গত নারীদের (১৮-৪৯ বছর) মাঝে নারীর মর্যাদা সুরক্ষা উপকরণ (ডিগনিটি কিট্স বিতরণ করা হয়)। এছাড়াও ৫০০ জন নারীকে নারীর মর্যাদা সুরক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য জনপ্রতি ৪০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। যার মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ১৩ জন, বেদে পরিবারের ২৬ জন, প্রতিবন্ধী ৭৪ জন এবং গর্ভবতী ৪৬ জনকে সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইক্লিং বিষয়ে সংলাপ

১২ মার্চ ২০২৫এ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) এবং বাংলাদেশ পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (বিপিসিএল) যৌথভাবে প্লাস্টিক ফ্রি রিভার্স এন্ড সিজ ফর সাউথ এশিয়া (প্লিজ) প্রকল্প বিষয়ে স্টেকহোল্ডার ডায়ালগ আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। এছাড়া উক্ত মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ বিষয়ক প্রতিনিধি, ইউএনওপিএস-এর কর্মকর্তাগণ, কমার্শিয়াল কোম্পানিসমূহের মুখ্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রিসাইকেলিং বিজনেস ইউনিটের (আরবিইউ) কাঠামো ও কার্যক্রমের গতিশীলতা তুলে ধরাই ছিলো অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

গৃহহীনদের জন্য গৃহ ও ল্যাট্রিন নির্মাণ

সিদীপ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বসাধারণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নবীনগর উপজেলার রতনপুর ইউনিয়নে বিভিন্নভাবে জরিপ করে প্রকৃত গৃহহীনদের মাঝে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে গৃহ ও ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।

গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঘর ও ল্যাট্রিন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরেও ৫০টি ঘর ও ৫০টি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য বাজেট অনুমোদন করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে যথাযথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গৃহহীনদের মাঝে ঘর ও ল্যাট্রিনগুলো বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৫০টি ঘর ও ৫০টি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য মোট ৩৫,৭০,২০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার দুইশত) টাকা ব্যয় হয়। উল্লিখিত কাজের জন্য সর্বমোট ১,২৮,৯৭,৭৪০ (এক কোটি আটাশ লক্ষ সাতানব্বই

হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়।

অর্থবছরভিত্তিক ঘর ও ল্যাট্রিন নির্মাণের চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

অর্থবছর	নির্মিত ঘর সংখ্যা	নির্মিত ল্যাট্রিন সংখ্যা
২০২১-২০২২	৪০	৪০
২০২২-২০২৩	৪৫	৪৫
২০২৩-২০২৪	৫০	৫০
২০২৪-২০২৫	৫০	৫০
সর্বমোট	**১৮৫**	**১৮৫**

নববর্ষ ও পিঠা উৎসব-২০২৫

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে নববর্ষ ও পিঠা উৎসব উদযাপন

নারী দিবস

"অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন-নারী ও কন্যার উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ৯ মার্চ ২০২৫ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিনের শুরুতেই সিদীপের সকল নারী কর্মীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় 'মুক্তকথন' শিরোনামে মতবিনিময় সভা। যেখানে প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের সকল নারী কর্মী সরাসরি ও অনলাইনে যুক্ত হয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের সকলের উপস্থিতিতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটোরিয়ামে সচেতনতামূলক ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

কৈশোর কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এর সহযোগিতায় সংস্থা কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পূর্বে এটি সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি নামে পরিচালিত হতো। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে PKSF কৈশোর কর্মসূচির ধারণা ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে। এই কর্মসূচি আগে জেলাভিত্তিক পরিচালিত হলেও এখন উপজেলাভিত্তিক করা হয়েছে। এর আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা, নারায়ণগঞ্জের বন্দর এবং মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। তবে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার কৈশোর কর্মসূচিকে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার আওতায় বাস্তবায়িত প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১টি করে কিশোর ও ১টি করে কিশোরী ক্লাব গঠন করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি ক্লাবে দুই ধরণের সদস্য থাকে- ক) সাধারণ সদস্য এবং খ) নির্বাহী কমিটির সদস্য। ৯-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীরা ক্লাবের সাধারণ সদস্য হতে পারবে। প্রতিটি ক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্যের সংখ্যা ১১ জন।

ক্লাব প্রতি দুজন মেন্টর নির্বাচন করতে হবে। মেন্টরদের মধ্যে একজন স্থানীয় কলেজ ছাত্র/ছাত্রী এবং অন্যজন এলাকারই সন্তান কিন্তু এলাকার বাইরের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্র/ছাত্রী হবেন। ক্লাব গঠন ও পরিচালনায় পরামর্শদাতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। কৈশোর কর্মসূচি যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

১. সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম, ২. স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম, ৩. সফ্‌ট-স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং (শুদ্ধ উচ্চারণ এবং আবৃত্তি/উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদি), ৪. নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন এবং ৫. ইউনিয়ন পর্যায়ে ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।

বার্ষিক মিলনমেলা

সংস্থার মাঠপর্যায় সকল সহকর্মী ও তাদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে জোনভিত্তিক বার্ষিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫এ চাঁদপুর (স্বপ্নচূড়া, কোটবাড়ি, কুমিল্লা) ও চট্টগ্রাম জোনের (মহামায়া ইকো পার্ক, মীরসরাই, চট্টগ্রাম) এবং ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫এ কুমিল্লা জোনের (কোটবাড়ি, কুমিল্লা) বার্ষিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে জোনের সকল কর্মী এবং তাদের পরিবার-পরিজনের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা (সুঁচে সুতা পরানো, পিলো পাসিং, হাঁড়িভাঙ্গা, মোরগ লড়াই, চেয়ার খেলা, ক্রিকেট খেলা), দুপুরের খাবার গ্রহণ এবং লটারি ড্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

আর্থিক বিবরণ ও নিরীক্ষা

আর্থিক অবস্থার প্রবাহ

Performance Area	Jun '21	Jun '22	Jun '23	Jun '24	Jun '25
Debt to Capital Ratio	2.35	3.03	2.78	2.64	2.70
Financial Self Sufficiency (FSS)	124.50%	132.17%	123.95%	128.56%	116.93%
Capital Adequacy Ratio	33.50%	27.90%	28.57%	30.73%	30.84%
Current Ratio	1.60	1.41	1.77	1.84	2.16
Liquidity to Savings Ratio	19.26%	21.62%	19.69%	26.91%	14.28%
Rate of Return on Capital	10.78%	15.19%	22.00%	17.95%	10.13%
Debt Service Cover Ratio	1.11	1.10	1.11	1.08	1.03

Debt to Capital Ratio

Debt/Total Capital (Net worth)

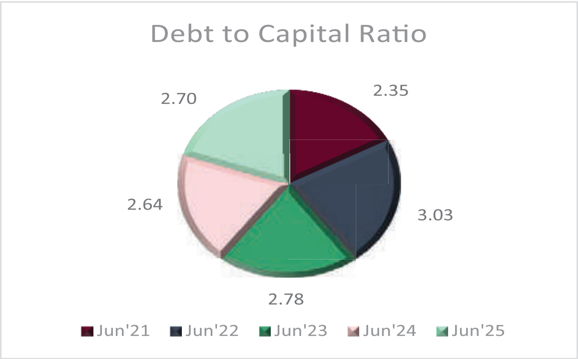

বিগত বছরে ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত তহবিল ৭৮৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেলেও এর বিপরীতে দায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৫০৫ মিলিয়ন টাকা যেখানে চলতি অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত তহবিল ৪৭৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেলেও এর বিপরীতে দায় ১৫৯১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২.৭০ ঃ ১ । এই অনুপাতের ক্ষেত্রে এমআরএ-এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সর্বোচ্চ ৯ : ১।

Financial Self Sufficiency (FSS)

Total Income - Grant Income / Financial & Operational Cost + Provision+Inputed Cost of Capital) *100

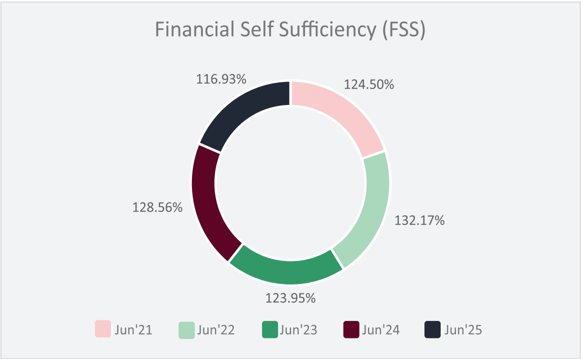

বিগত বছরের উদ্বৃত্ত হয়েছিল ৮৩৫ মিলিয়ন টাকা যেখানে চলতি বছরের উদ্বৃত্ত হয়েছে ৪৭৫ মিলিয়ন টাকা।

এই অর্থবছরে নিজস্ব পুঁজি ৯.৪২% বৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৭২%

Capital Adequacy Ratio

Total Capital/Total Asset (Cash+Bank+STD+Govt. Securities)

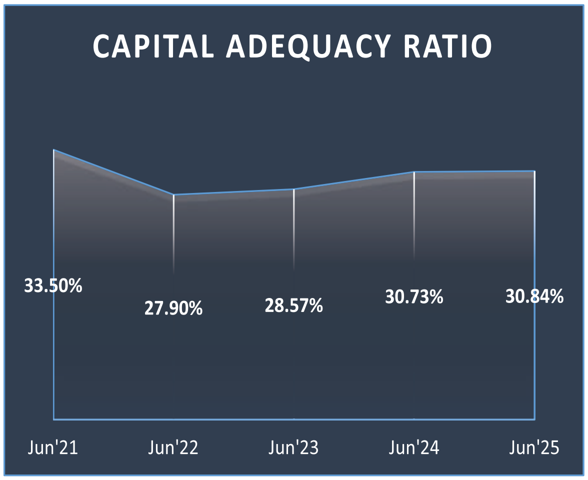

এই অর্থবছরে নিজস্ব পুঁজি ৯.৪২% বৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৭২%। গত অর্থবছরের তুলনায় মূলধন পর্যাপ্ততা ০.১১% বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.৮৪% এ দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-এর মানদণ্ড হলো ন্যূনতম ১৫%।

Current Ratio

Current Asset/Current Liability

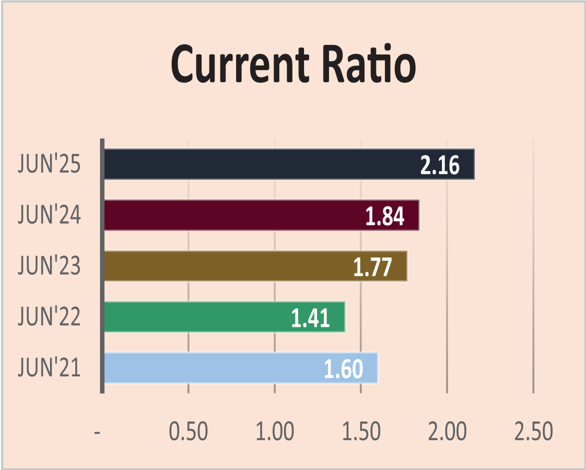

এই অর্থবছরে চলতি দায় ১০.১৮% হ্রাস পেলেও চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৫৩%। ফলস্বরুপ, চলতি অনুপাত গত বছরের তুলনায় ০.৩২ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্থবছরে চলতি অনুপাত ২.১৬ : ১। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ২ : ১।

Liquidity to Savings Ratio

Savings FDR/Total Savings Fund (Member seving deposit)

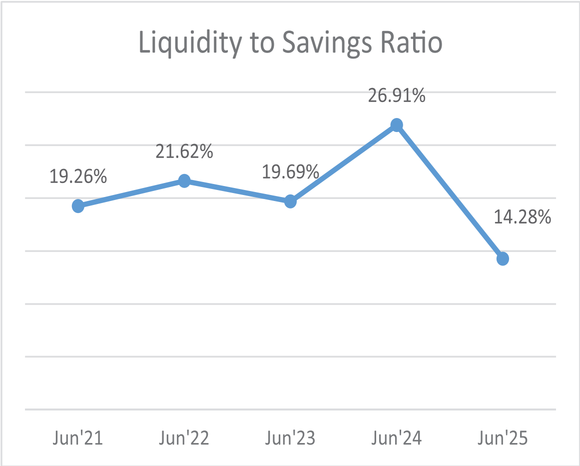

এই অর্থবছরে সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৩২% এবং তারল্য হ্রাস পেয়েছে ৫৩.২৩%। সেজন্য সঞ্চয়ের তারল্য গতবছর থেকে ১২.৬৩% হ্রাস পেয়ে ১৪.২৮% হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ১০%।

Rate of Return on Capital

Surplus for the year/Average Capital Fund

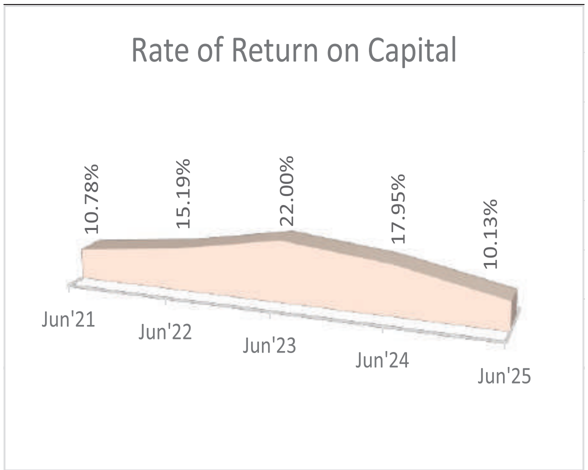

গত অর্থবছরের তুলনায় গড় মূলধন ৭.৮২% হ্রাস পেয়ে ১০.১৩% হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ১%।

Debt Service Cover Ratio

Surplus+Pr.& Service charge Paid/Pr. & service charge paid

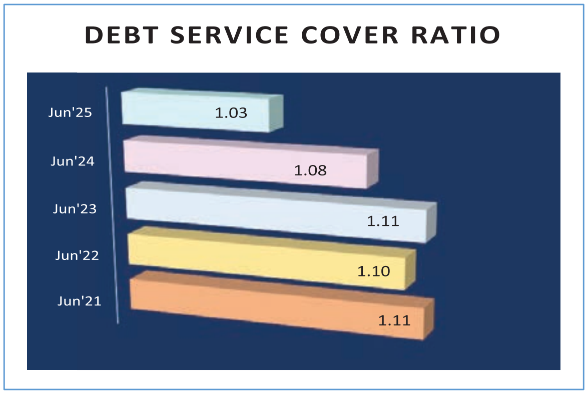

এ অর্থবছরে আমাদের দায় পরিশোধ ক্ষমতা হয়েছে ১.০৩ : ১ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-এর মানদন্ড হচ্ছে ১.২৫ : ১ ।

অর্থায়নের উৎস

Particulars	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025	
	TK	%	TK	%	TK	%	TK	%	TK	%
Equity/Net worth	3,980	38.30	5,060	34.84	6,166	35.50	7,267	36.84	8,594	40.58
Members Savings Deposit	3,983	38.31	4,693	32.31	5,599	32.24	6,433	32.61	7,226	34.12
PKSF	1,070	10.29	1,149	7.91	1,271	7.32	1,206	6.11	1,711	8.08
Commercial Bank & NBFI	951	9.14	3,205	22.07	3,915	22.54	4,392	22.26	3,217	15.19
Bangladesh Bank	407	3.91	417	2.87	417	2.40	430	2.18	430	2.03
Total	10,395	100%	14,524	100%	17,369	100%	19,727	100%	21,178	100%

Equity/Net worth

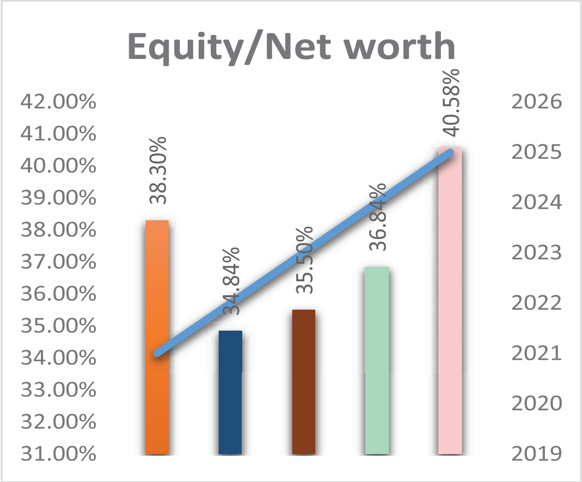

Members savings deposits

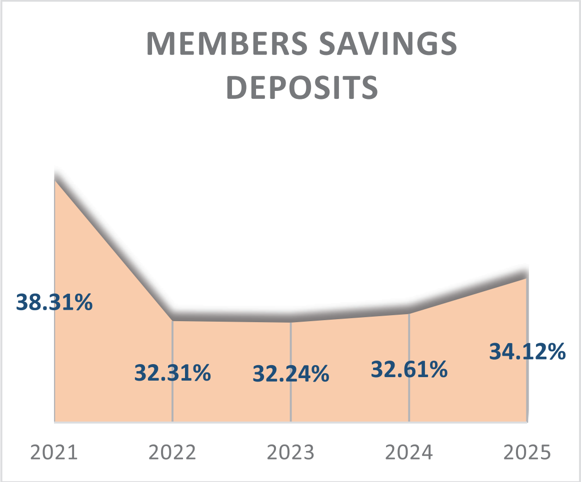

পিকেএসএফ

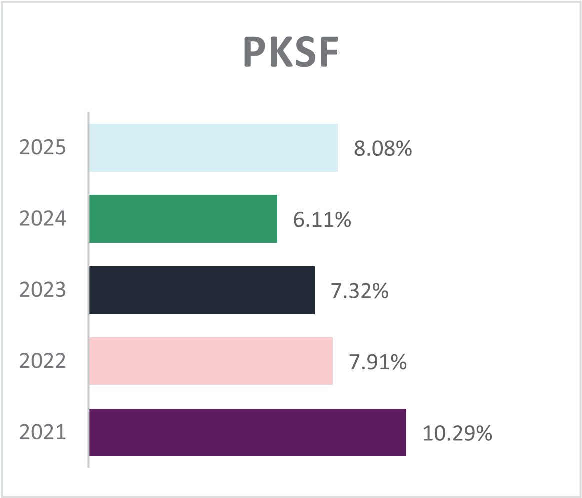

বাণিজ্যিক ব্যাংক ও NBFI

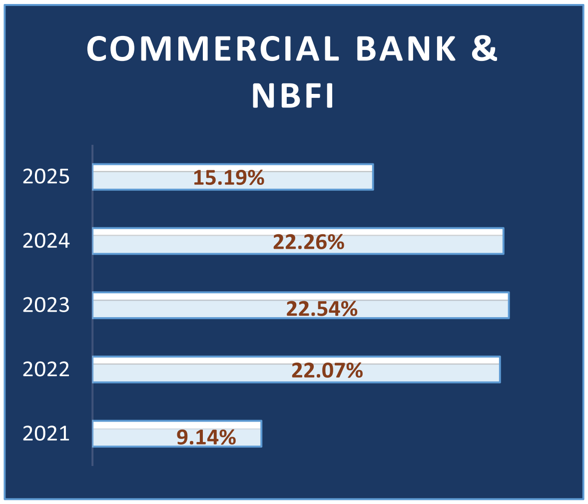

বাংলাদেশ ব্যাংক

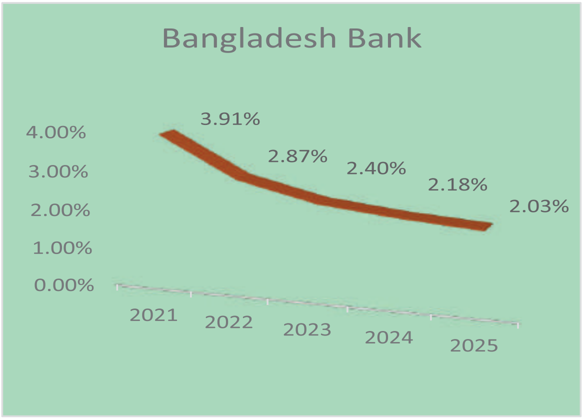

আর্থিক উৎস

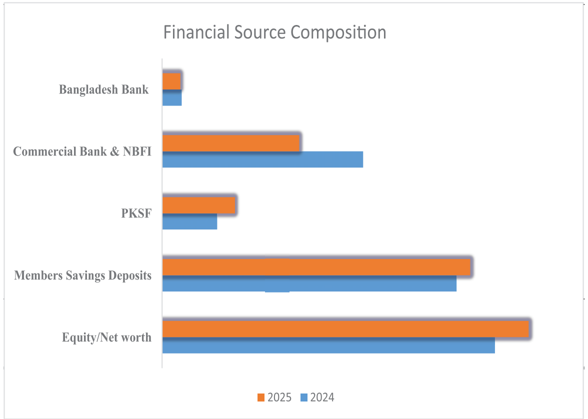

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০২৩-২০২৪) মোট ১৯,৭২৭ মিলিয়ন টাকা অর্থসম্পদের মধ্যে যথাক্রমে ৩৬.৮৪% ইকুইটি, ৩২.৬১% সদস্যদের সঞ্চয়, ৬.১১% পিকেএসএফ ঋণ, ২২.২৬% বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ২.১৮% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ, যা বর্তমান অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) মোট ২১,১৭৮ মিলিয়ন টাকা অর্থসম্পদের মধ্যে যথাক্রমে ৪০.৫৮% ইকুইটি, ৩৪.১২% সদস্যদের সঞ্চয়, ৮.০৮% পিকেএসএফ ঋণ, ১৫.১৯% বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ২.০৩% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ হয়েছে।

সম্পদ বিন্যাস

Particulars	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025	
	TK	%	TK	%	TK	%	TK	%	TK	%
Property, Plant & Equipment	128.35	1.23	129.15	0.89	699.79	4.03	834.24	4.23	855.39	4.04
Loan Portfolio	8988.71	86.47	12567.93	86.53	14514.72	83.57	15932.49	80.76	17137.75	80.92
Fixed Deposit	778.95	7.49	1116.69	7.69	1161.04	6.68	1389.22	7.04	2113.17	9.98
Other Assets	110.98	1.07	140.33	0.97	168.07	0.97	118.97	0.60	392.72	1.85
Cash & Bank Balance	388.07	3.73	570.40	3.93	824.29	4.75	1452.36	7.36	679.32	3.21
Total	10395.06	100%	14524.49	100%	17368.91	100%	19727.28	100%	21178.36	100%
Growth	1954.00	23.15%	41.29.43	39.72%	2844.41	19.58%	2358.38	13.58%	1451.08	7.36%

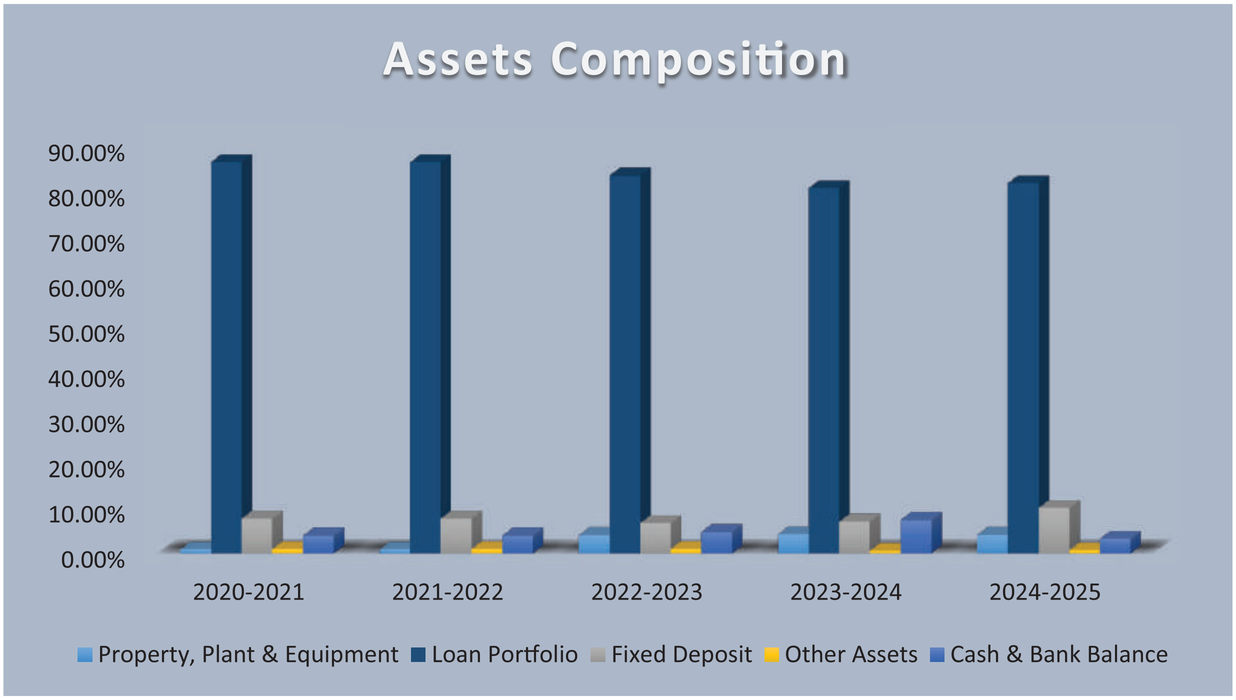

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০২৩-২০২৪) যথাক্রমে ৪.২৩% সম্পত্তি, ৮০.৭৭% ঋণস্থিতি, ৭.০৪% স্থায়ী আমানত এবং ০.৬০% অন্যান্য সম্পদ এবং ৭.৩৬% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা যা বর্তমান অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) যথাক্রমে ৪.০৪% সম্পত্তি, ৮০.৯২% ঋণস্থিতি, ৯.৯৮% স্থায়ী আমানত এবং ১.৮৫% অন্যান্য সম্পদ এবং ৩.২১% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রতি অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি ব্রাঞ্চ কমপক্ষে দুইবার (সার্বিক ও সাধারণ) নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে এবং প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ বছরে দুইবার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ নিরীক্ষা করে থাকেন।

সংস্থার ম্যানুয়াল ও সার্কুলারের সকল প্রকার নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় কিনা এবং সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ম্যানুয়াল ও সার্কুলারের বাস্তবায়ন ও পরিপালন যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এছাড়াও সকল কর্মসূচির গুণগতমান এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনমাফিক সহায়তা করে থাকে বলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তৃতীয় চক্ষু হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সংস্থার কর্মসূচিসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোনরকম ভুলভ্রান্তি হয় কিনা সেগুলো ব্রাঞ্চ অফিস ও সমিতি পর্যায়ে সরাসরি যাচাই, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হয়।

এছাড়া, প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সংস্থার প্রসিডিউরসমূহ অনুসরণ করে পরিচালনা ও সম্পাদন করা হচ্ছে কিনা তা প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের বছরে দুইবার নিরীক্ষাকালীন সময়ে স্যামপ্লিং ভিত্তিতে যাচাই করা হয়ে থাকে।

সংস্থার নিরীক্ষণ কাজকে গতিশীল করার জন্য জুন '২৫ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ৪০ জন এবং প্রধান কার্যালয়ে হেড অব অডিটসহ ৬ জন নিরীক্ষকসহ মোট ৪৬ জন কর্মরত রয়েছে।

উল্লেখ্য, ফিল্ড পর্যায়ের নিরীক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ নিরীক্ষণ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়াও সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ফিল্ড অফিসার (এফও), ব্রাঞ্চ হিসাবরক্ষক (বিএসি) ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (বিএম) ইত্যাদি পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সংস্থার ফিল্ড পর্যায়ে সকল কর্মসূচির নিরীক্ষণকালে ঋণ কর্মসূচির বকেয়া আদায়েও নিরীক্ষকগণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

ব্রাঞ্চ পর্যায়ে নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য: সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক ব্রাঞ্চ পর্যায়ে দু'ভাবে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে, যথা: ১. সার্বিক নিরীক্ষা ও ২. সাধারণ নিরীক্ষা। সার্বিক ও সাধারণ নিরীক্ষা কার্যক্রম নিয়ে নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো:

১. **সার্বিক নিরীক্ষা:** প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কালে অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে ৩ (তিন) সপ্তাহ সার্বিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সার্বিক নিরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি ব্রাঞ্চে যতজন ফিল্ড অফিসার (এফও) থাকবে ততজন ফিল্ড অডিটর এবং একজন অডিট টীমলিডারের নেতৃত্বে সার্বিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

২. **সাধারণ নিরীক্ষা:** প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বাধ্যতামূলকভাবে এবং অন্যান্য সপ্তাহে সার্বিক নিরীক্ষার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফিল্ড অডিটর থাকলে সাধারণ নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

সাধারণ নিরীক্ষায় ১ থেকে ৩ জন ফিল্ড অডিটর প্রত্যেকটি ব্রাঞ্চ অফিস নিরীক্ষা করে থাকেন। উক্ত নিরীক্ষায় ফিল্ড অডিটরের সংখ্যা অনুযায়ী ব্রাঞ্চের ফিল্ড অফিসার (এফও) এর সমিতির সকল কার্যক্রম দেখা বাধ্যতামূলক। এছাড়া ব্রাঞ্চ অফিস পর্যায়ে বিভিন্ন ডকুমেন্টস স্যাম্পলিং যাচাই করে থাকেন।

এছাড়াও নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনায় এবং প্রোগ্রাম বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ সার্বিক নিরীক্ষা করা হয়।

সারপ্রাইজ ভিজিট/অডিট সংক্রান্ত: হেড অব অডিটসহ প্রধান কার্যালয়ের সুপারভাইজারগণ প্রতিমাসে তাদের বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রাঞ্চ পর্যায়ে সারপ্রাইজ ভিজিট/অডিট করে থাকেন।

নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে সারপ্রাইজ ভিজিট সংক্রান্ত: নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সময়ে সময়ে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকে সাথে নিয়ে ব্রাঞ্চ পর্যায়ে সারপ্রাইজ ভিজিট করে থাকেন।

সংস্থার তদন্ত কাজে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত: সংস্থার প্রয়োজনে মানবসম্পদ বিভাগ এর চাহিদার প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কার্যালয়ের ও ফিল্ড পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ একক বা যৌথভাবে তদন্ত কাজে তদন্ত টীমের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

অডিট বিভাগের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত: প্রধান কার্যালয়ে ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের কাজের মান উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত দুইবার

তাদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সময়ে সময়ে নিরীক্ষকগণের সাথে জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন কাজের সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

ফিল্ড অডিট টীম সুপারভিশন ও ফলোআপ সংক্রান্ত: সংস্থার মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল ফিল্ড অডিটরকে নিয়ে ৬টি অডিট টিম করা হয়েছে। উক্ত ৬টি অডিট টিমকে ৬ জন অডিট টিমলিডার নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এবং মাঠ পর্যায়ের ৬টি অডিট টিমকে প্রধান কার্যলয়ের ০৩ জন অডিট সুপারভাইজার প্রতিনিয়ত সুপারভাইজ ও ফলোআপ করে থাকেন।

অডিট টিমলিডারগণকে নিয়ে ম্যানেজমেন্ট মিটিং করা সংক্রান্ত: সংস্থার মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ৬ জন অডিট টিমলিডারকে নিয়ে প্রতি বছর ২ বার ৬ মাস অন্তর ২টি অডিট টিমলিডার ম্যানেজমেন্ট মিটিং করা হয়। উক্ত মিটিংয়ে তাদের সাথে সংস্থার এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি) মতবিনিময় করে থাকেন।

অডিট কমিটি সংক্রান্ত: নিরীক্ষা বিভাগের কাজকে আরও গতিশীল ও স্বচ্ছ রাখার লক্ষ্যে সংস্থার নিবার্হী পরিচালককে সদস্য সচিব এবং একজনকে চেয়ারপারসন করে সংস্থার গভর্নিং বডি ও জেনারেল বডির ৪ (চার) জন সম্মানিত সদস্যদের সমন্বয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট ১টি অডিট কমিটি রয়েছে। অডিট কমিটি সংস্থার সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ে প্রতি বছর ২ বার (৬ মাস অন্তর) অডিট কমিটির মিটিং করে থাকে।

নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন সংক্রান্ত: সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ 'নিরীক্ষণ কাজের আলোকে' প্রতিবেদন তৈরী করে থাকে, যেমন:

১. ব্রাঞ্চ ভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে অডিট আপত্তি, পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনীমূলক প্রতিবেদন 'প্রধান কার্যালয়ের' অভ্যন্তরীণ অডিট বিভাগ থেকে তৈরী করে যা ব্রাঞ্চসহ সংশ্লিষ্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট 'অডিট নিষ্পত্তি ও পরিপালনের' জন্য প্রেরণ করা হয়।

২. 'সারপ্রাইজ ভিজিট/অডিট' প্রতিবেদনসমূহ তৈরি করে 'নির্বাহী পরিচালক' মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. নির্বাহী পরিচালক মহোদয় কর্তৃক ব্রাঞ্চ পর্যায়ে 'সারপ্রাইজ ভিজিট' প্রতিবেদন তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪. প্রতিমাসে ব্রাঞ্চের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে 'অডিট সামারী এন্ড ম্যানেজমেন্ট প্রতিবেদন' তৈরি করে তা সংস্থার 'সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়'সহ এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টীম (ইএমটি) কে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫. সংস্থার গভর্নিং বডির মিটিং এর জন্য 'অডিট সামারী প্রতিবেদন' তৈরী করে তা সরবরাহ করা হয়।

৬. সংস্থার অডিট কমিটির মিটিং-এর জন্য 'অডিট সামারী প্রতিবেদন' তৈরী করে উপস্থাপন করা হয়।

৭. সংস্থার বার্ষিক প্রোগ্রাম মিটিং-এ সকল অডিটকৃত ব্রাঞ্চসমূহের 'বিশেষ অডিট ফাইন্ডিংস' নিয়ে 'অডিট সামারি প্রতিবেদন' তৈরী করে তা উপস্থাপন করা হয়।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ব্রাঞ্চ অডিট পরিকল্পনা ও অর্জন

সার্বিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			সাধারণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			মোট নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন		
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
২০০	২১২	১০৬%	৩৫২	৩৫৩	১০০%	৫৫২	৫৬৫	১০২%

উল্লেখ্য, সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সংস্থার ২২৬টি ব্রাঞ্চে ২১২টি সার্বিক ও ৩৫৩টি সাধারণ নিরীক্ষাসহ সর্বমোট ৫৬৫টি নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে যা পরিকল্পনার বিপরীতে ১০২% অর্জন।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অন্যান্য কর্মসূচির নিরীক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও অর্জন

সারপ্রাইজ ভিজিট/নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			সমৃদ্ধি কর্মসূচীর নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			কৈশোর কর্মসূচীর নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন		
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
৩১	৪৬	১৪৮%	০২	০২	১০০%	০৪	০২	৫০%	০৬	০৬	১০৬%

সারপ্রাইজ ভিজিট/নিরীক্ষণ: চলতি অর্থ বছরে সারপ্রাইজ ভিজিট/নিরীক্ষণ মোট (ছেচল্লিশ) বার করা হয়েছে, অর্থাৎ ১৪৮%।

প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষণ: চলতি অর্থ বছরে প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগের কার্যক্রম ২ বার নিরীক্ষণ করা হয়েছে, অর্থাৎ ১০০%।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি: চলতি অর্থ বছরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি ২ (দুই) বার নিরীক্ষণ করা হয়েছে, অর্থাৎ ৫০%। উল্লেখ্য, চলতি অর্থ বছরে পিকেএসএফ কর্তৃক উক্ত কর্মসূচিতে বরাদ্দ পেতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ২ বার অডিট করার প্রয়োজন পড়ে।

কৈশোর কর্মসূচি: এছাড়াও চলতি অর্থ বছরে কৈশোর কর্মসূচি ৬ বার নিরীক্ষণ করা হয়েছে, অর্থাৎ ১০০%।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

Nexia in Bangladesh | ম্যাবস এন্ড জে পার্টনার্স MABS & J Partners Chartered Accountants

Independent Auditor's Report

To the Governing Body of Centre for Development Innovation and Practices (CDIP)

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the Consolidated Financial Statements of Centre for Development Innovation and Practices (CDIP), which comprise the Consolidated Statement of Financial Position as at 30 June 2025, and the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Receipts and Payments, Consolidated Statement of Cash Flows and Consolidated Statement of Changes in Fund for the year then ended 30 June 2025, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant Accounting Policies.

In our opinion, the accompanying Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the financial position of Centre for Development Innovation and Practices (CDIP) as at 30 June 2025, and its financial performance, its cash flows and its receipts and payments for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations including MRA guidelines.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Organization in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), International Accounting Standards (IASs), Rules and Regulations of Micro Credit Regulatory Authority (MRA) and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, management is responsible for assessing the Organization's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

Corporate Office:
SMC Tower (Level 5 & 7) 33, Banani C/A
Road 17, Dhaka-1213, Bangladesh
Phone : +880-2-222275057-58
+880-2-222275365-66
E-mail : info@mabsj.com
Web : www.mabsj.com, www.nexia.com

MABS & J Partners Chartered Accountants Dhaka

Chattogram Office :
Jahan Building 5 (Level 3)
74 Agrabad C/A, Chattogram-4100, Bangladesh
Phone : +88-01722-156260
E-mail : info@mabsj.com
Web : www.mabsj.com, www.nexia.com

Member firm of Nexia International, UK

1

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Organization's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Organization's ability to continue as a going concern. If we concluded that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions were based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Organization to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieved fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 18 SEP 2025

Nasir U Ahmed
FCA, FCS, CGMA, ACMA(UK), FCA (England & Wales)
Additional Managing Partner
ICAB Enrollment No.: 0535
DVC No.: 2509180535AS3C4775

Centre for Development Innovation and Practices

Consolidated Statement of Financial Position

As at June 30, 2025

Amount in Tk.

Particulars	Notes	As at 30-Jun-25	As at 30-Jun-24
ASSETS			
A. Non-current assets		**1,136,123,213**	**963,762,461**
Property, Plant and Equipment	6.00	854,515,652	836,455,829
Capital Work-in-Progress	7.00	-	-
Intangible assets	8.00	878,371	1,097,964
Long term investment	9.00	280,729,190	126,208,668
B. Current Assets		**20,042,232,910**	**18,763,517,084**
Loan to members & Customers	10.00	17,137,754,008	15,932,492,522
Short term investment	11.00	1,832,442,699	1,263,213,533
Bills & other receivables	12.00	72,576,531	59,077,802
Advance, deposits and prepayments	13.00	318,669,669	53,370,847
Store & spares	14.00	1,470,444	3,006,237
Cash & Cash Equivalents	15.00	679,319,559	1,452,356,143
Total Assets (A+B)		**21,178,356,123**	**19,727,279,545**
Capital Fund and Liabilities			
C. Capital Fund		**5,521,966,594**	**5,040,817,105**
Cumulative surplus	16.00	4,936,911,771	4,509,867,813
Reserve fund	17.00	585,054,823	530,949,292
D. Other funds	18.00	815,057,401	697,968,883
E. Non-Current Liabilities		**5,655,392,665**	**3,798,178,096**
Loan from PKSF	19.00	815,158,344	507,270,840
Loan from Commercial Bank & NBFI	20.00	831,300,000	6,805,483
Members savings deposits	21.00	2,397,696,962	2,197,062,012
Provision for Expenses	22.00	1,154,338,850	680,845,350
Other payables	23.00	456,898,509	406,194,411
F. Current Liabilities		**9,185,939,463**	**10,190,315,461**
Loan from PKSF	24.00	896,112,496	698,362,500
Loan from Bangladesh Bank (JICA Fund)	25.00	430,000,000	430,000,000
Loan from Commercial Bank, NBFI & IDCOL	26.00	2,626,441,905	4,384,930,855
Members savings deposits	27.00	4,827,842,600	4,235,656,925
Provision for Expenses	28.00	249,275,101	269,070,608
Other Payables	29.00	156,267,361	172,294,573
Total Capital Fund and Liabilities (C+D+E+F)		**21,178,356,123**	**19,727,279,545**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) | **Director (Finance & Digitization)** | **Executive Director** | **Chairman**

Signed as per our annexed report of even date.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 18 SEP 2025

Nasir U Ahmed
FCA, FCS, CGMA, ACMA(UK), FCA (England & Wales)
Additional Managing Partner
ICAB Enrollment No.: 0535
DVC No.: 2509180535AS304775

3

Centre for Development Innovation and Practices

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

For the year ended June 30, 2025

Amount in Tk.

Particulars	Notes	For the year ended 30-Jun-25	For the year ended 30-Jun-24
A. Revenue		**3,671,161,909**	**3,524,142,669**
Service charges income	30.00	3,506,247,120	3,424,007,719
Bank Interest on Investment	31.00	144,493,194	90,410,640
Issue of Pass book, Form & Other	32.00	12,226,162	4,432,300
Others Income	33.00	8,195,433	5,292,010
Sale	34.00	1,844,004	83,229,644
Less: Cost of Good Sold	35.00	1,933,653	69,889,929
B. Gross Profit / (Loss)		**(89,649)**	**13,339,715**
Operating Income (A+B)		**3,671,072,260**	**3,537,482,384**
Non Operating Income		**25,003,104**	**25,655,697**
Bank Interest	36.00	24,624,495	25,655,697
Overhead Income		378,609	-
		3,696,075,364	**3,563,138,081**
Operating Expenses		**3,108,850,273**	**2,696,600,132**
Personnel Expenses	37.00	1,293,327,388	1,214,003,811
General & Administrative Expenses	38.00	210,038,302	175,492,804
Selling & Distribution Expenses	39.00	146,061	793,593
Financial Expenses	40.00	1,005,797,455	975,291,854
Depreciation & Amortization	41.00	18,100,450	11,612,783
Loan Loss Provision Expense (LLPE)		581,440,617	319,405,287
Profit Before Tax		**587,225,091**	**866,537,949**
Income Tax Expenses	42.00	46,433,362	31,870,531
Excess/(deficit) of income over expenditure after tax		**540,791,729**	**834,667,418**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) | **Director (Finance & Digitization)** | **Executive Director** | **Chairman**

Signed as per our annexed report of even date.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 18 SEP 2025

Nasir U Ahmed
FCA, FCS, CGMA, ACMA(UK), FCA (England & Wales)
Additional Managing Partner
ICAB Enrollment No.: 0535
DVC No.: 2509180535AS304775

4

Centre for Development Innovation and Practices
Consolidated Statement of Receipts and Payments
For the year ended June 30, 2025

Amount in Tk.

Particulars	For the year ended	
	30-Jun-25	30-Jun-24
Opening Balance	**1,440,682,346**	**820,637,817**
Cash in hand	51,066,312	3,312,428
Cash at bank (Operating Account)	1,357,818,823	812,603,675
Cash at Bank (Investment Account)	31,797,211	4,721,714
Receipts	**39,007,831,240**	**39,088,033,605**
Loan realized from beneficiaries	22,261,492,020	21,860,819,292
Loan received from PKSF	1,280,000,000	807,125,000
Loan received from Bank & NBFI	5,533,616,246	7,405,003,000
Service Charge Income	3,126,840,203	3,059,227,329
Bank Interest	36,953,934	32,075,269
Receipt from members	4,205,453	4,435,820
Members Savings	5,365,989,879	5,130,911,246
Khudra Jhuki and Member Welfare Fund	265,515,839	306,196,823
Staff Security Deposits	303,346	490,000
Fixed Deposits Encashment	908,125,438	157,535,996
Interest	85,658,973	87,444,336
Advance Received	4,735,955	9,306,771
Received from Various program	7,888,124	6,440,396
Others Income	83,205,669	111,371,412
Staff loan realized	7,159,732	10,475,547
Balance Payable with Others Fund	25,328,599	9,789,805
Loan Loss Provision (LLP)	10,100	99,615
Advance from PKSF	1,086,000	-
Travel Incentive	-	297,805
Sale	-	83,617,808
Donation Received	2,000,000	-
Overhead Income	378,609	-
Retained Surplus	7,337,121	5,370,335
Total	**40,448,513,586**	**39,908,671,422**
Payments	**39,769,194,027**	**38,456,315,279**
General and Administrative Expenses	1,252,419,340	1,345,887,864
Selling & Distribution Expenses	-	-
Personnel Expenses	99,162,993	90,492,268
Loan Disbursement to Beneficiaries	26,598,186,866	26,278,746,000
Loan Refund to PKSF, Bank & NBFI	7,752,921,274	7,946,068,412
Financial Expenses	656,379,582	633,470,996
Savings and Security Refund	1,682,778,965	1,503,132,172
Capital Investment	1,631,163,539	533,613,884
Khudra Jhuki and Member Welfare Fund	10,574,535	55,662,638
Advances, Deposits and Prepayments	62,433,676	64,767,815
Provision	1,058,582	-
Inventory	-	-
Balance Payable with Others Fund	20,659,487	4,205,478
Advance paid to PKSF	1,004,328	-
Prior Year Adjustment	450,860	267,752
Closing Balance	**679,319,559**	**1,452,356,143**
Cash in hand	27,379,798	51,066,312
Cash at banks (Operating account)	647,094,347	1,369,492,620
Cash at banks (Investment account)	4,845,414	31,797,211
Total	**40,448,513,586**	**39,908,671,422**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Digitization)** **Executive Director** **Chairman**

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 18 SEP 2025

MABS & J Partners, Chartered Accountants, Dhaka

Centre for Development Innovation and Practices
Consolidated Statement of Cash Flows
For the year ended June 30, 2025

Amount in Tk.

Particulars	For the year ended 30-Jun-25	For the year ended 30-Jun-24
A. Cash Flow from Operating Activities:		
Profit for the year	540,791,729	834,667,418
Surplus transfer from Solar Program	1,531,871	5,095,710
Adjustment for:		
Prior year adjustment	8,954,912	268,934
Reserve Fund	54,105,531	83,302,765
Loan Loss Provision	433,078,228	165,728,359
Other Funds	117,088,518	120,029,762
Adjustment with surplus fund	(121,170,812)	(134,878,012)
Donation and Subscription	-	(50,000)
Depreciation and amortization for the year	14,287,620	8,767,068
(i) Operating profit before working capital changes	1,048,667,597	1,082,932,004
Non-cash items		
Loan disbursed to members	(26,598,186,866)	(26,278,746,000)
Loan realized from members	22,261,492,021	21,860,819,292
Loan adjustment with members	3,131,342,417	3,001,153,441
Fund Received	-	1,515,688
Fund Payment	-	(4,205,478)
Fund Adjustment	-	1,377,994
Increase/decrease in inventories	2,916,729	71,217,082
Increase/decrease in current assets	(44,193,246)	(18,311,227)
Increase/decrease in current liabilities	109,028,820	33,519,268
(ii) Adjustment per changes in working capital	(1,137,600,125)	(1,331,659,940)
Net Cash flows from operating activities (i+ii)	**(88,932,528)**	**(248,727,936)**
B. Cash flow from Investing Activities:		
Acquisition of Property, plant and equipment	(36,078,258)	(146,625,001)
Investment	(958,759,519)	(233,080,840)
Net cash used in Investing Activities	**(994,837,777)**	**(379,705,841)**
C. Cash Flow from Financing Activities:		
Loan received from PKSF	1,280,000,000	807,125,000
Loan received from JICA for SMAP	430,000,000	430,000,000
Loan received from Bank & NBFI	5,344,654,611	6,975,003,000
Members Savings Collection	5,365,989,879	5,130,911,246
Members Savings Refund	(1,629,382,342)	(1,464,110,956)
Members Savings Adjustment	(3,000,683,331)	(2,833,044,654)
Loan Repayment to PKSF	(774,362,500)	(872,829,161)
Laon refunded to Bangladesh Bank (SMAP)	(430,000,000)	(417,000,000)
Laon refunded to Commercial Bank & NBFI	(6,275,482,596)	(6,495,902,372)
Net Cash flows from financing activities	**310,733,721**	**1,260,152,103**
Net changes in cash & cash equivalents (A+B+C)	**(773,036,584)**	**631,718,326**
Add: Cash and bank balance at the beginning of the year	1,452,356,143	820,637,817
Cash and bank balance at the end of the year	**679,319,559**	**1,452,356,143**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Digitization)** **Executive Director** **Chairman**

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 18 SEP 2025

MABS & J Partners Chartered Accountants Dhaka

Centre for Development Innovation and Practices
Consolidated Statement of Changes in Fund
For the year ended June 30, 2025

Amount in Tk.

Particulars	30-Jun-25	30-Jun-24
Balance as at July 01, 2024	**5,040,817,105**	**4,252,410,290**
Add: Surplus transfer from VCD & SLD Program	(1,531,871)	5,095,710
Add: Surplus during the year	540,791,729	834,667,418
Add: Prior year's adjustment	8,954,912	268,934
Less: Donation during the year	-	50,000
Add/Less: City Foundation Award Fund	-	(400,000)
Add/Less: Land and Land Development Fund	3,916,000	-
Social Development Activities:		
Add/Less: Transferred to Health support program	(15,727,777)	(1,996,312)
Add/Less: Transferred to Education Support Program (Shisok)	(46,487,024)	(43,661,908)
Add/Less: Transferred to Life Style Development Program	(99,839)	(427,976)
Add/Less: Transferred to Adolescent-Cultural & Sports Program	(215,473)	(666,907)
Add/Less: Transferred to Beggers & Shelterless Rehabilitation Program	(3,570,200)	(3,597,144)
Add/Less: Transferred to Bangabandhu Scholarship	(657,000)	(825,000)
Less: Transferred to Enrich Program	(894,780)	-
Less: Transferred to Disaster Mitigation Fund	(3,329,188)	-
Balance as at June 30, 2025	**5,521,966,594**	**5,040,817,105**

The annexed notes form an integral part of these consolidated financial statements.

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Digitization)** **Executive Director** **Chairman**

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: 18 SEP 2025

MABS & J Partners Chartered Accountants Dhaka

মানচিত্রে সিদীপের কর্ম-এলাকা এবং ব্রাঞ্চসমূহের অবস্থান

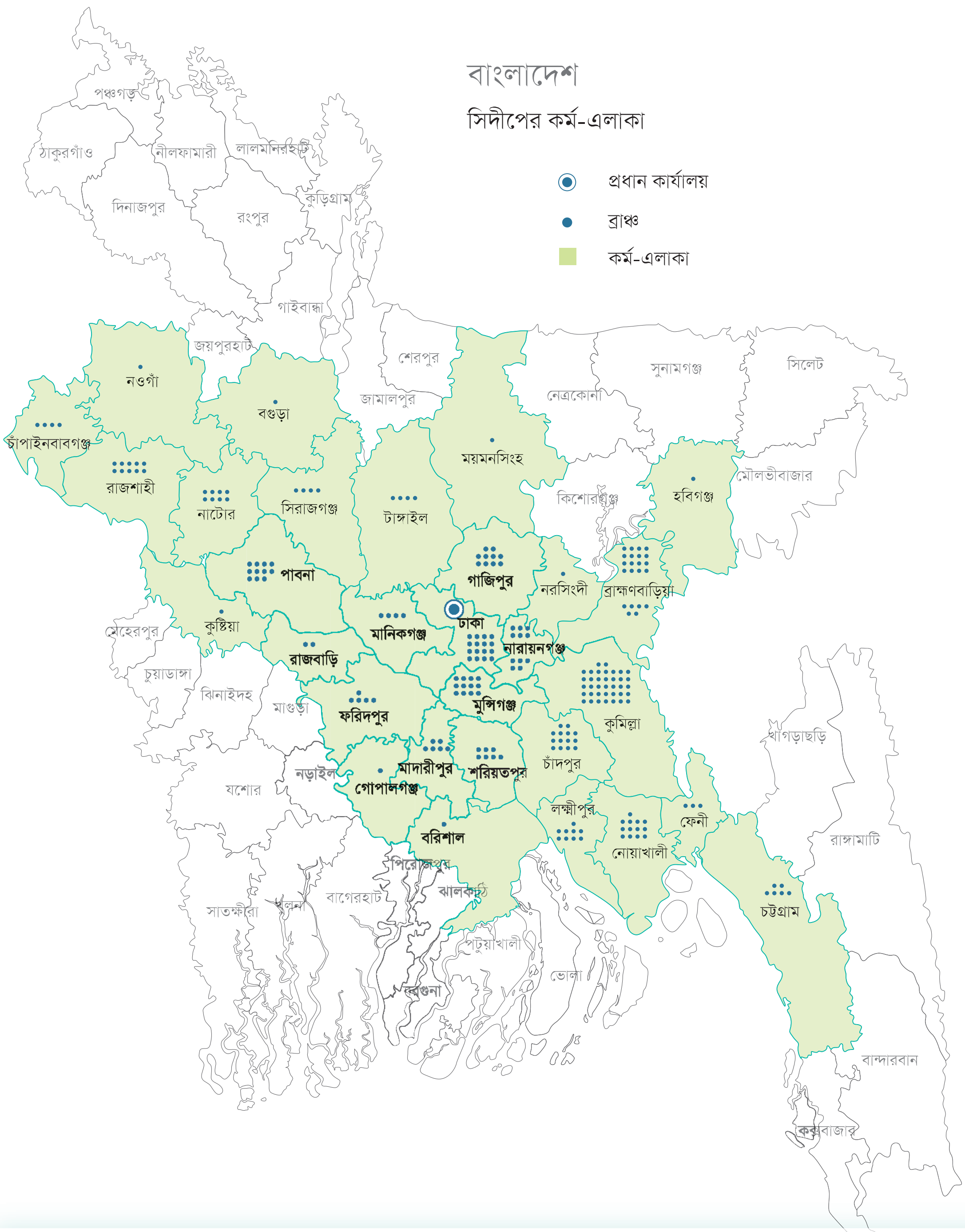

২২৬ ব্রাঞ্চ	**৩৪** এরিয়া	**১০** জোন	**৩০** জেলা

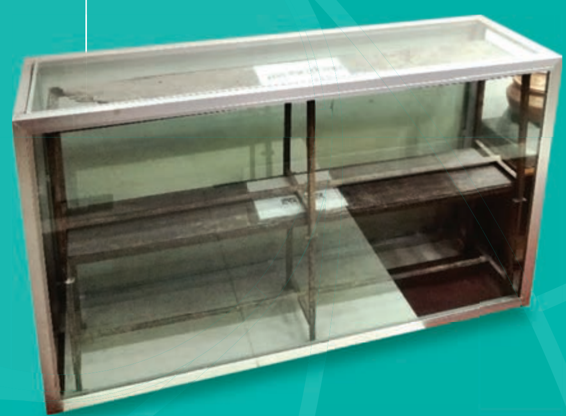

প্রথম ব্রাঞ্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কুটিতে ব্যবহৃত
সিদীপের প্রথম আসবাব- দুটি বেঞ্চ
বর্তমানে সিদীপ ভবনের
দ্বিতীয় তলায় সংরক্ষিত

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ি ২২/৯, ব্লক বি, বাবর রোড
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ০২-৪৮১১১৮৬৩৩, ০২-৪৮১১১৮৬৩৪
info@cdipbd.org
www.cdipbd.org

Design & Production: IRC